বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছর

অক্টোবর ২০১৯

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.legislativediv.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছর

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৯

মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

প্রকাশনায়: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.legislativediv.gov.bd

প্রতিবেদন প্রকাশনা পর্ষদ

উপদেষ্টা : আনিসুল হক, এম,পি, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধান : মোহাম্মদ শহিদুল হক, সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

প্রতিবেদন সংকলন, সম্পাদনা ও সহযোগিতায়:

জনাব সৌমেন পালিত বাবু, সহকারী সচিব; জনাব মো: সালাউদ্দীন আলম মৃধা, সহকারী সচিব; জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা); জনাব মো: জুলহাজ আলী সরকার, সহকারী সচিব (প্র-১); বেগম জিহান বিনতে এনাম, সহকারী সচিব (প্র-২); জনাব মাহবুব আলম, প্রোগামার; বেগম রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী, সিনিয়র সহকারী সচিব; জনাব দীপংকর বিশ্বাস, উপ-সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)(চ:দা:); জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, সিস্টেম এনালিস্ট; জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম, উপ-সচিব; জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপ-সচিব; জনাব কাজী আরিফুজ্জামান, যুগ্মসচিব; ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, যুগ্মসচিব; জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্মসচিব।

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আনিসুল হক, এম, পি

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ শহিদুল হক
সিনিয়র সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোকচিত্র

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮ সনে প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের বার্ষিক সংকলনের কপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে জনাব আনিসুল হক পুনরায় দায়িত্ব প্রাপ্তির পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পক্ষ হতে এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে জনাব আনিসুল হক পুনরায় দায়িত্ব প্রাপ্তির পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রতি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC) এর 10th session of the Implementation Review Group (IRG) এর সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC) এর 10th session of the Implementation Review Group (IRG) এর সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC) এর 10th session of the Implementation Review Group (IRG) এর সম্মেলনে এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC) এর সম্মেলনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সম্মানে অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর কর্তৃক আয়োজিত ডিনারে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সহিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক।

Legislative Process and Technique শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	উপক্রমণিকা	
	প্রথম অধ্যায় **লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প , অভিলক্ষ্য এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য**	
১.১	বিভাগ প্রতিষ্ঠা	
১.২	রূপকল্প	
১.৩	অভিলক্ষ্য	
১.৪	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	
	দ্বিতীয় অধ্যায় **সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, নিয়োগ ও পদোন্নতি**	
২.১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	
২.২	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব	
২.৩	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	
২.৪	নিয়োগ ও পদোন্নতি	
	তৃতীয় অধ্যায় **বিভাগের কর্মপরিধি, বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা ও এর কার্যক্রম**	
৩.১	কর্মপরিধি	
৩.২	প্রশাসন শাখা-১	
৩.৩	প্রশাসন শাখা-২	
৩.৪	প্রশাসন শাখা-৩	
৩.৫	সংসদ শাখা	
৩.৬	প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা	
৩.৭	বাজেট শাখা	
৩.৮	মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা	
৩.৯	সংশোধন ও অভিযোজন শাখা	
৩.১০	আইন শাখা	
৩.১১	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা	
৩.১২	হিসাব শাখা	

চতুর্থ অধ্যায় **বিভাগের কার্যাবলি ও সাফল্য**		
৪.১	এক নজরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	
৪.২	নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা	
৪.৩	২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা	
৪.৪	বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি	
৪.৫	আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি	
৪.৬	অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি	
৪.৭	জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত	
৪.৮	ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক	
৪.৯	সুনীল অর্থনীতির (ব্লু-ইকোনোমির) উদ্যোগ বাস্তবায়ন	
৪.১০	অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর 10th Session of the Implementation Review Group (IRG) সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ	
৪.১১	তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয়	
পঞ্চম অধ্যায় **সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভূমিকা**		
৫.১	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিদ্যুৎ সংক্রান্ত চুক্তি	
৫.২	গৃহীত প্রকল্প	
ষষ্ঠ অধ্যায় **লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ**		
৬.১	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	
৬.২	আইন কমিশন	
সপ্তম অধ্যায়		
	২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশিত আইন ও এস.আর.ওসমূহের তালিকা	
অষ্টম অধ্যায়		
	২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইনসমূহের তালিকা	

	নবম অধ্যায়	
	২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ওসমূহের তালিকা	
	দশম অধ্যায় **পরিশিষ্ট**	
	পরিশিষ্ট-১: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও এ বিভাগে কর্মরত সিনিয়র সচিবসহ সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ঠিকানা	
	পরিশিষ্ট-২: ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ	
	পরিশিষ্ট-৩: ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহের তালিকা	
	পরিশিষ্ট-৪: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এবং ল'জ অব বাংলাদেশের ওয়েবসাইটের চিত্র	

উপক্রমণিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সনের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে "সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠায় ২১টি বিশেষ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চতুর্থবারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিগত ১০ বছরে অভাবনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানব উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮ প্রণয়ন করে। তদানুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে উন্নয়নের রাজনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবন মানের উন্নতি ঘটেছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণকে সাথে নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এই অগ্রযাত্রাকে আরও তরান্বিত করার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেকারণে সরকার বিষয়ভিত্তিক নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন যুগোপযোগীকরণে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ হলো: দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে বাড়িয়ে প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন।

বর্তমান সরকারের বাস্তবমূখী ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট ৪০টি আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং, ৪০৪টি বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নীতিমালা, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং, ১১০টি চুক্তি ভেটিং এবং ১৪ টি আইন, বিধিমালা ও চুক্তি অনুবাদ করা হয়েছে।

এই বিভাগের সহায়তায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য রয়েছে যেমন: জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ হতে ৫০ এ উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের স্বার্থে লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন, বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের মানোন্নয়নে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও সেবার মান এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ এবং কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, বর্তমানে নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় শীর্ষে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান অনুযায়ী নারীসমাজকে তাদের সুযোগ-সুবিধা-অধিকার প্রাপ্যতার বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮, বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ওজন ও পরিমাপে সঠিকতা কঠোরভাবে মেনে চলার উৎসাহ প্রদান করা, বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তি সহজ করা, আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে পরিমাপের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে

ব্যবহৃত এককসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে দেশে একটি স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮ ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধনকল্পে সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন, মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন, অ্যাভিয়েশন সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর বিশ্বের সাথে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাভিয়েশন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা, পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯, কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে সংরক্ষিত উদ্ভিদের জাত নিবন্ধন, আবেদনকারীর যোগ্যতা, সংরক্ষণের শর্তাবলি, প্রজননবিদ ও কৃষকের অধিকার, স্বীকৃতির সনদ ও পুরস্কার, এবং আইনের কোন ধারা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে অপরাধ ও দন্ডের বিধান সমন্বয়ে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং সকলের কাছে আইনের সহজবোধ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য এ বিভাগের অনুবাদ অনুবিভাগ কর্তৃক আইন, বিধিমালা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের নির্ভরযোগ্য অনূদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুবাদ অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে আইন অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে এ বিভাগের আইসিটি সেল প্রচলিত আইনসমূহ ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ এবং ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দ্রুত নথি নিষ্পত্তিকরণে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এ অর্থবছরে আইসিটি সেল এ বিভাগে Digital Attendance System ও স্টক ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার প্রচলন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

“সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে ২০১৮-২০১৯ সময়কালে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ পুস্তিকায় উপস্থাপনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.১ বিভাগ প্রতিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা ও পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা পূরণের স্বার্থে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন একটি অত্যাবশ্যক অব্যাহত প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সাথে সাথে সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইনের প্রস্তাব সম্বলিত সকল বিল, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদির খসড়া প্রস্তুতির পর্যায়ে পরামর্শ প্রদানসহ চূড়ান্ত রূপদান, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে উন্নয়ন সহযোগী, দাতা সংস্থা, ইত্যাদির অনুদান ও ঋণ চুক্তির উপর আইনগত মতামত এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সম্পাদিতব্য ট্রিটি, কনভেনশন, ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। এছাড়া, আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সরকারের সকল নীতি নির্ধারণী বিষয় নিরীক্ষা, প্রচলিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ইত্যাদি বাংলা হতে ইংরেজি অথবা ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ, আইনের রিভিশন ও হালনাগাদকরণ, প্রকাশনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে আধুনিক দক্ষ লেজিসলেটিভ কর্মকর্তা সৃষ্টিসহ গুণগত মানসম্পন্ন আইন প্রণয়নের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন পর্যন্ত লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রতি নজর না দেয়ায় এ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের অভাব ছিল। কারণ, উপ-সচিব ও সহকারী সচিব পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে নিযুক্ত হয়ে দুই-তিন বছর কাজ করার পর তাঁরা আদালতে বা অন্যত্র বদলি হয়ে যেতেন। তদস্থলে আবার একই প্রক্রিয়ায় নতুন করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রেষণে নিযুক্ত হতেন। স্থায়ীভাবে নিয়োজিত দক্ষ কর্মকর্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৬/১০/১৯৯৬ খ্রি. তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে একটি আলাদা উইং ও উহার নিজস্ব জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করেন। ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিকভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং নামে আলাদা একটি উইং সৃষ্টি হয় এবং উহার কার্যক্রম শুরু হয়। বস্তুত আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি তৎকালীন সময়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সূচিত হয়।

স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তা (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৮ প্রণীত হয়। এতে করে কার্যত একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল লেজিসলেটিভ সার্ভিস সৃজিত হয়েছে। অতঃপর আইন ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে The Legal and Judicial Capacity Building Project গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং-কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল।

উপরি-উক্ত প্রজেক্ট বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন ঋণচুক্তি (Development Credit Agreement) সম্পাদিত হয়েছিল। প্রকল্প সম্পর্কিত কৌশলপত্রে এবং বিশ্ব ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট PROJECT APPRAISAL DOCUMENT-এ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইংকে পরিপূর্ণ ডিভিশনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার পাশাপাশি লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে ক্যাডারে রূপান্তর করার সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল।

কানাডা সরকারের অনুদানে উহার আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা সিডা (CIDA) এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত Legal Reform Project (part-A) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লেজিসলেটিভ উইং-কে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনে উন্নীত এবং লেজিসলেটিভ সার্ভিসকে ক্যাডারে রূপান্তর করে প্রয়োজনীয় সকল কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উহাকে বিশ্বমানে উন্নীত করা। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট Vision Paper এবং Management Plan- এ যার প্রতিফলন ছিল।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভাগ প্রতিষ্ঠার কাজটি গুরুত্ব পায় এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিগত ২৩/১২/২০০৯ খ্রি. তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি হয়।

১.২ রূপকল্প :

আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন।

১.৩ অভিলক্ষ্য:

আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করা।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আইনি বিষয়সমূহ সুসংহতকরণ;
২. রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর উন্নয়ন;
৩. দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

খ. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও বাস্তবায়ন;
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, নিয়োগ ও পদোন্নতি

২.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম,পি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী। জনাব আনিসুল হক ৩০ মার্চ, ১৯৫৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪ আসন থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স) এবং এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের কিংস্ কলেজ হতে এলএলএম ডিগ্রী লাভ করেন।

জনাব আনিসুল হকের প্রয়াত পিতা জনাব সিরাজুল হক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং জেল হত্যা মামলার চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এবং জেল হত্যা মামলার চিফ স্পেশাল প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করেন এবং মামলাটি সফলতার সাথে সমাপ্ত করে জাতীয় জীবনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের চিফ কাউন্সেল এবং স্পেশাল প্রসিকিউটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০৯ সালে সংঘটিত পিলখানা হত্যাকান্ড মামলার চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন এবং উহা সফলতার সাথে সমাপ্ত করেন।

তিনি ১২ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে প্রথম মেয়াদে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে সফলতার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং ০৭ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে পুনরায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

২.২ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ থেকে এ বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ থেকে সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৫৫ সালের ১৩ নভেম্বর পৈত্রিক নিবাস নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সনে রাজশাহী বোর্ড থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭৫ সনে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সনে আইন বিষয়ে স্নাতক(সম্মান) এবং ১৯৮১ সনে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে মুন্সেফ পদে যোগদান করেন।

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অব হিউসটন হতে এনার্জি বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন দেশে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক কানাডিয়ান সরকার এবং কর্মকর্তাগণের সাথে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং বিষয়ে কাজ করে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি মার্কিন সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত USAID এ রেগুলেটরি কনসালট্যান্ট হিসেবে দেশে এবং ওয়াশিংটনে বিভিন্ন কাজ করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) কর্তৃক গৃহীত মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রস্তুত কার্যক্রমে কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

তিনি বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত Legislative Deskbook of Bangladesh সম্পাদনা টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সচিব এবং সিনিয়র সচিব হিসেবে তিনি ৪ (চার) শতাধিক আইন প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছেন।

২.৩ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুমোদিত মোট জনবল ২৭৪, যার মধ্যে ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত ৯৯ জন এবং ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ১৭৫ জন।

২.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব (ড্রাফটিং) পদে ৪ (চার) জন, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) পদে ২ (দুই) জন, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদে ৩ (তিন) জন এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ও সহকারী সচিব (লে.অ) পদে ০১/০৮/২০১৯খ্রি: তারিখে মোট ১২ (বার) জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে ১৬ (ষোল) জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৫ (পাঁচ) জন, কম্পিউটার অপারেটর পদে ১ (এক) জন ও অফিস সহায়ক পদে ২১ (একুশ) জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভাগের কর্মপরিধি, বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা ও এর কার্যক্রম

৩.১ কর্মপরিধি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বণ্টনকৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

1. আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যেকোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরকে পরামর্শ প্রদান;
2. সকল প্রকারের বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যেকোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মতামত প্রদান;
3. আন্তর্জাতিক ট্রিটি, এগ্রিমেন্ট, অঙ্গীকার, সমঝোতা-স্মারক ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ সকল প্রকারের চুক্তি ও এগ্রিমেন্টের খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মতামত প্রদান;
4. আন্তর্জাতিক ট্রিটি, কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি এবং আন্তর্জাতিক ট্রিটি, চুক্তি, ইত্যাদি হতে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সালিস সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান;
5. সকল আইন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা ও আদেশের অনুবাদ;
6. সরকারি প্রকাশনার গ্রন্থস্বত্ব;
7. আইন, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য আইনগত দলিলের প্রকাশনা;
8. আইন, অধ্যাদেশ ও সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠের প্রকাশনা;
9. আইন ও অধ্যাদেশ এবং সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আদেশ ও প্রবিধানমালার সংকলন;
10. আইনের সংকলন, সংহতকরণ, অভিযোজন এবং প্রায়োগিক সংশোধন;
11. লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এবং অনুবাদ কর্মকর্তাগণের পদায়ন, বদলি, প্রেষণ, ইত্যাদি;
12. লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এর কর্মকর্তা এবং এ বিভাগে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ;
13. এ বিভাগের অধস্তন অফিস ও দপ্তরসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
14. আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে এ বিভাগের উপর অর্পিত বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা;
15. সংসদ সংশ্লিষ্ট বিষয়;
16. এ বিভাগের উপর অর্পিত যেকোনো বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান;
17. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ বিভাগের উপর অর্পিত যেকোনো বিষয়ের ফিস নির্ধারণ;
18. মানবাধিকার এবং মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি;
19. ন্যায়পালের কার্যালয়;
20. নির্বাচন কমিশনের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়;

21. আইন কমিশন এবং আইনগত বিষয়ে গঠিত কমিশন;
22. আইন সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়াদি;
23. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেল সংক্রান্ত প্রশাসন;
24. আর্থিক বিষয়সহ সাচিবিক প্রশাসন;
25. সরকারি সকল আইনের গ্রন্থস্বত্ব সংক্রান্ত প্রশাসন;
26. এ বিভাগের উপর অর্পিত আইনসমূহ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

এছাড়াও, Rules of Business, 1996 এর rule 14A অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে কতিপয় বিষয়ে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে, এগুলো নিম্নরূপ:

(১) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে পরামর্শ করতে হবে-

(ক) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকারের প্রস্তাব সম্পর্কে;

(খ) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব হতে উদ্ভূত সকল আইনগত প্রশ্নে;

(গ) আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, আন্তর্জাতিক এগ্রিমেন্ট, কনভেনশন প্রস্তুত সম্পর্কে;

(ঘ) যেকোনো আইনের ব্যাখ্যা প্রদান বিষয়ে;

(ঙ) বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা উপ-আইন, ইত্যাদি প্রণয়ন ও জারির পূর্বে।

(২) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মাধ্যম ব্যতীত এবং এই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালি অনুসরণ ব্যতীত কোনো মন্ত্রণালয় অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে পরামর্শ করবে না।

(৩) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকলে উক্ত বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাবে।

এ বিভাগের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ৩টি প্রশাসনিক শাখা এবং অন্যান্য আরো ৭টি শাখা গঠন করা হয়েছে। নিম্নে শাখাসমূহের কার্যাবলি ও কর্মপরিধি উল্লেখ করা হলো:

৩.২ প্রশাসন শাখা-১:

1. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নথি/চিঠিপত্র গ্রহণ, নথি খোলা ও বিতরণ এবং কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ফেরত প্রদানসহ এতৎসংক্রান্তরেজিস্টার সংরক্ষণ;
2. খোলা বাজার থেকে স্টেশনারি দ্রব্যাদি/আসবাবপত্র/টেলিফোন সেট/কম্পিউটার/ইন্টারকম/ফ্যাক্স/ ফটোকপি মেশিন/টোনার/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/বই-পুস্তক/সাময়িকী ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয়/সংগ্রহ/ বিতরণ/রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এতৎসংক্রান্তরেজিস্টার সংরক্ষণ;
3. আইনগত মতামত, আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন, অধ্যাদেশ/প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন সংক্রান্ত জরুরি, অতি জরুরি ও গোপনীয় চিঠিপত্র ইস্যুকরণ;
4. সরকারি ফরমস ও স্টেশনারি অফিস হতে স্টেশনারি দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ;

5. মাসিক সমন্বয় সভা/বিশেষ সভাসহ বিভিন্ন সভার আয়োজন ও সভায় অংশগ্রহণকারীদের আপ্যায়নসহ সচিবালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ;
6. এ বিভাগের চিঠিপত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে প্রেরণ;
7. ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সকল প্রকার দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি আহবান;
8. প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়িসহ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত সকল গাড়ির জ্বালানি সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির রুট নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাহিদাপত্র অনুযায়ী গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
9. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ;
10. এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর হতে চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
11. দাপ্তরিক প্রয়োজনে হিসাব শাখার মাধ্যমে অর্থের সংস্থান;
12. এ বিভাগের অফিস আদেশ/সরকারি ও আধা সরকারি পত্রে স্মারক নম্বর প্রদান; এবং
13. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব।

৩.৩ প্রশাসন শাখা-২:

1. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, বদলি, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন;
2. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল, দক্ষতা সীমা অতিক্রম সম্পর্কিত সকল বিষয়;
3. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
4. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
5. আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং এ বিভাগ থেকে মনোনীত অংশগ্রহণকারী/প্রতিনিধির অনুকূলে এতৎসংক্রান্তঅনুমতি/সরকারি আদেশ জারি;
6. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন /এসিআর সংরক্ষণ;
7. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং
8. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব।

৩.৪ প্রশাসন শাখা-৩:

১. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, চাকরি স্থায়ীকরণ, অস্থায়ী পদসমূহের বছরভিত্তিক সংরক্ষণ এবং নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন;
২. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান;
৩. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ চাকরিবহি হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ;
৪. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত বিষয়াদি;
৫. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের গোপনীয় অনুবেদন/এসিআর সংরক্ষণ;
৬. ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বদলি;
৭. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং
৮. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩.৫ প্রশাসন শাখা-৪:

1. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীসহ এ বিভাগের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ও প্রটোকলের ব্যবস্থা গ্রহণ;
2. চর্তুথ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষাক, জুতা, ছাতা ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্তরেজিস্টার সংরক্ষণ;
3. অফিসের স্থান সংকুলান ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
4. ১ম গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
5. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সভায় প্রতিনিধি মনোনয়ন;
6. কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
7. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচিবালয়ে প্রবেশের গেইট পাশ ইস্যু এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
8. শাখায় অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশের জন্য আইসিটি সেলে প্রেরণ; এবং
9. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৩.৬ সংসদ শাখা:

১. সংসদের অধিবেশনের পূর্বে জারিকৃত অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. এ মন্ত্রণালয়ের বিল সংসদে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. ৭১ বিধির অধীন জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বক্তব্য/উত্তর প্রস্তুত করে উহা মাননীয় মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. সংসদীয় কার্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়সহ মাননীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত অন্য যে কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সচিবালয় এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৫. জাতীয় সংসদে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ, প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ;

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উত্থাপনীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রস্তুত এবং উহার শুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;

৭. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে স্থানান্তরকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত বা চাহিত তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৮. সংসদ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল অফিসারদের দায়িত্ব প্রদান এবং তাদের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

৯. সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সমন্বয় এবং মাননীয় মন্ত্রীকে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১০. সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি সংক্রান্ত সংসদ সচিবালয়ের পত্রাদি গ্রহণ ও এ বিভাগ হতে উক্ত সচিবালয়ে পত্রাদি প্রেরণ; এবং

১১. সচিব বা মাননীয় আইন মন্ত্রী কর্তৃক সংসদ এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত অন্য যে কোনো বিষয়।

৩.৭ প্রশিক্ষণ ও প্রতিবেদন শাখা:

1. দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা;
2. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও আয়োজন করা;
3. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন;
4. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান, মনোনয়ন প্রেরণ বা সরকারি আদেশ (জি.ও) জারি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
5. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশি দাতা দেশ ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ;
6. সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ডোসিয়ার সংরক্ষণ ও এতৎসংক্রান্তবিষয়াদি;
7. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সংকলন, প্রকাশনা ও বিতরণ;
8. রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
9. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়/সংস্থা থেকে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয়;
10. এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণ; এবং
11. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য।

৩.৮ বাজেট শাখা:

1. বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতির খসড়া পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;
2. বাজেট কাঠামো এবং বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
3. সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধস্তন সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
4. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
5. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
6. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan) সহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
7. উন্নয়ন অনুবিভাগ/পরিকল্পনা সেলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীত রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর /সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ যাতে বেশি না হয় সেলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;
8. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
9. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন পরিবীক্ষণ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

10. নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

11. অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

12. এ বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আইন কমিশনের বাজেটসহ এতৎসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন।

বাজেট শাখায় ন্যস্তকৃত অতিরিক্ত দায়িত্ব:

1. কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক এবং আবাসিক টেলিফোন বরাদ্দ প্রস্তাব উপস্থাপন;
2. প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সংবাদপত্রের বিল প্রদান;
3. আইন কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;
4. আইন কমিশন (কর্মকর্তা) চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবের নিষ্পত্তি;
5. আইন কমিশনের কর্মচারীগণের পদ স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
6. আইন কমিশনের পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাদি;
7. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যাদি;
8. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ, পদ সৃজন, পদ স্থায়ীকরণ ও পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
9. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যাদি; এবং
10. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি।

৩.৯ মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা:

1. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন), আইন, অধ্যাদেশ, অন্যান্য বিধি-বিধান পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে গর্ভমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসে প্রেরণ করা এবং দ্রুত ছাপানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

2. এস.আর.ও. (Statutary Rules and Orders) মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে বি.জি. প্রেসে প্রেরণ করে দ্রুত মুদ্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাগণের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

3. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সময় সময় বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সরবরাহ করা;

4. মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত/সম্মতিকৃত অধ্যাদেশ দ্রুততার সাথে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;

5. কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থায় সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী মুদ্রিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা;

6. আইন, অধ্যাদেশ, এস.আর.ও. এবং সাপ্তাহিক সরকারি গেজেট প্রতি বছরের শেষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক আকারে বাধাঁই করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা এবং এ মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য সরবরাহ করা;

7. জাতীয় সংসদে উত্থাপনের নিমিত্ত অধ্যাদেশসমূহ প্রেরণ করা; এবং

8. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয়।

৩.১০ সংশোধন ও অভিযোজন শাখা:

1. সূচিপত্রসহ বাংলাদেশ কোড (সকল মূল আইনের সংকলন) হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ;

2. কোনো আইন, অধ্যাদেশ অথবা বিধি পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য উহার পান্ডুলিপি প্রস্তুতপূর্বক পুস্তক আকারে মুদ্রণের জন্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখায় প্রেরণ;

3. জাতীয় সংসদ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো সংশোধন করা হলে উহা অন্তর্ভুক্তপূর্বক হালনাগাদ সংশোধিত সংবিধান মুদ্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ;

4. এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার নিকট হালনাগাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান সরবরাহ করা;

5. আইনের সরকারি গেজেটের ফোল্ডার তৈরি করে এ বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করা;

6. শাখার কাজসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বণ্টন করা;

7. সংশোধিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-বিধান হালনাগাদপূর্বক সংরক্ষণ করা;

8. আইন, অধ্যাদেশ এবং এস.আর.ও এর বাধাঁইকৃত বইয়ের কপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

9. কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্যান্য বিষয়।

৩.১১ আইন শাখা:

1. রিট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপিল বিভাগ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, জজকোর্টের মামলাসমূহ ও আদালত অবমাননার মামলাসমূহসহ বিবেচ্য যাবতীয় বিষয়;
2. সরকারের পক্ষে মামলা/আপিল দায়ের এবং মামলার জবাব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা হতে জবাব সংগ্রহ করে আদালত ও দপ্তর, সলিসিটর উইং, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, ইত্যাদির সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা ও প্রেরণ করা;
3. সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর/সংস্থার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনবোধে সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালতে সময়ের আবেদন করা;
4. প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি/কাগজপত্র নিয়ে আদালতে উপস্থিত থাকা; অনুভূত হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/শাখার অফিসারসহ উপস্থিত থাকা;
5. মামলার রায়সমূহ যথাসময়ে প্রাপ্তির সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সিনিয়র সচিব/সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পক্ষে এফিডেভিট অন অপজিশনে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর প্রধানের (যিনি মূল জবাব প্রস্তুত করেছেন) স্বাক্ষর প্রদানে সহায়তা করা;
6. মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক শাখা/দপ্তর হতে খসড়া জবাব সংগ্রহপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা করে আদালতে দাখিলের ব্যবস্থা করা; এবং
7. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য।

৩.১২ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা:

1. এ বিভাগের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেনস চার্টার, এসডিজি, ইত্যাদি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

2. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত বিষয়াদিসহ সরকার কর্তৃক সময় সময় গৃহীত সংস্কারমূলক কার্যক্রমসমূহ নিবিড়ভাবে সম্পাদন;
3. সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান;
4. এ বিভাগের সেবার মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি/কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
5. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
6. অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;
7. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রতিবেদন প্রেরণ, ইত্যাদি;
8. এ বিভাগের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
9. এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;
10. কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
11. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য।

৩.১৩ হিসাব শাখা:

১। সকল কর্মকর্তার বেতন বিল যথাসময়ে প্রদান এবং প্রত্যেক মাসের ০১ তারিখে EFT নিশ্চিতকরণ;

২। কর্মচারীদের প্রত্যেক মাসের ০১ তারিখে বেতন প্রদান করা;

৩। সেবা ও সরবরাহ খাতে বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান।

৪। কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল প্রস্তুতকরণ ও চেক প্রদান;

৫। বিভিন্ন প্রকার ঋণ/অগ্রিম এর জি.ও প্রাপ্তি সাপেক্ষে, বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান;

৬। কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের অগ্রিম, প্রকৃত ও সমন্বয় বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান;

৭। বাজেট শাখার ও প্রশাসন-১ শাখার সমন্বয়ে বিভিন্ন খাতের আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তুতকরণ;

৮। ১ম,২য়, তয়, ও ৪র্থ কোয়ার্টার এর বাজেট প্রস্তুতকরণ;

৯। কর্মকর্তাদের Income Tax প্রদানে নিমিত্ত আর্থিক বছরের বেতন বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও প্রদান;

১০। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে পে-ফিক্সেশন এর মাধ্যমে বেতন নির্ধারণ,বকেয়া বিল প্রস্তুত ও চেক প্রদান;

১১। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদির প্রত্যয়নপত্র প্রদান ;

১২। কর্মচারীদের বিভিন্ন ছুটি ও অন্যান্য অফিস আদেশ সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধকরণ;

১৩। কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটির হিসাব প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান;

১৪। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পিআরএল গমনকালে লাম্পগ্যান্ড এর বিল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে চেক প্রদান নিশ্চিতকরণ;

১৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন ফাইল প্রস্তুতকরণ ও যথাসময়ে আনুতোষিকের চেক প্রদান নিশ্চিতকরণ;

১৬। বিভিন্ন সময়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ, উল্লেখ্য যে, এ বিভাগ ২০০৯ সালে সৃষ্টি হয় এবং এ পর্যন্ত কোনো অডিট আপত্তি নাই;

১৭। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জিপিএফ ফান্ডের জমাকৃত অর্থের একাউন্টস স্লিপ প্রত্যেক আর্থিক বছরে প্রদান;

১৮। জিপিএফ ফান্ডের জমাকৃত অর্থের চূড়ান্ত হিসাব প্রদান ও চূড়ান্ত অর্থের চেক প্রদান নিশ্চিতকরণ;

১৯। বিভিন্ন প্রকার ঋণ/অগ্রিমের কিস্তি কর্তন যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ;

২০। বিভিন্ন প্রকার ঋণ/অগ্রিমের সুদ ক্যালকুলেশন ও সুদ কর্তন যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ;

২১। বেতন, ভাতাদিসহ অন্যান্য কাজের তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ;

২২। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ব্যক্তিগত ফাইল প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

২৩। সেবা ও সরবরাহ খাতে অগ্রিম বিল প্রস্তুত ও চেক প্রদান;

২৪। বিভিন্ন অগ্রিম বিলের সমন্বয় বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিমোচনপত্র প্রদান।

চতুর্থ অধ্যায়
বিভাগের কার্যাবলি ও সাফল্য

৪.১ এক নজরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ	সংখ্যা
১.	আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং	৪০
২.	অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন ও জারি	নাই
৩.	বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নীতিমালা, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং	৪০৪
৪.	চুক্তি ভেটিং	১১০
৫.	অনুবাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও চুক্তি	৮
৬.	বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ মুদ্রণ ও প্রকাশনা	

৪.২ নথি নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নসহকারে তাদের উপর অর্পিত কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তি করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বশীলতার সাথে দ্রুত নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি মন্ত্রিসভায় স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

এ বিভাগের সিনিয়র সচিব নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তার নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপিত যে কোনো বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। এছাড়া তিনি সপ্তাহের প্রথম দিন দপ্তর প্রধানগণের সাথে সভায় মিলিত হয়ে তাদের নিকট হতে নিষ্পত্তিকৃত এবং নিষ্পন্নাধীন কার্যের প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন ও তথ্যাদি অবগত হন এবং নিষ্পন্নাধীন কার্যের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। কার্য সম্পাদন ও নথি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতা এবং যত্নশীলতার পাশাপাশি উক্তরূপ পদক্ষেপের কারণে পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুততার সাথে নথি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

সিনিয়র সচিব গুরুত্বপূর্ণ নথি নিম্নগামী বা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে "দ্রুত নিষ্পত্তিযোগ্য", "তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য", "অদ্যই নিষ্পত্তিযোগ্য", ইত্যাদি ট্যাগ ব্যবহার করে থাকেন যা অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত। এছাড়া, মাননীয় মন্ত্রী কোনো কারণে বিদেশে অবস্থান করাকালীন ইলেক্ট্রনিক্যালি নথি নিষ্পত্তি করে থাকেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদান্তে এ বিভাগে কোনো নথি নিষ্পন্নাধীন ছিল না। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরেও উক্ত ধারা অব্যাহত ছিল। সরকারের কাজে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪.৩ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা (জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

১। বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৪ নং আইন):

দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিকার্যে ও জনস্বাস্থ্যে ব্যবহার্য বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) একটি স্পর্শকাতর কৃষি উপকরণ। একদিকে এটি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, অপর দিকে এর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে কৃষিকার্যে ও জনস্বাস্থ্যে ব্যবহার্য বালাইনাশকের আমদানি, উৎপাদন, তৈরি, বিক্রয়, বিতরণ, ব্যবহার ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) ডিলারের নিবন্ধন, নিবন্ধনের মেয়াদ নবায়ন, বাতিল, আমদানি, উৎপাদন ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন, হস্তান্তর, বাতিল, লেবেলের ব্যবহার, বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) এর সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণমূল্য নির্ধারণ, ব্যবহার, সরকারি ও বেসরকারি খাতে বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আমদানি এবং রপ্তানি, বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে বালাইনাশকের নিবন্ধন, বালাইনাশক এর মান নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ সর্ম্পকিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে কৃষি কার্যে ব্যবহার্য মানসম্মত বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে The Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. II of 1971) রহিত করে বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। Sugar (Road Development Cess) (রহিতকরণ) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৬ নং আইন):

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক যোগাযোগ অবকাঠামোকে অগ্রাধিকার প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কার্যকর ও উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ এবং সেগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ এলাকাসহ সকল অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামো ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, আখ বিক্রেতাগণের নিকট হতে আদায়কৃত উপকরণ দ্বারা চিনিকল এলাকায় আখ পরিবহনের জন্য চিনিকল-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রাস্তাঘাট, সেতু, কালভাট নির্মাণ, উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতা নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে The Sugar(Road Development Cess) Ordinance, 1960 রহিত করে বিক্রেতাগণ কর্তৃক উপকর প্রদানের অনাবশ্যক দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৩। আবহাওয়া আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৮ নং আইন):

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর একটি বিশেষায়িত আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিরলসভাবে আবহাওয়া বিষয়ক সেবা সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করেছে। উক্ত কাজের সুবিধার্থে আবহাওয়া আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি অধিকতর শক্তিশালী হবে এবং দেশের মানুষ দ্রুততম সময়ে সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস পাবে।

৪। সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৯ নং আইন):

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নির্দেশনায় বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদানীন্তন গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) এর বিধানে জাতীয় সংসদে মহিলা-

সদস্যগণের জন্য সংবিধান-প্রবর্তন হতে ১০১ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ১৫(পনের) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

১৯৭৮ সালে Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর Second Schedule এর মাধ্যমে মহিলা-সদস্যদের জন্য সংবিধান-প্রবর্তন হতে ১৫(পনের) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৮ নং আইন) দ্বারা মহিলা-সদস্যদের জন্য উক্ত আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ১০ (দশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০(ত্রিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা মহিলা- সদস্যদের জন্য উক্ত আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ১০(দশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয় এবং সেই সাথে উক্ত মহিলা-সদস্যগণ আইনানুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন মর্মে বিধান প্রবর্তন করা হয়।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) হতে ৫০ (পঞ্চাশ) এ উন্নীত করা হয়।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কারণে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বর্তমানে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০(দশ) বছর মেয়াদ ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে শেষ হবে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত থাকবে না। সংরক্ষিত আসনের মহিলা-সদস্যদেরকে নিয়ে গঠন করতে হলে দশম সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় সংবিধানের এ সংক্রান্ত বিধান সংশোধন করার প্রয়োজন উদ্ভূত হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (২) এর অধীন যেকোনো আসনে কোনো মহিলার প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ অক্ষুণ্ন রেখে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ২৫ (পঁচিশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ৫০(পঞ্চাশ)টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) সংশোধন করে সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩০ নং আইন):

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের আমল থেকেই বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বিদেশ গমনের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাংলাদেশি কর্মীগণ কাজের জন্য বিদেশ গমন করেন। সময়ের সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৬৫টি দেশে এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত রয়েছে। বিদেশে

কর্মরত এ সকল বাংলাদেশির প্রেরিত অর্থে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়েছে। জিডিপি'র ৭.২৪% প্রবৃদ্ধি, ১৬০০ মার্কিন ডলারের উর্ধ্বে মাথাপিছু আয়, সার্ভিস সেক্টরের বিকাশ ও দ্রুত সম্প্রসারণ তথা ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পেছনে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিরাট অবদান রয়েছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিক ও স্বদেশে অবস্থানরত তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষাও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সন থেকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নামক একটি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসলেও একটি বোর্ড গঠনের জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) এর অধীন প্রণীত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ এর আওতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে এসেছে। বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর শ্রম বাজার উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিদেশে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী তথা সেবা গ্রহীতাদেরকে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান, তাদের আস্থা অর্জন, মৃত কর্মীদের লাশ দেশে আনয়ন, ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি ছাড়াও বোর্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও স্বদেশে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যদেরকে সেবা প্রদান ও কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩১ নং আইন):

চট্টগ্রাম শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার পরিকল্পনা, উন্নয়ন, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে "The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959" এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। উক্ত কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকায় একটি আধুনিক নগরী প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩২ নং আইন):

খুলনা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে “The Khulna Development Authority Ordinance, 1961” এর মাধ্যমে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। উক্ত কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকায় একটি আধুনিক নগরী প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৪ নং আইন):

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর মেয়াদ ১১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের স্বার্থে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৫ নং আইন):

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত সার, সেচ, বীজ ও উদ্যান উন্নয়ন সংক্রান্ত কৃষি উপকরণ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন, সংগ্রহ, মেরামত, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ এবং কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত এবং সার, সেচ, বীজ ও উদ্যান উন্নয়ন সংক্রান্ত কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন, সংগ্রহ, মেরামত, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ এবং কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে "The Bangladesh Agricultural Development Corporation Ordinance,1961 (East Pakistan Ordinance No. XXXVII of 1961)" রহিত করে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। বস্ত্র আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৭ নং আইন):

বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প এ দেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত এবং অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। বিশ্বের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২য় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বস্ত্র খাতে রপ্তানি আয় ছিল ২৯.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩.৯৫%। বর্তমান সরকার প্রণীত 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু বস্ত্র খাত হতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানে বস্ত্রখাত বিশাল ভূমিকা রাখছে। বস্ত্র খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নকে টেকসই ও গতিশীলকরণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বস্ত্র খাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক কারিক্যুলাম (curriculum) প্রণয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বস্ত্র আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়।

বস্ত্র আইন, ২০১৮ তে বস্ত্র অধিদপ্তরের কার্যাবলি, যেমন-বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন, বিপণন, পরিবহণ, জাহাজিকরণ, তদারকি ও সহায়তা প্রদান, রাষ্ট্রায়ত্ব মিলসমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও আধুনিকায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে জি টু জি সহ বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ, উৎপাদন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সমন্বয়, কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানি, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, বস্ত্রশিল্পের নিবন্ধন, পরীক্ষাগার স্থাপন, তথ্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা, বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ডিপ্লোমা ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ফ্যাশন ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রাখা, বস্ত্রখাতের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণোদনা, গবেষণা, পরিদর্শন, ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে। বস্ত্রখাতকে আরো সুসংহত রূপ প্রদান করে সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বস্ত্র আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৮ নং আইন):

বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের মানোন্নয়নে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও সেবার মান এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেট অঞ্চলে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২। যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৯ নং আইন):

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী অধিকার বিষয়ক অনেক নীতিমালাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা এক ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এর কারণে অনেক সময় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। যৌতুক প্রথা অবসানের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে প্রণীত হয় "The Dowry Prohibition Act, 1980"। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন সুসংহত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার "বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭" সহ নারীবান্ধব বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় শীর্ষে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী নারীসমাজকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা-অধিকার বণ্টন করতে হবে।

যৌতুক দাবি করার কারণে বা যৌতুক প্রদান, গ্রহণ বা যৌতুক সহায়তা বা চুক্তির ফলে অনধিক সাজা ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড কিন্তু অন্যূন ০১ (এক) বছর অথবা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড, যৌতুকের বিষয়ে আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করার কারণে আদালত বাদীকে অনধিক ০৫ (পাঁচ) বছর কারদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড, সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপসযোগ্য, সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে "The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)" এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হওয়ার বিধান, ইত্যাদি সমন্বয়ে "The Dowry Prohibition Act, 1980" রহিত করে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৩ নং আইন):

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশন, ২০১৩ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা, যৌথবীমার প্রিমিয়াম এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এ অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত থাকায় যে যে স্থানে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে সেসব স্থানে সংশোধন আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া অর্থের পরিমাণ সময়োপযোগী করার প্রয়োজনে, সময় সময়, আইন সংশোধন পরিহার করার সুবিধার্থে ও সহজতর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৪ নং আইন):

দেশে উৎপাদিত কৃষিজাতপণ্য গুদামজাতকরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৫৯ সালে "The Warehouses Ordinance, 1959 (East Pakistan Ordinance No. LXVI of 1959)" এবং কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ও বাজারসমূহ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে "The Agricultural Product Markets Regulation Act, 1964 (East Pakistan Act No. IX of 1964)" প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে "The Agricultural Prouduce Markets Regulation (Amendment) Ordinance, 1985 (Ordinance No. XIX of 1985)" প্রণয়ন করা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য বর্ণিত আইনসমূহ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে বাজার ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, ভোক্তার জন্য সহনীয় মূল্য স্থিতিশীল রাখা, কৃষি উপকরণ ও কৃষিপণ্যের চাহিদা নিরূপণ, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার

ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন দেশের কৃষিজ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের চাহিদা ও বাজার মূল্যের প্রক্ষেপণ, আমদানি ও রপ্তানির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন, দেশের কৃষিজ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন এবং গ্রুপভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, খাদ্যপণ্যের ভেজাল এবং কীটনাশক ও কেমিক্যালের অবাধ ব্যবহার রোধ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে The Warehouses Ordinance, 1959 এবং The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 রহিত করে সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিমার্জন করে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন):

বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান উপযোগী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, মাননিয়ন্ত্রণ, দক্ষতার সনদায়ন, শ্রম বাজারের পূর্বাভাস প্রদান, নতুন নতুন কর্মসংস্থান উপযোগী পেশা চিহ্নিতকরণ ও অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে শ্রম বাজারে দক্ষ জনশক্তির যোগান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৬। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন):

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে, যা প্রকারান্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা'র পুনর্জাগরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও নিরাপদ ব্যবহার আবশ্যক। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে এর সুফল ভোগের পাশাপাশি অপপ্রয়োগও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সাইবার অপরাধের মাত্রাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও ডিজিটাল অপরাধসমূহের প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন, সনাক্তকরণ, তদন্ত এবং বিচারের উদ্দেশ্যে আইনগত কাঠামো প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সাইবার তথা ডিজিটাল অপরাধের কবল থেকে রাষ্ট্র এবং জনগণের জান মাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করার উদ্দেশ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৭। সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন):

সড়কের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যক্তি বা পরিবার বা প্রতিষ্ঠান বা কোনো এলাকার জন্য মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা বা সীমা নির্ধারণ করা, মোটরযান চালকের দোষসূচক পয়েন্ট কর্তনের ক্ষেত্রে এতৎসংক্রান্তপ্রেক্ষাপট বিবেচনা করা, ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যূন ৮ম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা, প্রতিবন্ধীবান্ধব মোটরযানের প্রবর্তন এবং গণপরিবহণে নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুদের জন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণ, মোটরযান চলাচলে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যে সকল বিষয় মেনে চলতে হয় তা বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে মোটরযান চলাচলের সাধারণ নির্দেশানবলি সম্বলিত নির্দেশনা (যেমন: চালকের সিটবেল্ট বাঁধা, চালক কর্তৃক মোবাইল ফোন বা অনুরূপ সরঞ্জাম ব্যবহার না করা, সংরক্ষিত আসনে না বসা, বিপরীত দিক থেকে মোটরযান না চালানো, যাত্রীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা, সড়ক পরিবহণ সেক্টরে উন্নত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সরকারি কর্মচারী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব বা সেবা প্রদানে অবহেলা বা ত্রুটিপূর্ণভাবে পালন করার কারণে কোনো দূর্ঘটনা সংঘটিত হলে বা কোনো সড়কের ডিজাইন বা নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণজনিত ত্রুটির কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনার দায়-দায়িত্ব ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নির্মাণকারী বা তদারককারীর উপর বর্তানো এবং প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও উপ-আঞ্চলিক সড়ক মহাসড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনা করে বিদেশ হতে আগত যানবাহন ও চালকদের রুট

পারমিট প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা, যাত্রীদের জন্য বীমা ব্যবস্থা ঐচ্ছিক রেখে তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা তহবিল প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি, যাত্রী বা তৃতীয় পক্ষ ব্যতীত শুধুমাত্র মোটরযানের বীমা অব্যাহত রাখা, টার্মিনাল ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়ন এবং জনস্বার্থে স্বচ্ছ ও চাঁদাবাজিমুক্ত করা, নিরাপদ মোটরযান চলাচলের স্বার্থে মহাসড়কে (Highways) বা মহাসড়কের পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা হাট-বাজার, দোকানপাটসহ ছোট/বড় স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করা বা তৎক্ষণিকভাবে উহা অপসারণ, মোটরযান মালিকদের সুবিধার্থে বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল হতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন, নতুন বা ব্যতিক্রমধর্মী মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে "Motor Vehicle Ordinance, 1983" রহিত করে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৮। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন):

দেশের ক্রীড়া উন্নয়ন, ক্রীড়া কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে "The National Sports Council Act, 1974 (Act no. LVII of 1974)" রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনপূর্বক বাংলা ভাষায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯। পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫০ নং আইন):

পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সর্বশেষ ২০১২ সালে একটি মজুরি কাঠামো 'পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১২ প্রবর্তন করা হয়েছিল। সময়ের নিরীখে সেই মজুরি কাঠামো বর্তমানে শ্রমিকদের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয় বিধায় নূতন মজুরি কাঠামো প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১ নং আইন):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে "The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order No. 94 of 1972)" প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। উক্ত Order অনুযায়ী প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সদস্য বা সরকারি পেনশনভোগী অথবা যাদের নিয়মিত আয়ের উৎস আছে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তাঁদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণসাধনকল্পে উক্ত Order রহিতক্রমে পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২১। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫২ নং আইন):

কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানস সন্তান। এটি একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম যা বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় মানসম্মত সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সন্তান প্রসব ও প্রসূতি এবং পুষ্টি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্থাপিত কমিউনিটি ক্লিনিক দেশ বিদেশে নন্দিত এবং আধুনিক বিশ্বে স্বাস্থ্যখাতের রোলমডেল হিসেবে পরিচিত। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা স্থায়ী ও শক্তিশালী হিসেবে চলমান রাখা এবং এর জনবলের চাকুরিকালীন সুবিধাদি নিশ্চিত করা, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছ, দক্ষ ও টেকসই সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রেফারেল সিস্টেম চালু করা এবং

কমিউনিটি ক্লিনিককে স্থায়ীরূপ দেয়ার জন্য আইনি পরিকাঠামোর আওতায় আনার প্রয়োজনে সরকারের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠন, বেসরকারি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশের গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট গঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২২। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৩ নং আইন):

পশুসম্পদ গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা করে পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য "The Livestock Research Institute Ordinance,1984 (Ordinance No. XXVIII of 1984)" জারি করা হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পশুর জাত উন্নয়ন, পশু পালন, সংরক্ষণ, চিকিৎসা, প্রতিষেধক তৈরি, ইত্যাদি বিষয়ে নূতন জ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন অব্যাহত রেখেছে। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষ, যথা- ডিম, দুধ এবং মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা, নূতন নূতন প্রযুক্তি ও জ্ঞান উদ্ভাবনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে আরও সক্রিয় ও সক্ষম করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৩। শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন):

আজকের শিশু আগামী দিনের সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনের দায়িত্ব নেয়। সেজন্য বেশি প্রয়োজন পূর্ণমাত্রায় শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা। শিশুদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করে জাতি গঠনের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান "The Children Act, 1974 (Act No. XXXIX of 1974)" প্রণয়ন করেন। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "The Children Act, 1974" যুগোপযোগী করে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পর এর কিছু প্রায়োগিক সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় উহার কতিপয় ধারা সংশোধনের নিমিত্ত শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৪। ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৬ নং আইন):

বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ওজন ও পরিমাপে সঠিকতা কঠোরভাবে মেনে চলার উৎসাহ প্রদান করা, বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তি সহজ করা, আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে পরিমাপের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত এককসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে দেশে একটি স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে "The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982" রহিত করে ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৫। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন):

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদে আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলির তারতম্য ও উহা রদ করার বিধান, ১৩৩ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীগণের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ২১ অনুচ্ছেদে সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলির বিভিন্ন বিষয়ে প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন আইন, প্রয়োজন অনুযায়ী ১৩৩ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি ও সরকারি অনুশাসন দ্বারা সরকারি কর্মচারীগণের চাকুরি সংক্রান্ত

কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সরকারি চাকুরি সংক্রান্ত একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হওয়ায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৬। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন):

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকারের পূর্ব মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কর্মস্থলে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ, শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৭। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৯ নং আইন):

শিশুদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও বিনোদনমূলক কার্যাবলি এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক কর্ম তৎপরতার উন্নয়ন, শিশুতোষ সাহিত্য সৃষ্টি এবং জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশসহ গবেষণা ও প্রকাশনার কার্যাবলি সম্পাদন, একাডেমির লক্ষ্য ও কার্যাবলি নির্ধারণ, শিশুর সামগ্রিক কল্যাণে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখার জন্য সম্মানিক ফেলো প্রদানের বিধান, পরিচালক পদটি মহাপরিচালক পদ হিসেবে সৃষ্টি, শারীরিক বিকাশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয়, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি বিষয়ে শিশুদের উদ্বুদ্ধকরণ, ইত্যাদি বিধান সমন্বয়ে "The Bangladesh Sishu Academy Ordinance, 1976 (Ordinance No. 74 of 1976)" রহিত করে সময়োপযোগী ও হালনাগাদ করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৮। মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬০ নং আইন):

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত নাগরিকগণের মর্যাদা সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সম্পত্তির অধিকার, পুনর্বাসন ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে শত বছরের পুরোনো বিদ্যমান "The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)" সময়োপযোগী করে প্রয়োজনীয় নতুন বিধান অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৯। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬১ নং আইন):

সংক্রামক সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত নাগরিকগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে The Epidemic Diseases Act, 1897, The Public Health (Emergency Provisions) Ordinance, 1944, The Bangladesh Malaria Eradication Board (Repeal) Ordinance, 1977 এবং The Prevention of Malaria (Special Provisions) Ordinance, 1978 রহিতক্রমে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩০। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬২ নং আইন):

"The National Curriculum and Text-Book Board Ordinance, 1983 (Ordinance No. LVII of 1983)" রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নতুনভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি প্রণয়নের ফলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যকরতা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৩১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন):

বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'Single Convention on Narcotic Drugs 1961, UN Convention on Psychotropic Substances, 1971 এবং UN Convention Against Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988' এর স্বাক্ষরকারী দেশ। উক্ত কনভেনশনসমূহের মূলনীতি বাস্তবায়ন এবং তালিকাভুক্ত মাদকদ্রব্যসমূহের নিয়ন্ত্রণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সম্প্রতি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের উপজাত বা যৌগ এবং সেগুলোর মিশ্রণে তৈরিকৃত দ্রব্য, সল্ট, আইসোমার, এনালগ ও 'অ্যাগনিস্ট' মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যাপকভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে। এ সব মাদকদ্রব্যের কোনো কোনোটি জীবন বিধ্বংসী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ইয়াবা (এ্যামফিটামিন) জাতীয় ট্যাবলেট ও কতিপয় Narcotic Analgesic এর অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিককালে ইয়াবার ভয়াবহ আগ্রাসন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মক্ষম যুব সমাজের বড় একটি অংশ ইয়াবা নামক মরণ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। ইয়াবা ব্যবসার জন্য শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। 'শিশা বার' এর অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম নৈতিক অবক্ষয়সহ সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং এতৎসংক্রান্তমামলার বিচারকার্যে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় মাদক সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে মোবাইল কোর্ট এর এখতিয়ার আরো সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মাদক ব্যবসায়ীর পাশাপাশি মাদক ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষক/অর্থলগ্নীকারীদেরও আইনের আওতায় আনা সময়ের দাবি। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩২। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৪ নং আইন):

The Bangladesh Public Administration Training Centre Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXVI of 1984) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং সংশোধন ও পরিমার্জনের ফলে কেন্দ্রটি অধিকতর কার্যকরভাবে উর্ধ্বতন সরকারি ও বেসরকারি নির্বাহীগণকে গতিশীল ও উন্নয়নমুখী সমাজ গঠনে নের্তৃত্ব গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

৩৩। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৫ নং আইন):

"The Bangladesh Sangbad Sangstha Ordinance, 1979 (Ordinance No. XX of 1979)" রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নতুনভাবে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আইনি কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে নতুন আকারে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৪। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৬ নং আইন):

কারিগরি শিক্ষার বিকাশ অর্ধ শতাব্দীকাল পুরানো। দেশের সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসমূহ ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন বলবৎ রয়েছে। সে আলোকে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পুনঃসংগঠন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এস.এস.সি (ভোকেশনাল), দাখিল (ভোকেশনাল), বি.এম. এবং ডিপ্লোমা পর্যায়ে সকল শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকল্পে এবং উক্ত বোর্ড হতে প্রাপ্ত সনদধারী শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে প্রযুক্তি খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যেই দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরকল্পে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশে কারিগরি শিক্ষার স্বীকৃতি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকল্পে এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত "The Technical Education Act, 1967 (Act No. 1 of 1967)" রহিতক্রমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৫। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৭ নং আইন):

বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলায় উৎসাহ প্রদান করা, দেশে একটি আদর্শ গুণগতমান সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটানো, বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তি সহজতর করা, আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে আদর্শমান বজায় রাখার পদক্ষেপ নেয়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে "The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ord. No XXXVII of 1985)" রহিতক্রমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৬। মৎস্য সঞ্জানিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৮ নং আইন):

দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা ও আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। গুণগতমানসম্পন্ন ও উচ্চ উৎপাদনশীল মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্যখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সময় ও চাহিদার প্রয়োজনে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য, পোনা, রেণু, পোস্ট লার্ভি (পিএল), উপকারী জীবাণু বা মৎস্যপণ্য দেশে আমদানির প্রয়োজন হয়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বিদেশি প্রজাতির মাছ বাংলাদেশে সফলভাবে চাষ হচ্ছে। দেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিদেশি প্রজাতির মাছ (যেমন তেলাপিয়া, থাই পাঙ্গাস, কৈ, সরপুঁটি, বিগহেড, সিলভার কার্প, ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি আরও কিছু বিদেশি প্রজাতির মাছ (যেমন পিরানহা, আফ্রিকান মাগুর, ইত্যাদি) অননুমোদিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে দেশে আনয়ন করা হয়েছে। ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা দেশীয় মৎস্য প্রজাতি-বৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া অবৈধভাবে এবং রোগ-জীবাণু সংক্রমিত বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির রেণু/পিএল দেশে প্রবেশের ফলে হোয়াইট স্পটসহ বিভিন্ন ধরনের রোগের উদ্ভব হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সকল দিক বিবেচনা করে ইতোমধ্যে পিরানহা ও আফ্রিকান মাগুর মাছ এর উৎপাদন, প্রজনন, বিক্রয়, বিপণন ও পরিবহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের গুণগতমান বজায় রাখা ও মৎস্য জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অননুমোদিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদেশ হতে বিপদজনক কোনো প্রজাতির মৎস্য, রেণু, পোনা, পিএল বা মৎস্যপণ্য দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ রোধ এবং উচ্চ উৎপাদনশীল মৎস্য প্রজাতি, মানসম্পন্ন মৎস্যপণ্য ও উপকারী জীবাণু আনয়নের ক্ষেত্রে

অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের বিধান প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়ছে।

৩৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৯ নং আইন):

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সকল জীবিত জলজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন করে আসছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মৎস্য খাতে নতুন জাত উন্নয়ন, চাষ ও সংরক্ষণের বিষয়ে নতুন নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন অব্যাহত রেখেছে এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনাপূর্বক স্বল্প ব্যয়ে পরিবেশ বান্ধব উন্নত মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুবিধ মৎস্যজাত দ্রব্যাদির উন্নয়নসহ সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা সম্পন্ন করে আসছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান উদ্ভাবনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটকে আরও সক্রিয় ও সক্ষম করার উদ্দেশ্যে "The Fisheries Research Institute Ordinance, 1984 (Ordinance No. XLV of 1984)" রহিত করে সময়োপযোগী বিধান সন্নিবেশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৮। কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭০ নং আইন):

কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত পেশা সংক্রান্ত শিক্ষাদান, পাঠদান, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ নামীয় ইস্টিটিউটের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে "The Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 (Ordinance No. LIII of 1977)" রহিত করে সময়োপযোগী বিধান অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৯। বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭১ নং আইন):

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে অসংক্রামক ব্যাধি ও স্নায়ুবিকাশজনিত জটিলতার বিস্তার, সড়ক দুর্ঘটনার হার বৃদ্ধিসহ অন্যান্য নানাবিধ কারণে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নানা ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো প্রতিবন্ধিতার শিকার। এ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জীবনমানের প্রত্যাশিত উন্নয়ন ঘটিয়ে যথাসম্ভব কর্মক্ষম জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রদান জরুরি হয়ে পড়েছে। চিকিৎসকের পাশাপাশি রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবী (যেমন: ফিজিওথেরাপিষ্ট, স্পীচ থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট, নিউট্রিশনিস্ট, স্পেশাল এডুকেটর) বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকেন। প্রতিবন্ধী মানুষের রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে মানসম্মত রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবী ও সেবা প্রতিষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ইত্যাদি পেশার স্বীকৃতি প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ থাকলেও রিহ্যাবিলিটেশন পেশার মান নিয়ন্ত্রণসহ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সরকারি প্রতিনিধি, পেশাজীবী, প্র্যাকটিশনার, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট ডিনগণের প্রতিনিধি, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ মোট ৩৩ (তেত্রিশ) জন সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠন এবং কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি, রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠান অথবা সেবা ইউনিট ইত্যাদির অনুমোদন, রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর নিবন্ধন ও প্রাকটিশনারের লাইন্সেস অনুমোদন, কাউন্সিল কর্তৃক যথাক্রমে স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও নিবন্ধন বই হতে নাম কর্তন অথবা

নিবন্ধন বাতিল, ইত্যাদি সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় রিহ্যাবিলিটেশন সেবার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান এবং মানসম্পন্ন রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর স্বীকৃতি ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৯ সনে প্রণীত আইন

১। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১ নং আইন):

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ইটভাটা নির্মাণ এবং বিদ্যমান ইটভাটাসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু আইনের কতিপয় ধারায় কিছু বিধি-নিষেধ, শর্ত থাকায় আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এছাড়া, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ফসলি জমির টপ সয়েল ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে ইটের বিকল্প হিসেবে 'ব্লক' এর ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যমান আইনে কতিপয় ধারা সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের প্রয়োজন হওয়ায় 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ব্যতীত ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ ও ব্লক প্রস্তুতির জন্য লাইসেন্স নেয়া হতে অব্যাহতি, মাটির ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা আরোপ, ইটভাটা ও ইটভাটা স্থাপনের জায়গার পরিমাণ ও নির্দিষ্ট এলাকায় ইটভাটার সংখ্যা নির্ধারণ, ইট রপ্তানি ও চোরাচালান প্রতিরোধ, দন্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি, ইত্যাদি সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় টপ সয়েল রক্ষাসহ ইটভাটাজনিত পরিবেশ দূষণ কমবে।

২। বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ২ নং আইন):

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ইত্যাদি বিষয়ে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন এবং ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক বিদ্যমান আইন সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে "বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯" (২০১৯ সানের ১ নং অধ্যাদেশ) জারি করা হয়। ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যাদেশের বিধানসমূহ অব্যাহত রাখা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়।

৩। Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Act, 2019 (২০১৯ সনের ৩ নং আইন):

সরকার স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) প্রণয়ন করেছে। এই আইনে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের হার সরকারি সংস্থা/দপ্তরের ক্ষেত্রে ভূমির মূল্যের অতিরিক্ত ২০০% এবং বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভূমির মূল্যের অতিরিক্ত ৩০০% ধার্য রয়েছে। কিন্তু "Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation, 1958 (Regulation No. l of 1958)" অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলার অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের হার ছিল ১০০ টাকায় ১১৫ টাকা। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে পার্বত্য জেলাসমূহের অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মূল্য হারের সমতা আনয়নের জন্য "Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation, 1958 (Regulation No. l of 1958)" এর section 4 এর sub-section (2) সংশোধন করে

সরকারি সংস্থা/দপ্তরের ভূমির মূল্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২০০% এবং বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৩০০% নির্ধারণপূর্বক বিগত ২০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং- ৩, ২০১৮) জারি করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Act, 2019" প্রণয়ন করা হয়।

৪। Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (২০১৯ সনের ৪ নং আইন):

"Representation of the People Order, 1972 (P.O. No.155 of 1972)" সংশোধনক্রমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার, মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্ব দিন পর্যন্ত খেলাপি ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান, অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সুযোগ প্রদান, ইভিএম সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তির বিধান সংযোজনের লক্ষ্যে এবং উহা ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জরুরি ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে "Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2018" (অধ্যাদেশ নং- ১, ২০১৮) প্রণয়ন ও জারি করা হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত Ordinance এর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত করা ও সহজ উপায়ে নির্বাচন পরিচালনা দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে "Representation of the People Order, 1972" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৫ নং আইন):

অ্যাভিয়েশন সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাভিয়েশন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা, পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এই লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০১৮" বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে জারি করা হয় এবং অধ্যাদেশটি (অধ্যাদেশ নং ০৪, ২০১৮) গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত Ordinance এর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৬ নং আইন):

কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষক ও উদ্ভিদ প্রজননবিদ এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন উদ্ভিদের জাতের উপর প্রজননবিদগণের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং স্থানীয় কৃষক কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নতুন উদ্ভাবিত জাতের অধিকার সুরক্ষার জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীন, কোরিয়াসহ বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশেও উদ্ভিদের গবেষণা, জাতের উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ, বিপণন, রপ্তানি এবং প্রজনন ও জাত সংরক্ষণের সুফল কৃষকদের নিকট কার্যকরভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য উৎসাহ, নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ WTO এর সদস্যভুক্ত হওয়ায় TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জীব বৈচিত্র্য

কনভেনশন (Convension on Biological Diversity) এবং খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদের কৌলিসম্পদ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ITPGRFA (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) মেনে চলতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্ব বাণিজ্যায়নের প্রেক্ষাপটে উদ্ভিদের নতুন জাত উদ্ভাবন ও স্থানীয় জনপ্রিয় জাতগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে কৃষিক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব অধিকার (Intellectual Property Rights Acts-IPR) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রজননবিদ, গবেষক ও কৃষকের অধিকার সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি আইন বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সে লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে সংরক্ষিত উদ্ভিদের জাত নিবন্ধন, আবেদনকারীর যোগ্যতা, সংরক্ষণের শর্তাবলি, প্রজননবিদ ও কৃষকের অধিকার, স্বীকৃতির সনদ ও পুরস্কার, এবং আইনের কোনো ধারা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে অপরাধ ও দন্ডের বিধান সমন্বয়ে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রজননবিদ ও কৃষক তার নিজের জমিতে উৎপাদিত বীজ সংরক্ষণ, ব্যবহার, পুনরুৎপাদন ও বিনিময়ের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

৭। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৭ নং আইন):

দেশের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালের ২ জানুয়ারি একটি রেজুল্যুশনের মাধ্যমে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে রেজুল্যুশন পরিবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। বিভিন্ন সময়ে উক্ত রেজুল্যুশন সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে এবং দেশে সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, কার্যক্রম গ্রহণ, উৎসাহ প্রদান, সহযোগিতা, গবেষণা ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ, কার্যক্রম গ্রহণ, উৎসাহ প্রদান, সহযোগিতা, গবেষণা ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর কার্যক্রম গতিশীল ও সুসংহত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৮ নং আইন):

The Insurance Corporations Act, 1973 এ জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন উভয় কর্পোরেশনেরই অনুমোদিত মূলধন ছিল মাত্র ২০ কোটি টাকা, যা বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় যার ফলে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন যথাক্রমে ৩০০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৩০ কোটি টাকা ও ১২৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে কর্পোরেশন দু'টির মূলধনের ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভুক্তির সুবিধার্থে উভয় কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের পরিচালকের সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ১০ জন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে পরিচালনা পর্ষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বীমা কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে ।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং বোর্ড সদস্যগণের পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করে পরিচালকগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, ১৯৭৩ সালের আইনে সরকার সম্পর্কিত ৫০% এর বীমা বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কাছে এবং অবশিষ্ট ৫০% সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অথবা অন্য কোনো

বেসরকারি কোম্পানির কাছে করার বিধান ছিল। নতুন আইনে কোনো সরকারি সম্পত্তি অথবা সরকারি সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোনো ঝুঁকি বা দায় সম্পর্কিত সকল প্রকার নন-লাইফ বীমা ব্যবসা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১০০% অবলিখন (underwrite) করে তার ৫০% নিজের নিকট রেখে অবশিষ্ট ৫০% সকল বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানির মধ্যে সমহারে বণ্টন করার বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিটি ১৯৯০ সাল হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সকল বেসরকারি বীমা কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত MoU এর মাধ্যমে কার্যকর হয়ে আসছে। প্রচলিত এই পদ্ধতি আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইনগত স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ করা সম্ভব হবে। উপরিবর্ণিত সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে সময়োপযোগী করে বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৪ বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি

১। ভূমিকা:

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ২০০৯-১০ অর্থ বছর হতে এ বিভাগ কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদের ব্যবহারকে সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন ও পরবর্তী দুই অর্থ বছরের প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এমটিবিএফ- এর আওতায় এ বিভাগ ও সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের স্ব স্ব বাজেট কাঠামো সংযুক্তক্রমে এমবিএফ প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার যে বিষয়গুলোর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে বাড়িয়ে প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই সার্বিক উন্নয়ন করা। এ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেট প্রণয়ন:

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের দুটি ধাপ আছে, যা নিম্নরূপ, যথা:

(ক) অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ; এবং

(খ) সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন।

(১) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণে (এমটিবিএফ) পদ্ধতির অনুসরণ:

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার নিমিত্ত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত যথা- কৌশলগত পর্যায়, প্রাক্কলন পর্যায় এবং বাজেট অনুমোদন পর্যায়। কৌশলগত পর্যায়ের প্রথম ধাপে এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিদ্যমান বাজেট কাঠামো হালনাগাদ করা হয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের বিবৃত প্রক্রিয়া/পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ব-স্ব বাজেট কাঠামো সংশোধন/হালনাগাদ করে অর্থ বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের), অপারেশন ইউনিট ওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড ওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রাক্কলন

ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্প ওয়ারী মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ইত্যাদি সংযোজনক্রমে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলণ প্রণয়নে (এমটিবিএফ) পদ্ধতির অনুসরণ:

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতায় এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে, অর্থ বিভাগের বিবৃত নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন অবশ্যই মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলানযোগ্য করা হয়েছে। এ বিভাগের নীতি ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলান সাপেক্ষে, এ বিভাগ এবং সংযুক্ত দপ্তর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আইন কমিশনের বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিট অথবা আইটেমের বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রণয়নকালে অনুমোদিত মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে কোনো অর্থ অব্যয়িত থাকবে বলে অনুমিত হলে, উক্ত অব্যয়িত অর্থ কোনোক্রমেই অনুন্নয়ন বাজেটে স্থানান্তর করা যাবে না মর্মে অর্থ বিভাগের নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ফরম-১ ব্যবহার করা হয়েছে, এক্ষেত্রে সাধারণভাবে গত দুই অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসের রাজস্ব আদায়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক তার ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কোনো আইটেমের আদায়ের হার বৃদ্ধি করা হয়ে থাকলে পুনর্নির্ধারিত হারে সম্ভাব্য অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রেখে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে তা প্রতিফলিত করা হয়েছে। পাশাপাশি অনুন্নয়ন ব্যয়ের (কর্মসূচি ব্যতীত) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নকালে নির্ধারিত ফরম-২ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিগত দুই অর্থ বছরের (২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮) প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থবছরের (২০১৮-১৯) প্রথম তিন মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ধারা বিবেচনাপূর্বক তার ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। কেবলমাত্র অফিসারদের বেতন ভাতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ০৩ মাসের প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সরবরাহ ও সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত কোনো আইটেমের বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে মূল বাজেটে সংস্থান ছিল না এমন কোনো সম্পদ সংগ্রহের জন্য সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

০৩। **২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের চিত্র:-**

(১) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে, (সংশোধিত বাজেট মোতাবেক) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের চিত্র নিম্নরূপ, যথা:

বিবরণ	2018-19 **অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ**
অনুন্নয়ন	৩৭,৩৫,৩৪,০০০
উন্নয়ন	30,00,000
মোট	**37,65,34000**

(2) 2018-19 অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ অপারেশনাল কোড অনুযায়ী সচিবালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের বিভাজন নিম্নরুপ, যথা:-

দপ্তরের নাম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে দপ্তরওয়ারী বরাদ্দকৃত অর্থ	
	প্রাক্কলন ও বাজেট (অনুন্নয়ন)	প্রাক্কলন ও বাজেট (উন্নয়ন)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১৪,৯৭,২৪,০০০	৩০,০০,০০০
আইন কমিশন	১৬,৩০,৫০,০০০	----------
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	৬,০৭,৬০,০০০	----------
সর্বমোট	৩৭,৩৫,৩৪০০০	৩০,০০,০০০

৪। **রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা:-**

এ বিভাগের সকল অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টারভিত্তিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিভাগের বিপরীতে ধার্যকৃত কার্যক্রমের সাথে সরাসরি কোনো রকম জনসম্পৃক্ততা নেই তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নসহ এতদ্বিষয়ক কার্যক্রমে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করে আসছে। উক্ত কাজগুলি নিতান্তই কারিগরি ও বিশেষায়িত সেবামূলক কাজ তাই তেমন কোনো আয়ের উৎস নেই। তথাপিও কর ব্যতীত প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এ বিভাগের বাজেট শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। **ব্যয় পরিকল্পনা:-**

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিট এবং কর্মসূচির কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অপারেশন ইউনিট ও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের জন্য ব্যয় পরিকল্পনাও পৃথকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। **বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা:-**

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্বিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan, BIP) প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শুরুতেই একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর আলোকে অর্থ বছরের শুরুতেই বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এ বিভাগের প্রণীত উক্ত পরিকল্পনার বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭। বাজেট কাঠামো প্রণয়ন:-

এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অংশ হিসেবে মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ, দারিদ্র্য নিরসণ ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ, মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, অপারেশন ইউনিট ওয়ারী ব্যয়, অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড ওয়ারী ব্যয়, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI), রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, ব্যয়সীমা, সাম্প্রতিক অর্জন কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা, অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্প ওয়ারী মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন, প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ইত্যাদি সংযোজনক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রকৃত অর্জনসহ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি ও নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicator):

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
1. আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি-প্রবিধির উপর মতামত									
আইনের মতামত	২	%	৯৩	৯৩	৯৪	৯৪	৯৫	৯৫	৯৫
অধ্যাদেশের মতামত	২	%	৯৪	৯৪	৯৫	৯৫	৯৬	৯৭	৯৭
বিধি-প্রবিধির মতামত	২	%	৯৩	৯৩	৯৪	৯৪	৯৫	৯৯	৯৯
2. নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ	১	%	৯৫	৯৫	৯৬	৯৬	৯৭	৯৭	৯৭
3. ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় আইন প্রকাশনা	১	%	৯৫	৯৫	৯৬	৯৬	৯৭	৯৮	৯৮
4. মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩	সংখ্যা	৯৬	৯৬	৯৭	৯৭	৯৭	৯৯	৯৯
৫. প্রতিকার সহায়তা	৩	%	৯৭	৯৭	৯৮	৯৮	৯৮	৯৯	৯৯

(ক) **মাল্টিমডিউল ডাটাবেজের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন:-** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বর্তমানে কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টিমডিউল ডাটাবেজের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন করছে। সরকারের নীতি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন, সরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মপ্রকৃতির মূল্যায়নের লক্ষ্যে কর্মপ্রকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক এবং বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এ বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট সুষ্ঠুভাবে সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অপরিকল্পিত সরকারি ঋণ এড়ানো এবং ঋণজনিত ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হবে আশা করা যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছরের শুরুতেই একটি বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং যথাযথভাবে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

(খ) **রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা:-** এ বিভাগের সকল অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টারভিত্তিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিভাগের বিপরীতে ধার্যকৃত কার্যক্রমের সাথে সরাসরি কোনো রকম জনসম্পৃক্ততা নেই তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নসহ এতদ্বিষয়ে কার্যক্রমে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করে আসছে। উক্ত কাজগুলি নিতান্তই কারিগরি ও বিশেষায়িত সেবামূলক কাজ তাই তেমন কোনো আয়ের উৎস নেই। তথাপিও কর ব্যতীত প্রাপ্তি সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এ বিভাগের বাজেট শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) **ব্যয় পরিকল্পনা:-** উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিট এবং কর্মসূচির কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় অনুন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে সকল অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ অপারেশনাল ইউনিট ও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে, সকল প্রকল্পের জন্য ব্যয় পরিকল্পনাও পৃথকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণা:

(ক) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফল ভিত্তিক (result-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেরও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System-GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসাবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয় তথা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নীতিমালা (Guidelines for Annual Performance Agreement) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি সফটওয়্যার (Annual Performance Agreement Management System-APAMS) প্রস্তুত করেছে।

১০। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন:

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন: বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি,

সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং যথারীতি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে উহা আপলোড করা হয়েছে। এ চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কার্যক্রমকে পদ্ধতি নির্ভর থেকে ফলাফল নির্ভর করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক কর্মসম্পাদনের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে সহযোগী হিসেবে যোগসূত্র স্থাপন করে এমন বিষয়সমূহের উল্লেখ যেমন-রূপকল্প, অভিষ্ট লক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল, প্রভাব, লক্ষ্যমাত্রা, কর্মসম্পাদন সূচক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, পরিমাপ পদ্ধতি, সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদা, মূল্যায়ন পদ্ধতি, সম্পাদন প্রক্রিয়া, সময়সূচি, দাখিল প্রক্রিয়া ও বৎসরান্তে মূল্যায়নের উদাহরণসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির গর্ভে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনসহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন:-

(অ) **সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন:** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে এ বিভাগের সিটিজেনস চার্টার প্রণয়নপূর্বক যথাযথভাবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

(আ) **ইনোভেশন টিম গঠন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

(ই) **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন:** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নপূর্বক ইতঃপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উহার ধারাবাহিকতায় নিয়মিত কোয়ার্টার ভিত্তিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

(ঈ) **নিয়মিতভাবে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন:** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) এর মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দুটি অভিযোগ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিভুক্ত বিধায় উহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) **চুক্তির অধীন বাস্তবায়িত ও গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ:** উপরিউক্ত বিষয়সমূহের গুরুত্ব অনুধাবনে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তিতে বিধৃত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে ইনোভেশন টিম গঠন, জিআরএসপি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, তথ্য অধিকার ও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বাজেট শাখাসহ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা গঠন, সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন, তথ্য প্রকাশ নির্দেশনা প্রণয়ন, সেবার মান সহজীকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ ই-সেবা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) **এক নজরে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত চুক্তির মূল্যায়ন:** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে বিধৃত ওয়েট অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যাবলির প্রকৃত বাস্তবায়নের বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ বিভাগ কর্তৃক অর্জিত নম্বর হলো-৯৫.৪, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্জিত নম্বর হলো-৯২, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অর্জিত নম্বর হলো-৯০.৪ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অর্জিত নম্বর হলো ৮৯ ।

৪.৫ আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি

আইসিটি সেল সম্পর্কিত বিষয়াবলি

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় ডিজিটাল রেনেসাঁ বা ডিজিটাল নবজাগরণের এই যুগে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার বদ্ধ পরিকর। দ্রুত উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদির মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার তথা ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের আইসিটি সেল সম্পর্কিত কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে) আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

ল'জ অব বাংলাদেশ:

বর্তমান সরকারের ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক নিয়ামক হিসাবে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতসহ এ বিভাগের সেবাসমূহ দ্রুত সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে এ বিভাগের আইসিটি সেল সদা সচেষ্ট। আইসিটি সেল নিয়ন্ত্রিত ''ল'জ অব বাংলাদেশ'' (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/)" website টি বাংলাদেশের প্রচলিত সকল আইনের একটা বিশাল online ভান্ডার। এছাড়াও ''ল'জ অব বাংলাদেশ'' ওয়েবসাইটে পিডিএফ ফরম্যাটে বাংলাদেশ কোড আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী তার চাহিদামত সর্বশেষ প্রকাশিত আইন ও অধ্যাদেশ এবং উহার সফট্কপি ডাউনলোডসহ প্রয়োজনে প্রিন্ট করতে পারবেন। বর্তমানে এটাই বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের একমাত্র web portal যা প্রতিদিন প্রায় ৩৫,০০০-৪০,০০০ বার search হয়ে থাকে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্র: নং	সময়কাল	ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা
১	১ জুলাই, ২০১৮ইং তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রণীত আইন	৫৯ টি

ল'জ অব বাংলাদেশ আপগ্রেডেশন:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট (BGD e Gov CIRT) এর নির্দেশনার আলোকে বর্তমান ব্যবহৃত "লজ অব বাংলাদেশ (http://bdlaws.minlaw.gov.bd)" ওয়েবসাইটটির হ্যাকিং

প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারসহ website টিকে অধিক Interactive ও User friendly করার নিমিত্ত Base Ltd এর সহায়তায় নতুন সংস্করণে প্রস্তুত করা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সফট্ওয়্যারটির Functions testing, Performance Testing, Security & Integration Testing, Acceptance Testing পূর্বক Error & Bug fixing সহ অন্যান্য গুণগতমান সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে, সফট্ওয়্যারটি live-এ যাবে।

ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের web portal প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.legislativediv.gov.bd)-এ বিভাগের অভ্যন্তরীণ তথ্য যথা: দাপ্তরিক নোটিশ, পাসপোর্টের নিমিত্ত NOC, বিদেশ ভ্রমনের GO, প্রতিনিধি মনোনয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, তথ্য অধিকার ও অন্যান্য সেবাসহ দাপ্তরিক সকল তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।

LAN (Local Area Network) স্থাপন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন:

তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে এ বিভাগে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের লক্ষ্যে BTCL থেকে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে (৪ নং ভবনে) 22 (Twenty Two) Mbps full duplex ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হয়েছে। উক্ত ২২ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, ভাইরাস পোর্ট ব্লক, ওয়েব সাইট একসেস নিয়ন্ত্রণ এবং লগ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করে এ দপ্তরের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক CCR 1016 Mikrotik রাউটার স্থাপন করে সচিবালয়ে অবস্থিত ৩ নং ভবনের সাথে মূল ভবনের (৪ নং ভবন) সাথে কানেক্টিভিটি করা হয়েছে। তাছাড়া পরিবহন পুল ভবনে 10 (ten) Mbps full duplex broadband-এর নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে এবং Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়েছে।

এন্টিভাইরাস আপডেটকরণ:

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (Server Based) ব্যবহারের মাধ্যমে এ বিভাগের কম্পিউটারসমূহ নিয়মিতভাবে ভাইরাসমুক্ত রাখা হয়।

মেইল সার্ভার:

এ বিভাগের ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের legislativediv.gov.bd ডোমেইন এর অধীন ই-মেইল এড্রেস রয়েছে। ই-মেইল এর মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য আদান প্রদান করা সহজতর হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বর্তমান সরকারের রূপকল্প: ভিশন ২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে, দেশের সকল উপজেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সরাসরি কথোপকথনের জন্য এবং একসাথে একাধিক সভা/অনুষ্ঠান সম্পন্নের উদ্দেশ্যে ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম:

স্বল্প সময়ে বিনা ভোগান্তিতে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2I) Programme এ বিভিন্ন ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বিভাগে ১ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ বিভাগের প্রত্যেকটি শাখার মাঝে অভ্যন্তরীণ কার্যাদি সম্পন্ন করার নিমিত্ত ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

Digital Attendence System প্রবর্তন:

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর নির্দেশ ৮৫ অনুযায়ী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে হাজিরা ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশনার আলোকে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে হাজিরা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ৪নং ভবনের ৭ম তলায় (দুই)টি, ৮ম তলায় ০১ (এক)টি, ৩ নং ভবনে ০১ (এক)টি ও পরিবহনপুল ভবনে ১১তম তলায় ০১(এক)টিসহ সর্বমোট ০৫(পাঁচ)টি Biometric Attendance Controller এবং এতদসংশ্লিষ্ট Attenda nce Software, Cable ও Accessories স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে হাজিরা ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি অফিসে আগমন ও প্রস্থানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

স্টক ইনভেনটরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার প্রচলন:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২০১৮ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালুর বিষয়ে নূন্যতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকরণের নির্দেশনা থাকায়, এ বিভাগের সম্পাদনকৃত স্টেশনারী মালামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এন্ট্রি, তত্ত্বাবধান ও বিলিকরণের নিমিত্ত গতানুগতিক (লিখিত রিকুইজিশন) পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে, বিনা ভোগান্তিতে চাহিত মালামাল প্রাপ্তির লক্ষ্যে এবং এতৎসংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সহজ ও স্বচ্ছতার সাথে করার জন্য ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার চালু ও এদঃসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪.৬ অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি

অনুবাদ অনুবিভাগ-প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট:

স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণক্রমে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা। এ মহতী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" প্রণয়ন করা হয় এবং আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ সংশোধন ও অভিযোজনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে আইনের ভাষা একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। বাংলাভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় আইন প্রণীত হতে থাকে। অথচ এদেশের গণমানুষের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষায় আইন প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার এবং অফিস-আদালতের ভাষা হবে এটা সকলের প্রত্যাশা। মাতৃভাষায় আইন প্রণয়ন করা না হলে তা জনগণের নিকট বোধগম্য হবে না। অথচ জনগণের কল্যাণের জন্যই আইন প্রণয়ন করা হয়। তাই, দ্রুত পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নকামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ইংরেজি

ভাষায় প্রণীত আইন বাংলায় অনুবাদের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত আইন ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রয়োজন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এ বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহের বাংলা পাঠ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩ জুলাই ২০০০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বাংলাদেশে প্রচলিত ইংরেজিতে প্রণীত সকল আইন বাংলায় ভাষান্তরকরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Bussiness, 1996 এর তপসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইনের অনুবাদ ও প্রকাশনা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্ম পরিধিভুক্ত। আইন অনুবাদের ন্যায় অতি গুরত্বপূর্ণ, জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজটি এ বিভাগের অনুবাদ অনুবিভাগ করে থাকে। অনুবাদ অনুবিভাগ সকল আইন, অধ্যাদেশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা, প্রবিধিমালা, উপ-আইন, আদেশ, রাষ্ট্রপতির আদেশ, আদালতে ব্যবহার্য ফরম, আইনগত দলিল ইত্যাদি অনুবাদ করে থাকে।

এ অনুবিভাগে মোট ১৫ (পনের)টি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদ রয়েছে। নিম্নবর্ণিত টেবিলে বিদ্যমান জনবল কাঠামো উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা
১.	যুগ্ম-সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৩	০১
২.	উপ-সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৫	০২
৩.	সিনিয়র সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৬	০৪
৪.	সহকারী সচিব (লেজিসলেটিভ অনুবাদ)	৯	০৮

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ কার্যাদি:

আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং সকলের কাছে আইনের সহজবোধ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য এ বিভাগের অনুবাদ অনুবিভাগ কর্তৃক আইন, বিধিমালা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের নির্ভরযোগ্য অনূদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১২০০ আইন/অধ্যাদেশ/আদেশ এবং তদধীন সহস্রাধিক বিধিমালা ও প্রবিধানমালা বলবৎ রয়েছে। বিদ্যমান উক্ত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ইত্যাদির সাথে নতুন নতুন আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ইত্যাদি যুক্ত হওয়ায় অনুবাদ সম্পর্কিত কাজ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতৎসত্ত্বেও অনুবাদ অনুবিভাগের স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছে। তবে জনবল স্বল্পতার কারণে অনুবাদের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে:-

অনূদিত আইন/বিধিমালা/চুক্তি:-

(অ) বাংলা থেকে ইংরেজি:

১.	চার্টার্ড সেক্রেটারীজ আইন, ২০১০
২.	বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০
৩.	বীমা আইন, ২০১০
৪.	বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭
৫.	বেসরকারি বিমান চলাচল আইন, ২০১৭
৬.	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭
৭.	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮
৮.	ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮

(আ) বিধিমালা:

০৯.	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা, ২০১৭
১০.	মানব পাচার দমন সংস্থা বিধিমালা, ২০১৭
১১.	কস্ট অডিট (রিপোর্ট) বিধিমালা, ২০১৭

(ই) চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক:

১২.	বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।
১৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে বিগত ০২ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ স্বাক্ষরিত সহযোগিতা চুক্তির সংশোধনী সংক্রান্ত প্রটোকল।
১৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং চেক প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা: বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তরাষ্ট্র সহযোগিতা, যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নকামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য। বর্তমান সরকার "বর্হিবিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়" এ নীতিতে বিশ্বাসী। আর বর্হিবিশ্বের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বাংলা আইনের ইংরেজি পাঠ প্রণয়নের গুরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃভাষায় আইন প্রাপ্তি দেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার। উক্ত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সকল আইনের নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বর্হিবিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, তথ্য যোগাযোগ, শিক্ষা, কারিগরি ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাক্রমে বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়নের/প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। তাই বাংলাদেশে প্রণীত আইন ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। তবে তা বহির্বিশ্বের নিকট বোধগম্য বা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলার পাশাপাশি সর্বজন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে আপ-লোড করা হয়। বর্তমান যুগে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বিশ্বের যেকোনো দেশ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত হতে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অন্য দেশের আইন দেখতে পায়। সুতরাং পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট আমাদের প্রচলিত আইন-কানুনের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য, বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য এবং লেখক, আইনজীবীসহ আইন গবেষকদের সুবিধার্থে বাংলায় প্রণীত আইনের ইংরেজি পাঠ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমান সরকার বহির্বিশ্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার জন্য এবং বিশ্বায়নের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ ইংরেজি অনুবাদ করার এবং অনুবাদ দপ্তরকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আশা করা যায়, সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অনুবাদ দপ্তরের লোকবল সংক্রান্ত সমস্যাসহ অন্যান্য যে সকল সমস্যা রয়েছে তা ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হবে এবং সরকারের বৈশ্বিক চ্যালেন্জ মোকাবেলায় আইন অনুবাদ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি সাধিত হবে।

৪.৭ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য প্রণীত Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ অর্থাৎ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বণ্টনকৃত দায়িত্বাবলির মধ্যে এ বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(১) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত সকল আইনগত ও সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং উক্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোনো আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান;

(২) সকল বিল, অধ্যাদেশ, সাংবিধানিক আদেশ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ যে কোনো প্রথা বা রীতি এবং অন্যান্য আইনগত দলিল, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও মতামত প্রদান।

এছাড়া, কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন হওয়ার পর তা জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালি বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হলে এ বিভাগের কর্মকর্তারা উক্ত কমিটির বৈঠকে যোগদান করে, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সরকারের কার্যাবলি বিচার-বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য সংসদ-সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন করা সংসদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য পাঠানো খোদ রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব। তবে উল্লেখ করা দরকার, কোনো বিলের বিচার-বিবেচনাসহ কোনো বিষয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর কোনো বিধান নেই। অতিসাম্প্রতিককালে প্রণালিবদ্ধভাবে বিলগুলি বিভিন্ন কমিটির কাছে পাঠানো শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে পুনরায় আওয়ামীলীগ সরকার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের পর একাদশ জাতীয় সংসদে মোট ৫০ টি কমিটি গঠন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদের কার্য-প্রণালি বিধি অনুযায়ী একটি সরকারি হিসাব-কমিটি, বিশেষ-অধিকার-কমিটি এবং অন্যান্য স্থায়ী কমিটি থাকবে। এসব কমিটি ছাড়াও খসড়া বিল ও আইনের প্রস্তাব পরীক্ষা, আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা ও অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করার জন্য সংসদ অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে। জনগুরূত্বসম্পন্ন মর্মে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো কমিটিকে অবহিত করলে কমিটি তাও বিবেচনা করতে পারবে এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারবে। এক্ষেত্রে কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে এবং লিখিত বা মৌখিক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় যেকোনো দলিল উপস্থাপন করতে অস্বীকার করতে পারে।

সংসদের কার্যপ্রণালি-বিধির ২৭ অধ্যায়ে কতিপয় কমিটি গঠনেরও বিধান রয়েছে। এই কমিটিগুলি হলো: কার্য উপদেষ্টা কমিটি ,বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, বিল-সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, পিটিশন কমিটি, সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত কমিটি, অধিকার-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি-সম্পর্কিত কমিটি, কতিপয় অন্যান্য বিষয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ,সংসদ-কমিটি, লাইব্রেরি-কমিটি, কার্যপ্রণালিবিধি-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য অনির্দিষ্ট বিশেষ কমিটি।

জাতীয় সংসদে প্রস্তাব-উত্থাপনের মাধ্যমে কমিটির সদস্যগণকে সংসদ নিযুক্ত করে থাকে। কিন্তু কোনো কমিটিতে প্রেরিতব্য কোনো বিষয়ে কোনো সদস্যের কোনো রকম ব্যক্তিগত, আর্থিক বা সরাসরি স্বার্থ জড়িত থাকলে তাকে ঐ কমিটিতে নিয়োগ করা হবে না। কমিটির গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন অনুযায়ী কমিটির প্রধান হয়ে থাকেন এমন একজন সংসদ সদস্য যিনি মন্ত্রী নন। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি একজন সভাপতিসহ অনধিক ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়ে থাকে। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যই কমিটিতে নিয়োগ করা যেতে পারে। বিলটি যে কমিটির বিবেচনাধীন কোনো বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য, পদাধিকারবলে সেই কমিটির সদস্য হবেন। কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সভায় উপস্থিত থাকলে কমিটির আইনসিদ্ধ অধিবেশন হবে ও সেটাই হবে ঐ কমিটির কোরাম। কমিটির অধিবেশন বা বৈঠক রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

অর্থবিবরণীসমূহ (সাধারণত বাজেট বলে উল্লিখিত) বার্ষিক ভিত্তিতে সংসদ-সমক্ষে উপস্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয় তুলে ধরা। সংসদের কার্যপ্রণালি-বিধির ১১১(৩) বিধি-অনুযায়ী, বাজেট কোনো কমিটিতে পাঠানো হয় না। স্পীকারের সভাপতিত্বে সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বাজেটের ওপর সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। যেসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আনুমানিক হিসাব তৈরি করা হয়ে থাকে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তরকে সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা উপাদান সরবরাহ করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন হওয়ার পর কার্যপ্রণালি বিধির ২৪৬ বিধি অনুসারে তা খতিয়ে দেখার জন্য কোনো কমিটিতে পাঠানো হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তারা, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেওয়ার জন্য ঐ কমিটির বৈঠকগুলিতে যোগ দিয়ে থাকেন। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক কোনো বিল নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কার্য-প্রণালি বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী কমিটির সভাপতি বা সভাপতির পক্ষে কমিটির অন্য কোনো সদস্য জাতীয় সংসদে রিপোর্ট পেশ করে থাকেন। উক্তরূপ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ জাতীয় সংসদের সকল স্থায়ী কমিটির কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য:-

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন হতে ৩য় অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ১৫(পনেরো) টি আইন পাস হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। অধিবেশন ভিত্তিক আইন পাসের তালিকা নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ১ম অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৫ টি;
(খ) ২য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৩ টি;
(গ) ৩য় অধিবেশনে পাসকৃত সরকারি বিল ৭ টি;

উক্ত আইনসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ সকল স্থায়ী কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে লেজিসলেটিভ মতামত প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়া, সংসদ বিষয়ক শাখা হতে প্রতিটি অধিবেশনে মাননীয় মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরসহ অন্যান্য বিষয় মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৮ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক:

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। উক্তরূপ সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে ২০০০ সালের ২২ মে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে Cooperation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিতে Development Cooperation, Trade and Commerce Cooperation, Environmental Cooperation, Economic Cooperation, Regional Cooperation, Cooperation in Science and Technology, Drug Precursor Chemicals and Money Laundering, Human Resource Development, Information, Culture and Communication এর উপর সহযোগিতা প্রদান করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উপরিউক্ত সহযোগিতা প্রদানের বিষয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Joint Commission এবং একাধিক Sub-group রয়েছে। এ বিভাগ "Governance and Human Rights'' শীর্ষক Sub-group এর Co-chair। উক্ত Sub-group এর সপ্তম সভা ১৯-২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব (Co-chair) দেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক। উক্ত সভায় Transparency, Accountability and Good Governance, Rule of Law, Human Rights, Human Rights Co-operation in UN (Human Rights Council, UPR), Rights of Minorities, Freedom of Expression, Media, Freedom of Assembly and Civil Society, Death penalty, Bangladesh National Strategy: Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals, Chittagong Hill Tracts (CHT) Peace Accord, Women's and Children's Rights and Rights of People Living with Disabilities, Fundamental Labour Rights এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, বিগত ১১-১২ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে Joint Commission এর অষ্টম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব (Co-chair) দেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক। উক্ত সভায় Recent Development in Bangladesh and the EU, Governance, Democracy, Human Rights and Migration, Migration Dialogue, Trade, Cooperation in Education, Culture, Science, Technology and Innovation, Development Cooperation, Humanitarian Issues, Multilateral Issues এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিগত ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে "Governance and Human Rights'' শীর্ষক Sub-group এর অষ্টম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব (Co-chair) দেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক। উক্ত সভায় Transparency, accountability and good governance, rule of law and law enforcement, extra judicial killings, enforced disappearances, elections of 2018, principles for good governance, public finance management, ICCPED, strengthening/reform of judicial system of Bangladesh, freedom of expression, media, freedom of assembly and civil society, human rights, Human Rights Co-operation in UN

(Human Rights Council, UPR), rights of minorities, women's and children's rights and rights of people living with disabilities, labour rights, support to Myanmar refugees and undocumented Myanmar nationals **এবং** death penalty এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণসহ মানবাধিকারের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪.৯ সুনীল অর্থনীতির (ব্লু ইকোনমি) উদ্যোগ বাস্তবায়ন:

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করে তার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর গণতন্ত্রের মানসকন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশের সমুদ্র সম্পদ তথা সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে যুগান্তকারী অবদান রেখে চলেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে স্বাধীনতার মাত্র তিন বছরের মধ্যে Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রণয়নের মাধ্যমে সমুদ্রবিজয় অভিযাত্রার সূচনা করেন। ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর পরই দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে নিষ্পন্নাধীন থাকা ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর প্রচেষ্টা শুরু করেন। সেইসঙ্গে ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর সমুদ্রসীমার বিষয়টি সুরাহা করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হন। যার ফলশ্রুতিতেই ২০১২ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটার অর্জন করে। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে এ রায় দেশের জন্য এক বিরাট অর্জন।

মিয়ানমারের পর ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের স্থায়ী সালিসি আদালতের রায়ে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা বাংলাদেশ পেয়েছে। অবশিষ্ট ৬ হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটার পেয়েছে ভারত। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা, যা উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। এ রায়ের ফলে বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকার বিপুল অংশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশের আর কোনো বাধা থাকল না। এ রায়ে গভীর সমুদ্রে প্রস্তাবিত ১০টি তেল-গ্যাস ব্লকই পড়েছে বাংলাদেশের সীমানায়।

সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উক্ত সমুদ্রসীমানার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যদিকে পর্যটন শিল্প উন্নয়নেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সুনীল অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সরকারের লিড ডিভিশন হিসেবে কাজ করছে।

সুনীল অর্থনীতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৬ সালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেলের কার্যক্রম পেট্রোবাংলায় শুরু করা

হয়েছে। একজন অতিরিক্ত সচিবকে ব্লু ইকোনমি সেলের মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উক্ত পরিকল্পনা তথা ব্লু ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ব্লু ইকোনমি সেলের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যথা:-

(ক) সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ বিভাগের একজন সমুদ্র আইন বিশেষজ্ঞ যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। তিনি সুনীল অর্থনীতির উদ্যোগ বাস্তবায়নে এ বিভাগের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকেন;

(খ) মাসিক আলোচ্য সভার আলোচ্যসূচিতে সুনীল অর্থনীতি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

(গ) এ বিভাগের ওয়েবসাইটে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে পৃথক মেন্যু তৈরি করা হয়েছে; এবং

(ঘ) এ যাবত বিশ্বের যে সকল দেশ সুনীল অর্থনীতিতে উন্নয়ন করেছে বা ভালো অবস্থানে রয়েছে সে সকল দেশের সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য ১০০টি আইনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আইনগুলো উক্ত দেশসমূহের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মডেল হিসেবে বিবেচনা করতে হলে এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন পর্যালোচনা আবশ্যক।

৪.১০ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর 10th Session of the Implementation Review Group (IRG) সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ:

২৭-২৯ মে, ২০১৯ তারিখে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর 10th Session of the Implementation Review Group (IRG) এর সম্মেলনে জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের স্থায়ী প্রতিনিধি মান্যবর রাষ্ট্রদূত অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত সম্মেলনে UNCAC এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

২০০৭ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশনে (United Nations Convention Against Corruption "UNCAC") Accession এর মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্র হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত UNCAC-এর অধীন যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা UNCAC ভুক্ত অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ইতোমধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রথম রিভিউ সাইকেলে ‘‘UNCAC-Bangladesh Compliance and Gap Analysis সম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত সম্মেলনের Plenary Session-এ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের একমাত্র বক্তা হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী UNCAC বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহ পূরণে বর্তমান সরকারের সফলতা এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর ভাষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পাচার হয়ে যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার, সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি

ও সাফল্য উপস্থাপন করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এ লক্ষ্যে গৃহীত ও বাস্তবায়িত পদক্ষেপসমূহেরও বিবরণ দেন।

UNCAC সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর উক্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১; সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, মানি-লন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্থপাচার রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ধার করা, ইত্যাদি জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হতে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে, এ সকল পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর Second Cycle Review স্তরে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রিভিউকারী রাষ্ট্র হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

উক্ত সম্মেলন চলাকালে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে UNODC এর নির্বাহী পরিচালক (Executive Director) এবং ভিয়েনাস্থ জাতিসংঘ কার্যালয়ের মহাপরিচালক (Director-General) Mr. Yury Fedotov-এর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী তাঁকে UNCAC ভুক্ত বিষয়াদি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সরেজমিনে দেখার জন্য বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি সুবিধাজনক সময়ে উক্ত সফরে আসবেন মর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সম্মেলন চলাকালীন সময়ে পার্লামেন্টে আস্থাভোটের সংকটে থাকার পরও অস্ট্রিয়া সরকারের বিশেষ আগ্রহের কারণে পূর্ব-নির্ধারিত সিডিউল অনুসারে উক্ত সরকারের মাননীয় Federal Minister for Constitution, Reforms, Deregulation and Justice-এর সাথে মাননীয় মন্ত্রীর একটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারকল্পে ডিজিটালাইজেশন অব লিগ্যাল সিস্টেম; ভিকটিম/সাক্ষী সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনি ব্যবস্থা; সন্ত্রাস প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ; কারাগারে বন্দিদের জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত ম্যান্ডেলা রুলস্ প্রতিপালন; বিচার বিভাগীয় ও লেজিসলেটিভ কর্মে নিয়োজিত বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব নির্ধারিত এজেন্ডা অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা হয়। ফলশ্রুতিতে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্মেলনের পাশাপাশি মাননীয় মন্ত্রী অস্ট্রিয়ায় বসবাসরত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশি বাঙালি কমিউনিটির সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে তাদের সমস্যাসমূহ ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং তা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন।

৪.১১ তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয়:

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সেকারণে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থাসহ সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। উল্লিখিত সকল কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তিকে নাগরিকদের আইনগত অধিকার হিসেবে উক্ত আইনে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

নাগরিকগণ যাতে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর বিধান অনুযায়ী লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট হতে তথ্য লাভ করতে পারে, সে লক্ষ্যে উক্ত আইনের ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী এ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং একজন সিনিয়র সহকারী সচিবকে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট তথ্য যাচনা এবং তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভূমিকা

৫.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যমন্ডিত বাংলাদেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি জোরদার করণের উদ্দেশ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অবতারণা করা হয়েছে। গত দু'দশকে দারিদ্র্য বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্যমন্ডিত বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সপ্তম, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বিশ্বব্যাপী ১৭ টি গোল এবং ১৬৯ টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার টার্গেটসমূহের সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক কার্য সংশ্লিষ্টতা SDG mapping এ টার্গেট 16.B Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development বাস্তবায়নে লিড ডিভিশন হিসেবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, জন নিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ কো-লিড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন এ বিভাগের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৮ (৪) অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে রাষ্ট্র যে কোনো বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে পারবে যার মাধ্যমে নারী ও শিশু বা যে কোনো অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া যায়। ২৯ (১) অনুচ্ছেদে কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গত ৪-৬ জুলাই, ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) ঢাকায়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত SDG Implemention Review (SIR) শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সিনিয়র সচিব, জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক এ বিভাগের পক্ষে SDG Implemention Review উপস্থাপন করেন। এ বিভাগের জন্য নির্ধারিত টার্গেট 16.B বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :-

- বিগত ৩০/০৫/২০১৭ এবং ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে সকল Co-lead এবং Associate মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 16.B বাস্তবায়নকল্পে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- উক্ত সভায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের প্রশাসনাধীন সকল আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতিমালা ইত্যাদির মধ্যে বৈষম্যমূলক কোনো বিধান রয়েছে কিনা তা চিহ্নিতকরণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এতদসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে।

- অবশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে তথ্যসমূহ পাওয়া গেলে এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের website এ সকল আইনের হালনাগাদ সংশোধিত কপি দেয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশ কোড ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত হালনাগাদ সংশোধিত আকারে ৪২ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

- বাংলাদেশ কোডের ভলিউম ২৬ ও ২৭ (বাংলা হতে ইংরেজিতে এবং ইংরেজি হতে বাংলায়) অনুবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ১৯৭ টি আইন ভাষান্তর করা হয়েছে।

- 16.B বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "Legislative Research and Reform for Promoting and Enforcing Non-Discriminatory Laws and Policies" বা "আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণ পূর্বক উহা সংস্কার বিষয়ক শীর্ষক প্রকল্প" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৮৯০ লক্ষ টাকা। মে, ২০১৯ হতে এপ্রিল, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। গত ০৭/০৫/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক উহা অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ :-

উদ্দেশ্যঃ

- বিদ্যমান আইনে কোনো বৈষম্যমূলক বিধান থাকলে তা চিহ্নিত করা;
- নির্বাচিত ১০০টি আইন অনুবাদ করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- লেজিসলেটিভ ডেস্ক বুক প্রস্তুত করা; এবং
- জনগণকে আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

প্রকল্পটির মূল কম্পোনেন্টসমূহ নিম্নরূপ :-

- বিদ্যমান আইনসমূহের মধ্যে কোনো বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে কিনা তা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আইনি গবেষণা;
- গুরুত্ব বিবেচনায় নির্বাচিত ১০০টি আইন অনুবাদ;
- লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণকে উদ্দেশ্য বা স্কীমের নিরিখে আইন প্রনয়ণের প্রস্তাব সম্বলিত বিল প্রস্তুত, যে কোনো বিল নিরীক্ষাকল্পে উক্ত বিলের বিধানাবলির সাথে সম্পর্কিত প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানাবলি পর্যালোচনা এবং প্রণীত আইনের উপর মতামত প্রদান ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ;
- আইনি বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে মডেল/আদর্শরূপে গণ্য করা যায় এরূপ দেশসমূহের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

গৃহীত কার্যক্রমঃ

- "আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণ পূর্বক উহা সংস্কার বিষয়ক প্রকল্প" এর স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা গত ১৬/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রকল্পের আওতায় "Legislative Proces and Technique" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।
- প্রকল্পের আওতায় ১৩/১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচায় প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

৫.২ "আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নামঃ **"আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার"** শীর্ষক প্রকল্প।

মেয়াদকাল	:	মে ২০১৯- এপ্রিল ২০২১
অর্থের উৎস	:	সম্পূর্ণ জিওবি
অনুমোদনের তারিখ	:	৭ মে, ২০১৯
কার্যক্রম শুরুর তারিখ	:	১২ মে, ২০১৯
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৩০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৬৪৫ লক্ষ টাকা
মোট ব্যয়	:	৮৯০ লক্ষ টাকা

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১৬.বি অর্জন করার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ১৬.বি তে Promote and enforce non- discriminatory laws and policies for sustainable development বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিপিপিতে উল্লিখিত প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ-

১। (ক) গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণ।

(খ) অনুবাদঃ প্রচলিত আইনে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০টি আইনের অনুবাদ যার মধ্যে ৫৯টি ইংরেজি হতে বাংলায় এবং ৪১টি বাংলা হতে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হবে।

(গ) গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমঃ মোট ০৫টি ষ্টেক হোল্ডার কনসালটেশন।

(ঘ) প্রশিক্ষণঃ মোট ০৮টি মডিউলের উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আইনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণগুলি সম্পন্ন করা হবে।

(ঙ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে এরুপ ০৪টি দেশে আইনি ব্যবস্থায় কোনো বৈষম্যমূলক বিধি বিধান রয়েছে কিনা এবং থাকলে বিদ্যমান আইনি বৈষম্য নিরসনে কি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে।

২। অফিস স্থাপন: গত ১২/০৫/১৯ তারিখ এ বিভাগ হতে প্রকল্প কার্যালয় স্থাপনের স্থান বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। গত ২২/০৫/২০১৯ ইং তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে বেসরকারি ভবনে ১৯৮৮ বর্গফুট আয়তনের অফিস স্থাপনের অনুমতি পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে, ১৩/১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচায় বেসরকারি ভবনে ৩য় তলায় ১,৫০০ বর্গফুট আয়তনের বাড়ি মাসিক ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ভাড়ায় প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে যা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত করণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

জনবল সংক্রান্ত বিবরণি:

জনবল সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরুপ:

পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা	নিয়োজিত পদ সংখ্যা	মন্তব্য
প্রকল্প পরিচালক, গ্রেড-৩	১	১জন অতিরিক্ত দায়িত্বে	-
উপ প্রকল্প পরিচালক, গ্রেড-৪		১জন অতিরিক্ত দায়িত্বে	উপ প্রকল্প পরিচালক-১ জনের পদ শূন্য আছে
সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, গ্রেড-৬	১	১জন অতিরিক্ত দায়িত্বে	পদ শূন্য
প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, গ্রেড-৬	১	১জন অতিরিক্ত দায়িত্বে	পদ শূন্য
হিসাব রক্ষক, গ্রেড-৯	১	১জন অতিরিক্ত দায়িত্বে	---
অফিস সহকারি কাম-কম্পিউটার অপারেটর, গ্রেড-১৬	১	১জন অতিরিক্ত দায়িত্বে	---
অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০	১	১জন অতিরিক্ত দায়িত্বে	পদ শূন্য
মোট=	০৮	০৪	০৪

৩। প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের বিবরণীঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকৃত বরাদ্দ	মোট
২০১৮-২০১৯	৮৬.৫০	৩০.০০	৩০.০০
২০১৯-২০	৬২৫.৮৩	৬৪৫.০০	৬৪৫.০০
২০২০-২১	১৭৭.৬৭	২১৫.০০	২১৫.০০
মোট	৮৯০.০০	৮৯০.০০	৮৯০.০০

৪। প্রকল্পটি বিলম্বে অনুমোদিত হওয়ায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত ৮৬.৫০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৩০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। উক্ত বছরে সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক,আপ্যায়ন খরচ, শ্রমিক মজুরী, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, অফিস প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার সামগ্রী, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি প্রভৃতি খাতে মোট ১৬.৬৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

৫। গবেষণা: লক্ষ্যমাত্রা ১৬.বি অর্জনের লক্ষ্যে এদেশে বিদ্যমান আইন সমূহের মধ্যে কোনো বৈষম্যমূলক বিধি-বিধান রয়েছে কিনা তা চিহ্নিতকরণ একটি ব্যাপকভিত্তিক গবেষণার কাজ। মানসম্পন্ন, নির্ভরযোগ্য ও পর্যাপ্ত যোগ্য জনবল রয়েছে

এবং গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সুনাম রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা গবেষণার পাশাপাশি সভা, আলোচনা বা মতবিনিময়, দেশে ও বিদেশের আইনি দলিল পরীক্ষার মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আইন চিহ্নিত করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী কনসালট্যান্ট/ফার্ম কর্তৃক গবেষণাকার্য সম্পন্ন করে প্রাপ্ত ফলাফল পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হবে। গবেষণা কাজের দায়িত্ব কোনো একক ফার্ম বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হলে তা বাস্তবায়ন, মনিটরিং এর মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা দূরহ হবে বিধায় এটিকে ৪টি (চার) প্যাকেজে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হলে গবেষণার কাজ দ্রুত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সহজ হবে। প্রকল্প শেষ হওয়ার অন্তত ৬ মাস পূর্বে গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মূল্যায়নের জন্য জমা দিতে হবে। প্রতিবেদন মূল্যায়নকালে ত্রুটি, বিচ্যুতি, বা কোনো প্রকার অসংগতি ধরা পড়লে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান তা সংশোধন করবে। কনসালট্যান্ট/ফার্ম কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি কার্যপরিধি প্রস্তুত করা হয়েছে ।

গত ৩১/০৮/২০১৯ তারিখে আইনের ২ (দুই)টি প্যাকেজের জন্য গবেষণা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পেশাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা সংক্রান্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ফার্মকে আহবান জানিয়ে দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক অবজারভার পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।

৬। **অনুবাদ:** আইনের অনুবাদ করা হলে জনগণের মাঝে আইনের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে জনগণ প্রচলিত আইন এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে ফলশ্রুতিতে বৈষম্য হ্রাস পাবে। অপরদিকে বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হলে তা বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১২০০ আইন রয়েছে। যার মধ্যে ২৪৯টি আইন অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে এখনও প্রায় ১০০০টি আইন রয়েছে যা ভাষান্তর করা হয়নি। এ পর্যায়ে ১০০টি আইন আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্ব বিবেচনায় অনুবাদ করা হবে। উল্লিখিত ১০০টি আইনের মধ্যে ৪১টি আইন বাংলা হতে ইংরেজিতে এবং অপর ৫৯টি আইন ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করা হবে। কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিকে বা একক কোনো প্রতিষ্ঠানকে অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হলে অনুবাদ কাজটির গুনগত মান নিশ্চিত করে সঠিক সময়ে তা সম্পন্ন করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে অনুবাদের সম্পূর্ণ কাজটি ৪টি ভাগ করে ৪টি অনুবাদকারী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হলে তা অল্প সময়ে সহজে বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

গত ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে আইনের ২ (দুই)টি প্যাকেজের জন্য অনুবাদ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পেশাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা সংক্রান্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ফার্মকে আহবান জানিয়ে দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক অবজারভার পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।

৭। **লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক:** আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কোনো হালনাগাদ ও নির্ভরযোগ্য লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক নেই বিধায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আইনের খসড়া প্রণয়ন করে থাকে। এ কারণে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এরুপ এক/একাধিক অভিজ্ঞ কনসালট্যান্ট/ফার্ম কর্তৃক সাম্প্রতিক লেজিসলেটিভ গ্রামারসহ একটি লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং আইনের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের আইনের মডেল প্রস্তুতপূর্বক লেজিসলেটিভ ডেস্কবুকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফলে আইনের খসড়া প্রণয়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণ অধিকতর দক্ষতার সাথে আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে পারবে এবং স্বল্পতম সময়ে আইনের খসড়া প্রস্তুত সম্ভব হবে। শীঘ্রই এতদুদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে।

৮। **প্রশিক্ষণ:** ডিপিপিতে মোট ৮ (আট)টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। এ বিভাগের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ২২/০৬/১৯ তারিখে “Legislative Process and Technique” শিরোনামে প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণবশত তা ১২/৭/১৯ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এ বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে আইন প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।

ডিপিপিতে মোট ৮টি সেমিনার এবং ৫টি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন অনুষ্ঠানের সংকুলান রয়েছে। প্রকল্প কর্তৃক উক্ত সেমিনার ও স্টেক হোল্ডার কনসালটেশনসমূহ পর্যায়ক্রমে আয়োজন করা হবে।

৯। **আইনি সচেতনতা সৃষ্টি:** জনগণের মধ্যে ব্যাপক আইনি সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও পোস্টার তৈরি করে বিতরণ করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, অবহেলিত মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সহিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন করা হবে। স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনে আলোচনার মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত শ্রেণির সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হবে। ফলে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি আলোচিত হবে। ফলশ্রুতিতে উক্ত জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং উন্নত জীবন সম্পর্কে তাদের মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে।

১০। **ক্রয় পরিকল্পনা:** ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ক্রয় কার্য সম্পাদন করার জন্য একটি ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক অনুমোদন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

৬.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২০১৮-২০১৯ মেয়াদে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যসমূহ:

১. দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমানে কমিশনের মোট জনবল ৪৮ জন। কমিশনকে আরো গতিশীল করার জন্য সরকার আরো ৪০ জন জনবল বরাদ্দ প্রদান করেছে যা নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশনের 'নিয়োগ বিধিমালা' সংশোধনপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২. কমিশনের স্বকীয় অবস্থান আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কমিশনের জন্য একটি নিজস্ব ভবন/ফ্লোর বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ অনুযায়ী কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যা জাতিসংঘের প্যারিস প্রিন্সিপালের অন্যতম শর্ত ছিলো। সরকার কর্তৃক বর্তমানে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৪. মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে অর্জিত সাফল্যসমূহ:

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ তার সন্তোষজনক কর্মকাণ্ডের জন্য মানবাধিকার কমিশনসমূহের (NHRI) আন্তর্জাতিক ফোরাম (International Coordinating Committee) কর্তৃক "বি" স্ট্যাটাস অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং 'এ' স্ট্যাটাস প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২. হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল কর্তৃক জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার মূল্যায়ন সংক্রান্ত Universal Periodic Review (UPR)-এ গৃহীত পদক্ষেপ ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। এতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এর ৩য় পর্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ২৫১টি সুপারিশ গ্রহণ করে যার মধ্যে ৭৩টি ছিল। কমিশনের সুপারিশে, সরকার এই ৭৩টির মধ্যে ১১টিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এতে সরকার এবং কমিশনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে যাচ্ছে। এসকল প্রতিবেদনে কমিশনের দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। কমিশনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে বার্ষিক প্রতিবেদনে। সরকারি-বেসরকারি মহলে কমিশনের কর্মপদ্ধতি ও পরিধি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে নিয়মিত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন প্রেরণের পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ছায়া প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে মানবাধিকার সংক্রান্ত

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কমিশন ও সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ছায়া প্রতিবেদন প্রেরণে কমিশন একাধিকবার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছে। ফলে সকল শ্রেণি-পেশার জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. সাম্প্রতিক সময়ে কমিশনের চারটি শাখা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এর একটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে, দক্ষিণ বঙ্গের খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় ১টি করে এবং অন্যটি কক্সবাজারে। এই চারটি শাখা স্থাপন কমিশনের কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ ছিল। কমিশন ক্রমান্বয়ে তা বাস্তবায়ন করছে। আগামীতে দেশের সব কয়টি জেলায় কমিশনের শাখা অফিস স্থাপন করে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ ও গণমানুষের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে কমিশন বড় পরিসরে কাজ করবে।

৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন কারাগার, হাসপাতাল, শিশুসদন পরিদর্শন করে নিবাসীদের কল্যাণার্থে সরকারের নিকট যে সকল সুপারিশ প্রণয়ন করেছে সরকার গুরুত্বের সাথে সেগুলো বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণে ব্রতী হয়েছে।

৭. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণামূলক প্রকাশনা (৬০ এর অধিক), শিক্ষামূলক প্রমাণ্যচিত্র প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

৮. বিভিন্ন আইনের খসড়া যেমনঃ যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক আইন, জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন আইনের খসড়ার ওপর কমিশন পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করেছে।

৯. মানবাধিকার এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে জনগণ যেন সহজে এবং দ্রুত তথ্য সেবা পেতে পারে সে লক্ষ্যে কমিশন হেল্পলাইন (১৬১০৮) চালু করেছে। হেল্পলাইনের মাধ্যমে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ তথ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

১০. দূর্বল ও দরিদ্র ভুক্তভোগীদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে ভুক্তভোগীকে আইনি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি কমিশন আইনি সহায়তা দিয়ে ৩ বছর যাবৎ বিনা দোষে কারাগারে আটক জাহালম নামের একজন নিরপরাধ ও নিরীহ ব্যক্তিকে মুক্ত করেছে।

১১. কমিশন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং এর আলোকে কাজ করে যাচ্ছে।

১২. কমিশন রোহিঙ্গা পরিস্থিতির উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা শুরু করে। রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে কমিশন বহুবিধ প্রচেষ্টা অবলম্বন করে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনেকগুলো পরামর্শসভা এবং আলোচনা অনুষ্ঠান করে, রোহিঙ্গাদের দুর্দশার উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ করে ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে, এবং রোহিঙ্গাদের সমর্থনে ব্যাপকভিত্তিক জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন মিডিয়ায় এবং মানবাধিকার কর্মীদের নিকট বিতরণ করে।

৬.২ আইন কমিশন

১. আইন কমিশনের উদ্ভব ও বিকাশ:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রম পরিবর্তন ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনসমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ, মৌলিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আইনগত দিকসমূহ পুনঃনিরীক্ষণ ও আইন শিক্ষার মানোন্নয়নসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য ১৯৯৬ সনে স্থায়ী আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর বিধান অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে আইন কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এ.বি.এম.খায়রুল হক এবং একজন সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর কর্মরত আছেন। তাঁদেরকে সহায়তা করার জন্য কাজ করছেন একজন সচিব, একজন মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা, একজন সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, দুইজন গবেষণা কর্মকর্তা, একজন সিনিয়র সহকারী সচিব, দুইজন অনুবাদ কর্মকর্তা এবং একজন লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান।

২. আইন কমিশনের কার্যাবলি:

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনসমূহ সংশোধনের জন্য আইন কমিশন সরকারের নিকট সুপারিশমূলক প্রতিবেদন পেশ করে আসছে। উল্লেখ্য যে, আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৯ (১) অনুযায়ী প্রতিবছর আইন কমিশন হতে পূর্ববর্তী বছরের সম্পাদিত কার্যাবলির একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করার বিধান আছে। আরো উল্লেখ্য যে, আইন কমিশন আইনের ৯ (২) ধারা অনুসারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর কমিশন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করার বিধান রয়েছে।

কমিশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬, ধারা ৬ক (১) এর বিধান অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক সম্পাদিতব্য প্রতি দুই বছরের একটি কর্মপরিকল্পনা পূর্ববর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। সরকার উক্ত কর্মপরিকল্পনার বিষয়াবলির উপর মতামত বা সুপারিশ ঐ বছরের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করে থাকে। সরকারের মতামত বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে কমিশন উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করে ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারকে জ্ঞাত করে থাকে।

৩. আইন কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি:

নবম দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯

(আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক অনুসারে প্রস্তুতকৃত)

ক্রমিক নং	আইন ও বিষয়ভিত্তিক গবেষনার শিরোনাম	
ক.	বিদ্যমান আইন যুগোপযোগীকরণ	মন্তব্য
১.	The Evidence Act, 1872, যুগোপযোগীকরণ (up to date/upgrading)	গবেষণা কার্য চালমান আছে
২.	Code of Civil Procedure 1908 যুগোপযোগীকরণ up	গবেষণা কার্য চালমান আছে

	to date/upgrading	
৩.	Code of Criminal Procedure 1898 যুগোপযোগীকরণ (up to date/upgrading)	
খ.	নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত গবেষণা	
১.	সাক্ষ্য ও বিচারক কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আইন, ২০১৯	
২.	শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা (অপরাধ)	
৩.	বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে নতুন আইন প্রণয়ন	
৪.	বাংলাদেশ ভূমি আইন	গবেষণা কার্য চালমান আছে
গ.	বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণা	
১.	পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সহ বিদ্যমান প্রায় ৩৬টি আইন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন)	
২.	সড়ক ও যানবাহন সংক্রান্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন (The Motor Vehicles Ordinance, 1983 and Road Accident)	
৩.	বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১	গবেষণাকার্য চলমান আছে
৪.	The Small Cause Courts Act, 1887	২৪/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সুপারিশ প্রেরিত
ঘ.	ধারাবাহিক নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা	
১.	বাংলাদেশ কোড, খন্ড ১-৩৮ (১৮৩৬-২০০৬)-	গবেষণাকার্য চলমান আছে
ঙ.	আইন ও শব্দ কোষ	
১.	আইন ও শব্দ কোষ গ্রন্থটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রকাশ করণ	
চ.	জনস্বার্থে যে কোন বিষয়ে গবেষণা	
১.	স্বার্থ সংঘাত আইন, ২০১৮ দুর্নীতি দমন কমিশন এর অনুরোধে প্রস্তুতকৃত	৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সুপারিশ প্রেরিত।

৪. ২০১৮ সনে আইন কমিশনে থেকে প্রেরিত সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্তসার

ক্রঃ নং	আইন ও বিধির শিরোনাম	মন্তব্য
১।	The Small Cause Courts Act, 1887 (Act No. IX) of 1887	কমিশন ১৩২ বছরের পুরাতন এই আইনটি পর্যালোচনা করে আইন বিলুপ্তির সুপারিশ করে।
২।	স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯	দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন এই নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করে।

<u>পাশাপাশি আইন কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্ত গবেষণা কার্য চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ সম্পাদন পূর্বক প্রাথমিক খসড়া মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে;</u>

১। আইন কমিশন ইতঃমধ্যে সাক্ষ্য এবং বিচার কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আইন, ২০১৯ এর খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করেছে। এই খসড়া দ্বারা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষীদের উপস্থিতি এবং সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এই আইন দেশের সামগ্রিক বিচারকার্যক্রমকে এবং ব্যয় সংকোচন করবে। ইতঃমধ্যে এই আইন সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের যাবতীয় গবেষণা কার্যক্রম ও অংশীজনদের মতামত গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মতামত চেয়ে আইনটির খসড়া অনুলিপি আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আইন কমিশন সালিশ আইন (সংশোধন), ২০১৮ এর খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। এই আইন দ্বারা সালিশকারিদের পারিশ্রমিক এবং সালিশি কার্যক্রমের সময় নির্ধারণ করার নিয়মাবলী সহজতর করা হয়েছে। এই আইন দ্বারা দেশে দ্রুত, ন্যয়সঙ্গত ও সাশ্রয়ী বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আইনটি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম ও অংশীজনের মতামত গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আইনটির খসড়া অনুলিপি আইন মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

৩। দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন স্বার্থ সংঘাত আইন, ২০১৮ এর খসড়া প্রণয়ন করে। স্বার্থ সংঘাত বিষয়ক বিভিন্ন সংজ্ঞা, বিচারিক প্রক্রিয়া এবং দন্ড সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান এই আইনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আইনটি দেশে আইনের শাসন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে আইনটির চূড়ান্ত অনুলিপি, সুপারিশসহ দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ এবং আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছে।

৪। আইন কমিশন দেশের প্রচলিত আইনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুগোপযোগী সংস্কার অথবা ক্ষেত্রমত নূতন আইন প্রণয়ন করা জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কমিশন এই লক্ষ্যে ১৩১ বছরের পুরাতন The Small Cause Courts Act, 1887 (Act No. IX of 1887) আইনটি বিশদ পর্যালোচনা করেছে। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশদ পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায়ে মতামত গ্রহনান্তে আইনটি বিলুপ্ত করার সুপারিশসহ খসড়া বিলের অনুলিপিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

অন্য দিকে বর্তমানে আইন কমিশনে নিম্নোক্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ চলমান আছে:

১। পারিবারিক আইনসমূহ পর্যালোচনা: দেশের চলমান যাবতীয় পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ইতিমধ্যে কমিশন নিম্নোক্ত আইনসমূহের পর্যালোচনা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেঃ

ক. খ্রিস্টান পারিবারিক আইন (খসড়া)

খ. বিশেষ বিবাহ আইন (খসড়া)

গ. পারিবারিক আদালত আইন (খসড়া)

ঘ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধন)

২. বাংলাদেশ কোড এর প্রথম খন্ডের পর্যালোচনা কার্যক্রম চলমান আছে। ইতঃমধ্যে প্রথম খন্ডের ২২টি আইনের প্রাথমিক পর্যালোচনা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

৩. শিশুর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়নের গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে, ইতঃমধ্যে প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. বিদ্যমান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-এর অধিকতর সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক যুগোপযোগীকরণ প্রায় সমাপ্তির পথে ;

৫. বাংলাদেশের ভূমি আইনসমূহ পর্যালোচনার কার্যক্রম চলমান আছে। এতে ০৪ জন গবেষক নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক খসড়া যাচাই করার কাজ চলছে।

মতামত প্রদান ও অনুবাদ পর্যালোচনা:

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান খসড়া আইন বা বিধির কপি, বাংলায় অনুবাদকৃত আইন ও বিধির খসড়া সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আইন কমিশনে প্রেরণ করে। কমিশন উক্ত খসড়াসমূহ বিশদ পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে থাকে। এছাড়া নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে মনোনীত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে কমিশনের মতামত উপস্থাপন করেন। এই সব আইন ও বিধিগুলো নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	আইন ও বিধির শিরোনাম	মন্তব্য
১।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৮ (খসড়া)	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আইন, সংস্থা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত খসড়া বিধিমালাটি আইন কমিশন বিশদ পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রদান করেছে।
২।	জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০১৯ (খসড়া)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন মতামত প্রদান করে।

৫. জাতীয় কর্মশালা, মতবিনিময় সভা ও সেমিনার

ক. পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ প্রকল্প সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা:

বিগত ২৭ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে আইন কমিশন ও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ প্রকল্প সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্য মহোদয়, সচিব, মুখ্যগবেষণা কর্মকর্তাসহ আইন কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ আইনজ্ঞ, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

৬. কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রম

১। আইন-শব্দ কোষ পুনঃপ্রকাশ:

বহুল প্রচলিত আইন-শব্দকোষ গ্রন্থটির পরবর্তী যাবতীয় প্রকাশনার বিষয়ে আইন কমিশন Canadian International Development Agency (CIDA) হতে চিরন্তন (Perpetual) লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে। শব্দকোষটিতে বর্তমানে ছয় হাজার শব্দ অন্তর্ভুক্ত আছে। আরো প্রায় পাঁচ হাজার শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকারের অর্থায়নে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে গবেষণাকর্ম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থটি মুদ্রণের পর্যায়ে আছে।

২। কমিশনের চলমান কার্যসমূহ:

আইন কমিশন তার চলমান কার্যসমূহের অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে-

ক) বাংলা ভাষায় সাক্ষ্য আইন প্রণয়ন;

খ) পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

গ) বাংলাদেশ কোড, খন্ড ১-৩৮ (১৮৩৬-২০০৬) এর নিরীক্ষা প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম;

ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন;

ঙ) ভূমি আইন যুগোপযোগীকরণের গবেষণার কাজ চলমান আছে;

চ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুন্যাল আইন;

ছ) শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন;

জ) সাক্ষ্য ও বিচারিক কার্যক্রম (তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার) আইন;

ঝ) বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি আইন।

৭. ২০১৯ সনের কর্মপরিকল্পনা

ক) সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সংশোধন করে বাংলায় প্রণয়ন:

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় অন্যতম মূল আইন হিসেবে কাজ করে। আইনটি শত বছরের পুরাতন হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্রমপরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। তাছাড়া আইনগুলো এখনও ইংরেজিতে বহাল থাকায় সাধারণ জনগণের জন্য বোধগম্য হয় না। ফলে আইন কমিশন আইনগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনান্তে নতুন করে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় প্রনয়ণ ও প্রবর্তনে সুপারিশ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। UNDP এর সহায়তায় Strengthening The Law Commission প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পরামর্শক (National Consultant) ইতঃপূর্বে হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। আইনটির বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কাজ চলমান। ২০১৮-২০১৯ সনে সাক্ষ্য আইন বাংলায় সংশোধন করার কাজ খসড়া চূড়ান্ত করা সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-১৯ বছরে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে এবং উহা চলমান রয়েছে।

খ) পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ প্রকল্প:

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক অনুসারে প্রস্তুতকৃত আইন কমিশনের অষ্টম দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০১৭ অনুযায়ী পারিবারিক আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ (পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ,

১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ সহ বিদ্যমান প্রায় ৩৬টি আইন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন প্রকল্পের গবেষণা কর্ম চলমান আছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত ঢাকায় এবং জেলা পর্যায়ে একাধিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রকল্পে এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

গ) **বাংলাদেশ কোড, খন্ড ১-৩৮ (১৮৩৬-২০০৬) :**

বাংলাদেশে প্রচলিত আইনসমূহ ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনার জন্য আইন কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই ধারাবাহিক নিরীক্ষা পর্যালোচনার অংশ অনুযায়ী কমিশনে বাংলাদেশ কোড, খন্ড ১-৩৮ (১৮৩৬-২০০৬) নিরীক্ষা প্রকল্পের গবেষণাকর্ম চলমান আছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলাজজ এই জনগুরুত্ব সম্পন্ন গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করছেন। ইতঃমধ্যে তিনি (অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম) প্রথম খন্ডের ২৪টি আইনের মধ্যে ২২টি সম্পর্কে খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। খসড়াগুলো কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত পর্যালোচনার অপেক্ষায় আছে।

ঘ) আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগঃ

আইন কমিশনের বিভিন্ন গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের বইপত্র, প্রতিবেদন ও সাময়িকীসহ নানা ধরনের গবেষণা উপকরণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু কমিশনে এ ধরনের শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ ও সংগ্রহের উপায় না থাকার দরুন গবেষনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে কমিশন একটি আর্কাইভ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।

৮. **উপসংহারঃ**

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে কার্যকর আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যমান আইনসমূহ প্রতিনিয়ত নিরীক্ষা করে প্রয়োগিক দিক যাচাই করে সর্বোত্তম পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমেই কেবল আইনের শাসন কার্যকর হতে পারে। বাংলাদেশের অকার্যকর আইনসমূহ নিরন্তর পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ করে তার সংশোধন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়নের মতো জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ আইন কমিশনের উপর ন্যস্ত। উক্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কমিশনকে আন্তর্জাতিকমানের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা আবশ্যক। অন্যান্য দেশে আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে আইন কমিশনের সুপারিশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সকল নতুন আইন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধনী আইন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে আইন কমিশন প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজনীয় পরিসরের পৃথক স্থাপনায় দাপ্তরিক আবাসনের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও গবেষণা উপকরণ-সরঞ্জামাদি, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও আর্কাইভসহ গবেষণা সহায়ক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সর্বোপরি, জনস্বার্থে আইন কমিশনকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশিত আইন ও এস.আর.ও. সমূহের তালিকা

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে (০১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত) নিম্নবর্ণিত আইন, অধ্যাদেশ ও এস.আর.ও সমূহ মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পুস্তক বা সংকলন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে, যথা:-

১। এ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা হতে ইতঃপূর্বে জানুয়ারি, ২০০৭ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ কোডের (৩৮ খন্ড) অনুসরণে (দ্বিতীয় সংস্কার) ৪২টি ভলিউম আকারে বাংলাদেশ কোড (২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হালনাগাদকৃত) প্রকাশ ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর বার লাইব্রেরী, জাজেস লাইব্রেরীসহ উভয় (আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট) বিভাগের সকল বিচারক, সকল জেলা প্রশাসক কার্যালয়, সকল জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সকল চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়, সকল জেলা বার কাউন্সিল কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে [বিতরণের কাজ চলমান]।

২। ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল আইন একত্রিত করে বাৎসরিক আইনের সংকলন (Annual Collection of Laws) বাঁধাইপূর্বক বিতরণ।

৩। ২০১৮ সনে প্রণীত এস.আর.ও সমূহ দ্বারা পুস্তক বাঁধাইপূর্বক বিতরণ।

৪। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ সর্বশেষ সংশোধনীসহ (জানুয়ারি,২০১৯ পর্যন্ত সংশোধিত) হালনাগাদ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ [বিতরণের কাজ চলমান]।

৫। এছাড়া,বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা মোতাবেক আইন, অধ্যাদেশ ও এস.আর.ও সরবরাহ করা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইনসমূহের তালিকা

২০১৮ সনে প্রণীত আইনসমূহ

[জুলাই-ডিসেম্বর]

০১।	বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৪ নং আইন)
০২।	বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৫ নং আইন)
০৩।	Sugar (Road Development Cess) (রহিতকরণ) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৬ নং আইন)
০৪।	ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৭ নং আইন)
০৫।	আবহাওয়া আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৮ নং আইন)
০৬।	সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৯ নং আইন)
০৭।	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩০ নং আইন)
০৮।	চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩১ নং আইন)
০৯।	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩২ নং আইন)
১০।	প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৩ নং আইন)
১১।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৪ নং আইন)
১২।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৫ নং আইন)
১৩।	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৬ নং আইন)
১৪।	বস্ত্র আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৭ নং আইন)
১৫।	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৮ নং আইন)
১৬।	যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৯ নং আইন)

১৭।	সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪০ নং আইন)
১৮।	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪১ নং আইন)
১৯।	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪২ নং আইন)
২০।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৩ নং আইন)
২১।	কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৪ নং আইন)
২২।	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন)
২৩।	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন)
২৪।	সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন)
২৫।	'আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি' আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' এর অধীন 'কওমি মাদরাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল)- এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি)-এর সমমান প্রদান আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৮ নং আইন)
২৬।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন)
২৭।	পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলী) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫০ নং আইন)
২৮।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১ নং আইন)
২৯।	কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫২ নং আইন)
৩০।	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৩ নং আইন)
৩১।	শিশু (সংশোধন) আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৪ নং আইন)
৩২।	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৫ নং আইন)
৩৩।	ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৬ নং আইন)
৩৪।	সরকারি চাকরি আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন)
৩৫।	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন)

৩৬।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৯ নং আইন)
৩৭।	মানসিক স্বাস্থ্য আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬০ নং আইন)
৩৮।	সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬১ নং আইন)
৩৯।	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬২ নং আইন)
৪০।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এস,আর,ও নং ৩৬২-আইন/২০১৮, তারিখ: ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮ দ্বারা ২৭ ডিসেম্বর,২০১৮ তারিখ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।
৪১।	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৪ নং আইন)
৪২।	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৫ নং আইন)
৪৩।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৬ নং আইন)
৪৪।	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৭ নং আইন)
৪৫।	মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৮ নং আইন)
৪৬।	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৯ নং আইন)
৪৭।	কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৭০ নং আইন)
৪৮।	বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৭১ নং আইন)

২০১৮ সনে প্রণীত অধ্যাদেশসমূহ:

০১।	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2018 (২০১৮ সনের ০১ নং অধ্যাদেশ)
০২।	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৮ (২০১৮ সনের ০২ নং অধ্যাদেশ)
০3।	Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) (Amendment) Ordinance,2018 (২০১৮ সনের ০৩ নং অধ্যাদেশ)
০৪।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০১৮ (২০১৮ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ)

২০১৯ সনে প্রণীত আইনসমূহ

[জানুয়ারি-জুন]

২০১৯ সনে প্রণীত আইনসমূহ

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
০১।	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০১ নং আইন)
০২।	বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০২ নং আইন)
০৩।	Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Act, 2019 (২০১৯ সনের ০৩ নং আইন)
০৪।	Representation of the People (Amendment) Act, 2019 (২০১৯ সনের ০৪ নং আইন)
০৫।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৫ নং আইন)
০৬।	উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৬ নং আইন)
০৭।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৭ নং আইন)
০৮।	বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৮ নং আইন)
০৯।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০৯ নং আইন)
১০।	অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন)
১১।	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১১ নং আইন)

২০১৯ সনে প্রণীত অধ্যাদেশসমূহ:-

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
০১।	বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ (২০১৯ সনের ০১ নং অধ্যাদেশ)

নবম অধ্যায়

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও. এর তালিকা

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে প্রণীত উল্লেখযেগ্যা এস.আর.ও এর তালিকা

২০১৮ সনে প্রণীত এস.আর.ও সমূহ
[০১ জুলাই হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত)]

ক্রমিক নং	এস.আর.ও নম্বর এবং তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বোর্ডের নাম
১	২১৫-আইন/২০১৮ ০২/০৭/২০১৮	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা,২০১৮	বিদ্যুৎ বিভাগ
২	২১৬-আইন/২০১৮ ০২/০৭/২০১৮	সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলা সদরে পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩	২১৭-আইন/২০১৮ ০২/০৭/২০১৮	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪	২১৮-আইন/২০১৮ ০২/০৭/২০১৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৫	২১৯-আইন/২০১৮ ০২/০৭/২০১৮	বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে সম্পাদিত Exchange of Notes এর আওতায় JICA assisted প্রকল্প National Power Transmission Network Development Project এর বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট জাপানি ঠিকাদার, সরবরাহকারি বা কনসালটেন্ট এর ব্যবসা হতে উদ্ভূত আয় এবং উক্ত প্রকল্পে কর্মরত জাপানি প্রকর্মীদের আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬	২২০-আইন/২০১৮ ০৩/০৭/২০১৮	পণ্যকে বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক সিএম লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৭	২২১-আইন/২০১৮ ০৩/০৭/২০১৮	পণ্যকে বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক সিএম লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৮	২২২-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	ইস্পাহানি ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর জনকল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম হতে উদ্ভূত আয়কে Income-tax Ordinance, 1984 এর অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯	২২৩-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	স্বর্ণ-কিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন এর সেবামূলক কার্যক্রম হতে উদ্ভূত আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে দানদাতা ও দানগ্রহীতার অনুকূলে প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১০	২২৪-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	সূচনা ফাউন্ডেশন কর্তৃক ব্যাংকে স্থায়ী বা সঞ্চয়ী আমানতের উপর প্রাপ্ত সুদ, কনসালটেন্সি ফি এবং গবেষণা ফিসহ সকল প্রকার আয়ের উপর Income tax Ordinance, 1984 এর section 44(4)(b) এর বিধান অনুযায়ী আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১	২২৫-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	Income-tax Ordinance,1984 এর section 44(4)(b) এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস) এর অনুকূলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্ভূত আয়কে আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২	২২৬-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে সম্পাদিত Exchange of Notes এর আওতায় JICA assisted প্রকল্প Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project বাস্তবায়ন থেকে জাপানি ঠিকাদার, সরবরাহকারি বা কনসালটেন্ট এর ব্যবসা হতে উদ্ভূত আয় এবং উক্ত প্রকল্পে কর্মরত জাপানি প্রকর্মীদের আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩	২২৭-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর উদ্ভূত আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪	২২৮-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	বেকারি, বিস্কুট ও কনফেকশনারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৫	২২৯-আইন/২০১৮ ০৯/০৭/২০১৮	ভূমি সংস্কার বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ এর সংশোধন	ভূমি মন্ত্রণালয়
১৬	২৩০-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	দলিল লেখক (সনদ) বিধিমালা, ২০১৪ এর সংশোধন	আইন ও বিচার বিভাগ
১৭	২৩১-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	Deed Writer's (Licenece) Rules, 2014 এর সংশোধন	আইন ও বিচার বিভাগ
১৮	২৩২-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	Gold (Procurement Storage and Distribution) Order, 1987 এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৯	২৩৩-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২০	২৩৪-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	জাতির জনক e½eÜz‡kL মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর স্থায়ী বা সঞ্চয়ী আমানতের উপর অর্জিত সুদ-আয়কে Income-tax Ordinance,1984 এর অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১	২৩৫-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় রূপপুর নদী বন্দরের সীমানা নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
২২	২৩৬-আইন/২০১৮	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় রূপপুর নদী বন্দরের	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

	১৭/০৭/২০১৮	সংরক্ষক (Conservator) নিযুক্তকরণ	
২৩	২৩৭-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	স্থল শুল্ক স্টেশন এবং রুট ঘোষণা সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ০১-আইন/২০১৫/২৫২৬/শুল্ক, তারিখ ০১ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৮ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ রহিতক্রমে জারিতব্য স্থল শুল্ক স্টেশন এবং রুট ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪	২৩৮-আইন/২০১৮ ১৭/০৭/২০১৮	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮	বিদ্যুৎ বিভাগ
২৫	২৩৯-আইন/২০১৮ ১৯/০৭/২০১৮	নবসৃজিত ৪১টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসহ ৬৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন	আইন ও বিচার বিভাগ
২৬	২৪০-আইন/২০১৮ ২২/০৭/২০১৮	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Rules,1972এর সংশোধন	আইন ও বিচার বিভাগ
২৭	২৪১-আইন/২০১৮ ২২/০৭/২০১৮	ময়মনসিংহ পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঘোষিত শহর এলাকাসমূহকে পৌর এলাকায় অন্তর্ভুক্তকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৮	২৪২-আইন/২০১৮ ২২/০৭/২০১৮	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৯	২৪৩-আইন/২০১৮ ২৪/০৭/২০১৮	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর তফসিলে বিধৃত ৮১ (একাশি) টি অধ্যাদেশ হতে ৬ (ছয়)টি অধ্যাদেশ রহিতক্রমে নতুন আইন প্রণয়ন করার কারণে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ তফসিল হতে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৩০	২৪৪-আইন/২০১৮ ২৯/০৭/২০১৮	বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩১	২৪৫-আইন/২০১৮ ৩১/০৭/২০১৮	সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩২	২৪৬-আইন/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮	কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	তথ্য মন্ত্রণালয়
৩৩	২৪৭-আইন/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধন	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৩৪	২৪৮-আইন/২০১৮ ০২/০৮/২০১৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন সুজানগর পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩৫	২৪৯-আইন/২০১৮ ০৮/০৮/২০১৮	মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৪(১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র বিভাগের ২৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৭ জুন,২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৬৭-আইন/২০১৮/৭৯০-মূসক এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩৬	২৫০-আইন/২০১৮ ০৮/০৮/২০১৮	বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩৭	২৫১-আইন/২০১৮ ০৮/০৮/২০১৮	বেগম রোকেয়া নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা এর ব্যাংক গচ্ছিত স্থায়ী ও সঞ্চয়ী আমানতের উপর আরোপনীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৮	২৫২-আইন/২০১৮ ১৯/০৮/২০১৮	রাশান ফেডারেশনের মস্কো এবং অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩৯	২৫৩-আইন/২০১৮ ১৯/০৮/২০১৮	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৩২-আইন/ ২০১৮ তারিখ ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ এর সংশোধন	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৪০	২৫৪-আইন/২০১৮ ১৯/০৮/২০১৮	২০১৮-২০১৯ ইক্ষু মাড়াই মৌসুমে গুড়,ইক্ষু চিনি বা চিনিজাত দ্রব্য(উৎপাদন ও স্থানান্তর) নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০০৬ এর অধীন ঘোষিত সকল ইক্ষু এলাকায় ইক্ষু মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের মেয়াদ নির্ধারণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
৪১	২৫৫-আইন/২০১৮ ১৯/০৮/২০১৮	এই বিভাগের বিগত ২৫ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৭ ফেব্রয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৪৯—আইন/২০১৮ এর সংশোধন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪২	২৫৬-আইন/২০১৮ ১৯/০৮/২০১৮	দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৩	২৫৭-আইন/২০১৮ ১৯/০৮/২০১৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৪৪	২৫৮-আইন/২০১৮ ২৯/০৮/২০১৮	ভোলা জেলার নব সৃজিত অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতটি চরফ্যাশন উপজেলায় স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
৪৫	২৫৯-আইন/২০১৮ ৩০/০৮/২০১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর এবং বেলকুচি উপজেলার অধীন কতিপয় এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪৬	২৬০-আইন/২০১৮ ০৩/০৯/২০১৮	এস.আর.ও নং ১৬৭-আইন/২০১৮ তাং ৭ জুন ২০১৮ খ্রি. এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৭	২৬১-আইন/২০১৮ ০৪/০৯/২০১৮	বিভিন্ন মামলার বিচারিক আদালত স্থানান্তর (জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের টাকা আত্মসাৎ)	আইন ও বিচার বিভাগ
৪৮	২৬২-আইন/২০১৮ ০৫/০৯/২০১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া পৌরসভায় ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৯	২৬৩-আইন/২০১৮ ০৫/০৯/২০১৮	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উক্ত অঞ্চলের কোনো প্রতিষ্ঠানকে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন,২০১৮ এর প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদান	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫০	২৬৪-আইন/২০১৮ ০৫/০৯/২০১৮	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উক্ত অঞ্চলের কোনো প্রতিষ্ঠানকে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন,২০১৬ এর প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদান	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫১	২৬৫-আইন/২০১৮ ০৫/০৯/২০১৮	Income tax Ordinance,1984 এর section 44(4)(b) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		Ordinance এর section 53BB ও 53BBBB তে বর্ণিত পণ্যের, পাটজাত দ্রব্য ব্যতীত, রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ	
৫২	২৬৬-আইন/২০১৮ ০৫/০৯/২০১৮	Income tax Ordinance,1984 এর section 44(4)(b) এর বিধান অনুযায়ী বিগত ০১ আগস্ট,২০১৭ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২৫৫-আইন/আয়কর/২০১৭ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৩	২৬৭-আইন/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮	Asia Pacific Trade Agreement এর 4th Roudn Negotiations কার্যকর করার লক্ষ্যে শুল্ক ছাড়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৪	২৬৮-আইন/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮	Protection and Conservatin of Fish Rules,1985 এর সংশোধন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৫৫	২৬৯-আইন/২০১৮ ১০/০৯/২০১৮	অথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী (ক্যাডার বহির্ভূত) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮	তথ্য মন্ত্রণালয়
৫৬	২৭০-আইন/২০১৮ ১৮/০৯/২০১৮	এইচ.এস.কোড ৭২১০.১২.০০ ও ৭২১০.৫০.০০ এর অন্তর্ভূক্ত পণ্যের উপর আরোপনীয় ১০% এর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ও সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫৭	২৭১-আইন/২০১৮ ২০/০৯/২০১৮	এলুমিনিয়াম এন্ড এনামেল শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরির হার ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৫৮	২৭২-আইন/২০১৮ ২০/০৯/২০১৮	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা,২০১৮	কৃষি মন্ত্রণালয়
৫৯	২৭৩-আইন/২০১৮ ২০/০৯/২০১৮	মোবাইল কোর্ট আইন,২০০৯ এর তফসিলের ১৭ নং ক্রমিকে অন্তর্ভুক্ত Child Marriage Restraint Act,1929 এর স্থলে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন,২০১৭ প্রতিস্থাপন	জননিরাপত্তা বিভাগ
৬০	২৭৪-আইন/২০১৮ ২৪/০৯/২০১৮	ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার কর্মচারি নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬১	২৭৫-আইন/২০১৮ ২৪/০৯/২০১৮	এএফসি হেলথ লিঃ স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম হতে উদ্ভূত আয়ের উপর Incom tax ordinance 1984 এর অধীন আরোপনীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬২	২৭৬-আইন/২০১৮ ২৪/০৯/২০১৮	আলহাজ্ব আয়েশা নূর ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনকে কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে উক্ত করদাতার অনুকূলে আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৩	২৭৭-আইন/২০১৮ ২৫/০৯/২০১৮	মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধন	সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ
৬৪	২৭৮-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	স্বল্প অংকের বীমাদাবির (পরিমাণ নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৮	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৬৫	২৭৯-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণ প্রবিধানমালা,২০১৬ রহিতকরণ	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৬৬	২৮০-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণ প্রবিধানমালা,২০১৮	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৬৭	২৮১-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	চার্টার্ড সেক্রেটারীজ আইন,২০১০ এর ইংরেজি-পাঠ প্রকাশ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৬৮	২৮২-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন বিধিমালা, ২০১৮	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬৯	২৮৩-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে সমুদয় আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭০	২৮৪-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা,২০১৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৭১	২৮৫-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন রহিমানগর পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭২	২৮৬-আইন/২০১৮ ২৬/০৯/২০১৮	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) বিধিমালা, ২০১৮	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭৩	২৮৭-আইন/২০১৮ ০২/১০/২০১৮	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮	কৃষি মন্ত্রণালয়
৭৪	২৮৮-আইন/২০১৮ ০২/১০/২০১৮	বাল্য বিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭৫	২৮৯-আইন/২০১৮ ০৩/১০/২০১৮	বাণিজ্যিক আমদানি কারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৮ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৬	২৯০-আইন/২০১৮ ০৩/১০/২০১৮	প্রাকৃতিক গ্যাস (গ্যাসীয় অবস্থান) এর ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও ১৬৭-আইন/২০১৮/৭৯০-মূসক তাং ০৭ জুন,২০১৮ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৭	২৯১-আইন/২০১৮ ০৩/১০/২০১৮	প্রাকৃতিক গ্যাস (গ্যাসীয় অবস্থায়) এর উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও ১৭২-আইন/২০১৮/৭৯৫-মূসক তাং ০৭ জুন,২০১৮ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭৮	২৯২-আইন/২০১৮ ১০/১০/২০১৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের (মেরিন ফিশারিজ একাডেমি কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৭৯	২৯৩-আইন/২০১৮ ১০/১০/২০১৮	Essential services (second) ordinance,1958 এর বিধান অনুযায়ী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর সকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে উক্ত ordinance এর প্রযোজ্যতার মেয়াদ ১৪-০৯-২০১৮ হতে আরও ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৮০	২৯৪-আইন/২০১৮ ১০/১০/২০১৮	Bangladesh Export proce-ssing zones Authority Act, 1980 এর section-5 এর sub-section (3) এর ক্ষমতাবলে এ বিভাগের বিগত ২৭ ডিসেম্বর,২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

		৩২৯-আইন/২০০৬ এর সংশোধন	
৮১	২৯৫-আইন/২০১৮ ১০/১০/২০১৮	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস্ আথরিটি এর বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৮২	২৯৬-আইন/২০১৮ ১০/১০/২০১৮	ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৮	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৮৩	২৯৭-আইন/২০১৮ ১১/১০/২০১৮	টাংগাইল জেলার আওতাধীন ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৪	২৯৮-আইন/২০১৮ ১১/১০/২০১৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৫	২৯৯-আইন/২০১৮ ১৪/১০/২০১৮	বাংলাদেশ পুলিশের সাংগাঠনিক কাঠামোতে এন্টি টেরিরিজম ইউনিট গঠন	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৬	৩০০-আইন/২০১৮ ১৪/১০/২০১৮	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (তহবিল পরিচালনা, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পন) প্রবিধানমালা,২০১৮	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৮৭	৩০১-আইন/২০১৮ ১৪/১০/২০১৮	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৮	৩০২-আইন/২০১৮ ১৪/১০/২০১৮	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন,২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর প্রথম তফসিলে সংশোধন (ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা)	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮৯	৩০৩-আইন/২০১৮ ১৭/১০/২০১৮	ভোলা জেলায় স্থাপিতব্য 220MW (Gas) 212 MW (HSD) কম্বাইন্ড স্পাইকেল আই পিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের project Financing Documents রেজিস্ট্রেশন এর বিপরীতে Registration Fee এবং Stamp Duty মওকুফ	অর্থ মন্ত্রণালয়
৯০	৩০৪-আইন/২০১৮ ১৭/১০/২০১৮	The Institute of Islamic Education and Research (Repeal) ordinance, 1982 বিলুপ্ত	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৯১	৩০৫-আইন/২০১৮ ১৭/১০/২০১৮	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) নিয়োগ ও বিভাগীয় পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিধিমালা, ২০১৮	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৯২	৩০৬-আইন/২০১৮ ১৭/১০/২০১৮	The Rules for Viability Gap Financing for Public- Private Partnership Projects,2018	অর্থ মন্ত্রণালয়
৯৩	৩০৭-আইন/২০১৮ ১৭/১০/২০১৮	The Bangladesh Telecommuni-cation Regulatory Commission (ANS operators quality of service) Regulations,2018	ডাক, টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৯৪	৩০৮-আইন/২০১৮ ১৮/১০/২০১৮	মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা(১) এ ক্ষমতাবলে এই বিভাগের০১ জুলাই,২০১৭ খ্রি.তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং২২৬-আইন/২০১৭/৭৭৬-মূসক এর	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		সংশোধন	
৯৫	৩০৯-আইন/২০১৮ ১৮/১০/২০১৮	মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা(১) এ ক্ষমতাবলে এই বিভাগের ০১ জুলাই,২০১৭ খ্রি.তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং২২৫-আইন/২০১৭/৭৭৫-মূসক এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৯৬	৩১০-আইন/২০১৮ ২৩/১০/২০১৮	দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন হিসাব রক্ষক পদটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদায় উন্নীতকরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৯৭	৩১১-আইন/২০১৮ ২৩/১০/২০১৮	কক্সবাজারের মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ এমএমসি একডি ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল উপর আরোপনীয়কর মওকুফ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৯৮	৩১২-আইন/২০১৮ ২৩/১০/২০১৮	নন-লাইফ বীমা জরিপকারী (লাইসেন্সিং) বিধিমালা, ২০১৮	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৯৯	৩১৩-আইন/২০১৮ ২৩/১০/২০১৮	Fael Khair Programin Bangladesh এর অর্থায়নে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) এর তত্ত্বাবধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডশিপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫ (পাঁচ)টি ভাসমান হাসপাতাল জাহাজ নির্মাণ কাজ ও পরিচালনা প্রকল্পের আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০০	৩১৪-আইন/২০১৮ ২৩/১০/২০১৮	Income-tax Ordinance,1984 এর section 44(4) এর clause(b) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.নং ৭৭-আইন/ আয়কর/২০১৮, তারিখ ৪ মার্চ,২০১৮ খ্রি. এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১০১	৩১৫-আইন/২০১৮ ২৮/১০/২০১৮	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূন বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা,২০১৮	ডাক,টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্তণালয়
১০২	৩১৬-আইন/২০১৮ ৩০/১০/২০১৮	প্রেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১০৩	৩১৭-আইন/২০১৮ ৩০/১০/২০১৮	এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১০৪	৩১৮-আইন/২০১৮ ৩০/১০/২০১৮	Rules for Public Private Partnership Technical Assistance Financing, 2018	অর্থ বিভাগ
১০৫	৩১৯-আইন/২০১৮ ৩০/১০/২০১৮	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর শেয়ার কৌশলগত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিকট হস্তান্তরের ফলে সসদ্যগণের মূলধনী লাভের উপর প্রযোজ্য করহার হ্রাসকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০৬	৩২০-আইন/২০১৮ ৩১/১০/২০১৮	সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এ সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১০৭	৩২১-আইন/২০১৮ ৩১/১০/২০১৮	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষ্যে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১০৮	৩২২-আইন/২০১৮ ০১/১১/২০১৮	ইস্পাহানি ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের জনকল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম হতে উদ্ভুত আয়ের উপর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		আরোপনীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	
১০৯	৩২৩-আইন/২০১৮ ০৭/১১/২০১৮	রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা,২০১৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১১০	৩২৪-আইন/২০১৮ ০৭/১১/২০১৮	ঢাকা মহানগরের বকসিবাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত ভবনে (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ জজ আদালত নং ৯, ঢাকা এর বিশেষ মামলা নং ১৬/২০০৮ (যা তেজগাও থানার মামলা নং ২০(১২) ০৭ এর বিচারিক আদালতের স্থান পরিবর্তন	আইন ও বিচার বিভাগ
১১১	৩২৫-আইন/২০১৮ ০৭/১১/২০১৮	নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১১২	৩২৬-আইন/২০১৮ ০৭/১১/২০১৮	জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ইলেক্টনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৮	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
১১৩	৩২৭-আইন/২০১৮ ১১/১১/২০১৮	চট্রগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলাধীন নিম্ন তফসিলসমূহে বর্ণিত এলাকাকে অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১১৪	৩২৮-আইন/২০১৮ ১১/১১/২০১৮	উপজেলা এলাকাভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের ১% আদায়	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১১৫	৩২৯-আইন/২০১৮ ১১/১১/২০১৮	এস.আর.ও নং ৩৬২-আইন/২০১৩ তাং ২৭ নভেম্বর,২০১৩ এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১১৬	৩৩০-আইন/২০১৮ ১১/১১/২০১৮	অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীর ভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১১৭	৩৩১-আইন/২০১৮ ১১/১১/২০১৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১৮	৩৩২-আইন/২০১৮ ১১/১১/২০১৮	বেনুকা ললিতাকলা কেন্দ্রের ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের সুদ আয়সহ সকল আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১১৯	৩৩৩-আইন/২০১৮ ১১/১১/২০১৮	এস.আর.ও. নং ৫৮-আইন/২০১৪ তাং ১৩ এপ্রিল,২০১৪ বাতিল সংক্রান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১২০	৩৩৪-আইন/২০১৮ ১২/১১/২০১৮	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা,২০১৮	গৃহায়ন ও গণপূত মন্ত্রণালয়
১২১	৩৩৫-আইন/২০১৮ ১৩/১১/২০১৮	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডার এবং বাংলাদেশ সিভিল (ইকনমিক) ক্যাডার একীভূতকরণ আদেশ,২০১৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২২	৩৩৬-আইন/২০১৮ ১৪/১১/২০১৮	বেবি লোশন এর উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকর্তৃক গত ০৭ জুন,২০১৮ প্রজ্ঞাপন ১৭২-আইন/ ২০১৮/৭৯৫/মূসক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১২৩	৩৩৭-আইন/২০১৮ ১৪/১১/২০১৮	ট্রাভেল এজেন্সি সেবাকে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বিগত ০৭ জুন,২০১৮ তারিখের এস.আর.ও.নং ১৬৭-আইন/২০১৮/৭৯০-মূসক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১২৪	৩৩৮-আইন/২০১৮ ১৯/১১/২০১৮	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিদ্যমান Allocation of Business সংশোধন ও হালনাগাদকরণ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১২৫	৩৩৯-আইন/২০১৮ ১৯/১১/২০১৮	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ,২০১৬ এর সংশোধন	অর্থ বিভাগ
১২৬	৩৪০-আইন/২০১৮ ১৯/১১/২০১৮	২০১৮-২০১৯ মাড়াই মৌসুমে চিনিকলে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন শুরু করার তারিখ নির্ধারণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২৭	৩৪১-আইন/২০১৮ ১৯/১১/২০১৮	Bangladesh Standards and Testing Institution ordinance,1985 এর section 24 এর sub section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিগত ২৪ শে ফাল্গুন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৮ মার্চ,২০০৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.নং ৬৬-আইন/২০০৩ এ সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২৮	৩৪২-আইন/২০১৮ ১৯/১১/২০১৮	Bangladesh Standards and Testing Institution ordinance,1985 এর section 24 এর sub section (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিগত ২৪ শে ফাল্গুন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৮ মার্চ,২০০৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.নং ৬৭-আইন/২০০৩ এ সংশোধন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২৯	৩৪৩-আইন/২০১৮ ২০/১১/২০১৮	কস্ট অডিট রিপোর্ট বিধিমালা, ১৯৯৭ এর ইংরেজি পাঠ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৩০	৩৪৪-আইন/২০১৮ ২২/১১/২০১৮	সাফটা চুক্তির আওতায় জারীকৃত অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ৭৮-আইন/২০১৫/০৬/শুল্ক, তারিখ ৭ এপ্রিল,২০১৫ এর সংশোধন	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১৩১	৩৪৫-আইন/২০১৮ ২৫/১১/২০১৮	গার্মেন্টস (RMG) শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৩২	৩৪৬-আইন/২০১৮ ২৫/১১/২০১৮	Rules of Business,1996 এর সংশোধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৩৩	৩৪৭-আইন/২০১৮ ২৭/১১/২০১৮	যশোর জেলার কোতয়ালী উপজেলার ২১০ নং চাউলিয়া মৌজায় অবস্থিত কতিপয় এলাকাকে ওয়্যার হাউজিং স্টেশন হিসাবে ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৪	৩৪৮-আইন/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮	গার্মেন্টস (RMG) শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৩৫	৩৪৯-আইন/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮	রপ্তানি সংশ্লিষ্ট স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কতিপয় পণ্য/সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.নং ১৫৪-আইন/ ২০০৫/৪৪৫-মূসক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৬	৩৫০-আইন/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০১৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৩৭	৩৫১-আইন/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮	মহাসড়ক (নিরাপত্তা,সংরক্ষণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৩৮	৩৫২-আইন/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদেয় কর সুবিধা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		বৃদ্ধিপূর্বক এস.আর.ও.নং ২২৮-আইন/আয়কর/২০১৫তাং৮/৭/২০১৫এরসংশোধন	
১৩৯	৩৫৩-আইন/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮	টাংগাইল জেলার আওতাধীন ঘাটাইল ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৪০	৩৫৪-আইন/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা,২০১৮	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৪১	৩৫৫-আইন/২০১৮ ০৪/১২/২০১৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪২	৩৫৬-আইন/২০১৮ ০৪/১২/২০১৮	হাইওয়ে পুলিশ বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪৩	৩৫৭-আইন/২০১৮ ০৫/১২/২০১৮	Policy for Implementing ppp Projects through Government to Governm-ent (G2G) Partnership, 2017 এর সংশোধন	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪৪	৩৫৮-আইন/২০১৮ ০৫/১২/২০১৮	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর অনুকূলে আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বিগত ১৭ জুলাই,২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও.নং ২৩৪-আইন/ আয়কর/ ২০১৮ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৫	৩৫৯-আইন/২০১৮ ০৫/১২/২০১৮	পরিবেশ,বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন মন্ত্রণালয়াধীন বন অধিদপ্তরের রামগড়-সীতাকুন্ড এলাকায় নগ্ন পাহাড় বনায়ন শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৪৬	৩৬০-আইন/২০১৮ ০৫/১২/২০১৮	Pandughar Hasina Khanom Foundation এর অনুকূলে কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে উক্ত করদাতার অনুকূলে আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৭	৩৬১-আইন/২০১৮ ১০/১২/২০১৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৪৮	৩৬২-আইন/২০১৮ ১০/১২/২০১৮	মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,২০১৮ কার্যকরকরণ	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪৯	৩৬৩-আইন/২০১৮ ১২/১২/২০১৮	কর্মকর্তা ও কর্মচারী (মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ এর সংশোধন	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৫০	৩৬৪-আইন/২০১৮ ১৭/১২/২০১৮	শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন Secondary Education sector Improvament project শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১৫১	৩৬৫-আইন/২০১৮ ১৭/১২/২০১৮	পাঁচটি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, অত:পর ট্রাইব্যুনাল বলিয়া উল্লিখিত গঠন করিল-রাজশাহী,খুলনা,সিলেট,বরিশাল ও রংপুর	আইন ও বিচার বিভাগ
১৫২	৩৬৬-আইন/২০১৮ ১৮/১২/২০১৮	খাদ্য মন্ত্রণালয় (খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ অনুবিভাগ) কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৫৩	৩৬৭-আইন/২০১৮ ১৯/১২/২০১৮	Bangladesh Legal Practitioncrs and Bar Council Rules,1972 এর সংশোধন	আইন ও বিভাগ বিভাগ
১৫৪	৩৬৮-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৫৫	৩৬৯-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৫৬	৩৭০-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশোধন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫৭	৩৭১-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	শান্তি ক্যান্সার ফাউন্ডেশন এর অনুকূলে কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে Income tax ordinance,1984 এর অধীন আরোপনীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৮	৩৭২-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত the Establishment of the country Gateway office of the Islamic Development Bank Group in Bangladesh সংক্রান্ত চুক্তির Article VIII এর অধীন ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সকল প্রকার প্রত্যক্ষ কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৯	৩৭৩-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	তাজউদ্দিন আহমদ এন্ড সৈয়দ জোহরা তাজউদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন কর্তৃক দান ও অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত আয়কে আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬০	৩৭৪-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	Essential Services (Second) ordinance,1958 এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রেণির চাকুরির ক্ষেত্রে উক্ত ordinance এর প্রযোজ্যতার মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিতকরণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৬১	৩৭৫-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	Income tax Ordinance,1984 এর Section 44(4) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকদের উক্ত প্রকল্প হতে উদ্ভুত বেতন ও ভাতার উপর আরোপণীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬২	৩৭৬-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার এবং রাজস্ব ফাকিঁ প্রতিরোধ এর ইংরেজি পাঠ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৬৩	৩৭৭-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	Bangladesh Civil Service Recruitment Rules,1981 এর সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৬৪	৩৭৮-আইন/২০১৮ ২৪/১২/২০১৮	Bangladesh Civil Service (Forest) Composition and cadre Rules, 1980 এর সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

২০১৯ সনে প্রণীত এস.আর.ও সমূহ

(১ জানুয়ারি হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	এস.আর.ও নম্বর এবং তারিখ	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/বোর্ডের নাম
০১	০১-আইন/২০১৯ ০১/০১/২০১৯	Bangladesh Civil Service [Engineering Public Health] Composition and Cadre Rules, 1980 এর সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০২	০২-আইন/২০১৯ ০১/০১/২০১৯	তৈরী পোশাক শিল্পের উৎস কর হ্রাসকরণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক বিগত ৫সেপ্টেম্বর,২০১৮ তারিখ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২৬৫-আইন/আয়কর/২০১৮ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৩	০৩-আইন/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
০৪	০৪-আইন/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
০৫	০৫-আইন/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সের বোর্ড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	তথ্য মন্ত্রণালয়
০৬	০৬-আইন/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯	মেঘাই ঘাট নাটুয়ার পাড়া নদী বন্দর এর সীমানা নির্ধারণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
০৭	০৭-আইন/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯	মেঘাই ঘাট নাটুয়ার পাড়া নদী বন্দর এর সংরক্ষক (conservator) নিযুক্তকরণ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
০৮	০৮-আইন/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯	Mobile Number Portability (MNP) সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সিমকার্ড পরিবর্তনের বিপরীতে উক্ত সেবার উপর আরোপনীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৯	০৯-আইন/২০১৯ ০৭/০১/২০১৯	Engineering Consulting Services for Management and Supervision of the Implementation of the National Power Transmission Network Development (NOTND) Project এ নিয়োজিত কতিপয় জাপানিজ প্রতিষ্ঠানের উক্ত প্রকল্প হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০	১০-আইন/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯	রাষ্ট্রপতির কার্যালয় (জন বিভাগ) এর কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
১১	১১-আইন/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১২	১২-আইন/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯	ইন্টারনেট সেবা সংশ্লিষ্ট International Terrestrial Cable (IIC), Internati-onal Internet Gateway (IIW) এবং Nation	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		wide Telecommunication Transmission Network (NTTN) সেবার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি প্রদান	
১৩	১৩-আইন/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯	কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৪	১৪-আইন/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯	বিয়ানী বাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালের নাম গচ্ছিত এফডিআর ও সঞ্চয়ী হিসাবের সুদের উপর প্রাপ্ত আয়কে ৫ বছরের জন্য আরোপনীয় আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫	১৫-আইন/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯	হাই-টেক পার্কের অভ্যন্তরে এটিএম মেশিন এবং সিসি ক্যামেরা উৎপাদনের কাঁচামালের উপর রেয়াতি হারে শুল্ক কর প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬	১৬-আইন/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯	অগ্নি নির্বাপনের জন্য তরল ফায়ার ফাইটিং এজেন্ট কোল্ড ফায়ার দেশে অভ্যন্তরীণভাবে ভর্তি এবং পুন: ভর্তি করার কাজে ব্যবহৃত Stainless steel এর খালি এক্সটিং গুইসার,খালি অ্যালুমিনিয়াম ক্যান এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট একসেসোরিজ এর উপর কার্যকৃত ট্রাক্স এবং ডিউটি মওকুফ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭	১৭-আইন/২০১৯ ১৭/০১/২০১৯	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আমদানিকৃত পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা নির্মাণ সামগ্রীর উপর আরোপনীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরি ডিউটি অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮	১৮-আইন/২০১৯ ১৭/০১/২০১৯	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আমদানিকৃত পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বা নির্মাণ সামগ্রীর উপর আরোপনীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরি ডিউটি অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯	১৯-আইন/২০১৯ ১৭/০১/২০১৯	পোল্টি, ডেইরি ও হ্যাচারি খামার সংশ্লিষ্ট কতিপয় পণ্যের উপর আরোপনীয় আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি,মূল্য সংযোজন কর ও ক্ষেত্রমত, সম্পুরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদান বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৩০-আইন/২০১৭/১৬/ কাস্টমস ,তারিখ ০১ জুন,২০১৭ এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০	২০-আইন/২০১৯ ১৭/০১/২০১৯	ট্রেক্সটাইল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এইচ.এস.কোড ৫৯০৩.৯০.৯০ ভুক্ত Spindle Tape এ রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ উহার বিগত ২ জুন,২০১৬ তারিখের এস.আর.ও নং ১৫১-আইন/২০১৬/১৩/কাস্টমস এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১	২১-আইন/২০১৯ ২১/০১/২০১৯	Chittagong port Authority Ordinance, 1976 এর Section -3 এর অধীন চট্রগ্রাম বন্দরের Extended port limit ঘোষণা	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২২	২২-আইন/২০১৯ ২৪/০১/২০১৯	কর্ণফুলী ড্রাইডক স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২৩	২৩-আইন/২০১৯ ২৪/০১/২০১৯	গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের কর্মরত সকল শ্রেণির শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার ঘোষণা সংক্রান্ত ১১ অগ্রহায়ণ,১৪২৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৫ নভেম্বর,২০১৮ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন এস. আর.ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৮ এর সংশোধন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৪	২৪-আইন/২০১৯ ২৯/০১/২০১৯	মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন এর ব্যাংক আমানতের সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৫	২৫-আইন/২০১৯ ২৯/০১/২০১৯	রি-রোলিং মিলস শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি মনোনয়ন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৬	২৬-আইন/২০১৯ ২৯/০১/২০১৯	জীবন বীমা কর্পোরেশন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালা,২০১৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
২৭	২৭-আইন/২০১৯ ২৯/০১/২০১৯	গফুর মরিয়ম সাত্তার সাকেরা ফাউন্ডেশন এর অনুকূলে কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদানকে উক্ত করদাতার অনুকূলে আরোপণীয় আয়কর হতে রেয়াত প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৮	২৮-আইন/২০১৯ ৩০/০১/২০১৯	বিদ্যুৎ আইন,২০১৮ এর ইংরেজি পাঠ	বিদ্যুৎ বিভাগ
২৯	২৯-আইন/২০১৯ ৩১/০১/২০১৯	দেশীয়ভাবে উৎপাদিতব্য কম্পিউটার এর জন্য বিভিন্ন উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগের গত ১ জুন,২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৩১-আইন/২০১৭/১৭/কাস্টমস এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩০	৩০-আইন/২০১৯ ৩১/০১/২০১৯	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৩১	৩১-আইন/২০১৯ ০৫/০২/২০১৯	আনসার বাহিনীর কর্মকর্তাদের পোষাক বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন	জননিরাপত্তা বিভাগ
৩২	৩২-আইন/২০১৯ ০৬/০২/২০১৯	স্থানীয়ভাবে মোটরগাড়ী উৎপাদন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে প্রণোদনা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৩	৩৩-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	ইষ্ট ওয়েষ্ট স্পেশাল ইকোনোমিক জোন ঘোষণা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩৪	৩৪-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৩৫	৩৫-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৩৬	৩৬-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন,২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৩৭	৩৭-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন,২০০৯ এর প্রয়োগ হতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উক্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি প্রদান	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩৮	৩৮-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে Midland East Power Limited কর্তৃক ১৫০ মেঃওঃ HFO ভিত্তিক	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

		বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত Financing Documents সংক্রান্ত দলিলাদির উপর আরোপণীয় স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফকরণ	
৩৯	৩৯-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
৪০	৪০-আইন/২০১৯ ১১/০২/২০১৯	কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের স্বেচ্ছাদান এবং মেডিটেশন সেবা থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪১	৪১-আইন/২০১৯ ১২/০২/২০১৯	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা, ২০১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪২	৪২-আইন/২০১৯ ১৩/০২/২০১৯	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৪৩	৪৩-আইন/২০১৯ ১৪/০২/২০১৯	চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন রহিমানগর পৌরসভা গঠন	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪৪	৪৪-আইন/২০১৯ ১৪/০২/২০১৯	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর নামে ব্যাংকে গচ্ছিত সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের সুদ আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৫	৪৫-আইন/২০১৯ ১৪/০২/২০১৯	Basharatullah Chowdhury Memorial Trust এর নামে ব্যাংকে গচ্ছিত সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের সুদ আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৬	৪৬-আইন/২০১৯ ১৪/০২/২০১৯	জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান Deutsche Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (German Development Cooperation-GIZ)/GIZ Office, Dhaka এর জন্য আমদানীতব্য Security doors, windows and other equipment এর উপর আরোপণীয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪৭	৪৭-আইন/২০১৯ ১৯/০২/২০১৯	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৪৮	৪৮-আইন/২০১৯ ১৯/০২/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ২১৮-আইন/২০১৮ তারিখ ০২/০৭/২০১৮ এর সংশোধন	জননিরাপত্তা বিভাগ
৪৯	৪৯-আইন/২০১৯ ২০/০২/২০১৯	চট্রগ্রামের বাঁশখালীতে SS Power 1 Limited কর্তৃক ২X৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত Financing Documents এবং Land Lease Agreement সংক্রান্ত দলিলাদির উপর আরোপণীয় স্ট্যাম্প ডিউটি মওকুফকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৫০	৫০-আইন/২০১৯ ২৬/০২/২০১৯	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৭ নং আইন) এর ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এবং ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডের	শিল্প মন্ত্রণালয়

		সমমানের না হইলে উক্ত পণ্যসমূহের বিক্রয়, বিতরণ এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা	
৫১	৫১-আইন/২০১৯ ২৬/০২/২০১৯	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডের সমমানের হইলে উক্ত পণ্যের গায়ে বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মোড়কে উক্ত স্ট্যান্ডার্ড মার্ক যুক্ত করতে হবে	শিল্প মন্ত্রণালয়
৫২	৫২-আইন/২০১৯ ২৬/০২/২০১৯	এ বিভাগের বিগত ২৩ চৈত্র, ১৪১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৬ এপ্রিল, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৮৩-আইন/২০০৫ রহিত করণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
৫৩	৫৩-আইন/২০১৯ ২৭/০২/২০১৯	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৫৪	৫৪-আইন/২০১৯ ২৭/০২/২০১৯	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৫৫	৫৫-আইন/২০১৯ ২৭/০২/২০১৯	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৫৬	৫৬-আইন/২০১৯ ২৭/০২/২০১৯	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৫৭	৫৭-আইন/২০১৯ ২৭/০২/২০১৯	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন,২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৫৮	৫৮-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা,২০১৯	কৃষি মন্ত্রণালয়
৫৯	৫৯-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	রাইস মিল শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি মনোনয়ন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬০	৬০-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের সকল শ্রেণির চাকুরিকে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস (Essential Service) হিসেবে ঘোষণার মেয়াদ বৃদ্ধি	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬১	৬১-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (I) এ নিয়োজিত জাপানিজ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Nippon koei Co.Ltd ও Oriental Consultants Global Co. Ltd. এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টিতে নিযুক্ত জাপানিজ কর্মকর্তাবৃন্দকে উক্ত প্রকল্প হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬২	৬২-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প হইতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৬৩	৬৩-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (II) এর জন্য রোলিং স্টক ও সরঞ্জাম ক্রয়ের (CP-08) নিমিত্ত নিয়োজিত জাপানিজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Kawasaki-Mitsubishi	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		Consorti-um (KMC)-কে উক্ত প্রকল্প হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	
৬৪	৬৪-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	নওয়াপাড়া নদী বন্দরের সীমানা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ১৬ বৈশাখ,১৪১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৯ এপ্রিল ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১১৭-আইন/২০০৪ সংশোধন	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৫	৬৫-আইন/২০১৯ ০৬/০৩/২০১৯	নওয়াপাড়া নদী বন্দরের সংরক্ষক (Conservator) নিয়োগ”	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
৬৬	৬৬-আইন/২০১৯ ০৭/০৩/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৬৭	৬৭-আইন/২০১৯ ১১/০৩/২০১৯	প্লাস্টিক শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৬৮	৬৮-আইন/২০১৯ ১৩/০৩/২০১৯	বাংলাদেশ সরকার Power Grid Company of Bangladesh Ltd. এবং SS Power I Limited এর মধ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারী,২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত Implementation Agreement এর section 12.2 এ উল্লিখিত Lender কর্তৃক SS Power I Limited-কে প্রদত্ত ঋণ হতে উদ্ভুত ফি (fees arising from loans) আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৬৯	৬৯-আইন/২০১৯ ১৮/০৩/২০১৯	স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী কর্তৃক মোটরসাইকেল আমদানিতে রেয়াতী সুবিধা (সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি) সংক্রান্ত ০১ জুন, ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/কাস্টমস সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৭০	৭০-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	চট্রগ্রাম ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭১	৭১-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭২	৭২-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন সীতাকুন্ড ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৩	৭৩-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	চট্রগ্রাম ও বান্দরবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৪	৭৪-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ

৭৫	৭৫-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	সিলেট জেলার আওতাধীন সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৬	৭৬-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন ফৌজদারহাট ও হালিশহর এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৭	৭৭-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার আওতাধীন নিদানীয়া ও ইনানী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
৭৮	৭৮-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন,২০১০ (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন'	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭৯	৭৯-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮০	৮০-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কর্তৃক বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের (বিপিএল টি২০) খেলাসমূহ দেশে-বিদেশে সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচারের লক্ষ্যে M/S. Real Impact Pvt.Ltd., India কে টিভি প্রোডাকশন খরচের উপর আরোপণীয় সকল প্রকার আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮১	৮১-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী কোম্পানিসমূহকে প্রদত্ত কর সুবিধা সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের এস,আর,ও নং ২২৬-আইন/আয়কর/২০১৫, তারিখ: ০৮ জুলাই, ২০১৫ খ্রি: রহিতকরণ এবং কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮২	৮২-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	Upazila Governance and Development Project এ নিয়োজিত ৩ (তিন)টি জাপানি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত জাপানি পরামর্শকদের উক্ত প্রকল্প হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮৩	৮৩-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	Centre for Research and Information (CRI) এর সকল প্রকার আয়ের উপর আরোপণীয় আয়কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮৪	৮৪-আইন/২০১৯ ১৯/০৩/২০১৯	নিবন্ধিত জামদানী শিল্পের তাঁতীদের পণ্য আমদানীতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বিগত ০৪ জুন,২০১৫ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৪৬-আইন/২০১৫/২৬/কাস্টমস এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮৫	৮৫-আইন/২০১৯ ২৫/০৩/২০১৯	মোবাইল কোর্ট আইন,২০০৯ এর তফসিল সংশোধন	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৬	৮৬-আইন/২০১৯ ২৫/০৩/২০১৯	বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর ও তদুধর্ব কর্মকর্তাগণের পোশাক সামগ্রী সরকারিভাবে সরবরাহের লক্ষ্যে Police Regulations Bengal,1943 এর সংশোধন	জননিরাপত্তা বিভাগ

৮৭	৮৭-আইন/২০১৯ ২৮/০৩/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
৮৮	৮৮-আইন/২০১৯ ০১/০৪/২০১৯	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৮৯	৮৯-আইন/২০১৯ ০৭/০৪/২০১৯	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ পৌর এলাকার সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায় ব্যক্তকরণ সংক্রান্ত এ বিভাগের গত ০৫ জুন,২০১৮ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৬৪-আইন/২০১৮ বাতিল	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯০	৯০-আইন/২০১৯ ০৭/০৪/২০১৯	জাতীয় বেতন স্কেল,২০১৫ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি কর্মচারীদের বাসা প্রাপ্তির যোগ্যতা পুন:নির্ধারণের জন্য Bangladesh Allocation Rules,1982 এর Rule 4 এর সংশোধন	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৯১	৯১-আইন/২০১৯ ০৭/০৪/২০১৯	নেপাল হতে এক্রাইলিক ইয়ার্ক (Acrylic Yarn) (সূতা) আমদানির জন্য ১৭ জুলাই,২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২৩৭-আইন/২০১৮/৩৯/শুল্ক সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯২	৯২-আইন/২০১৯ ০৭/০৪/২০১৯	বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অপারেশন কাজে ব্যবহারের জন্য Principal: Maxam Outdoors S.A, Avda. Del Partenon, 16 Campo De las Naciones, 28042, Madrid, Spain, Local Agent: NL Enterprise, House-28, Road-Rabindra Sarani, Sector-7, Uttara Model Town, Dhaka কর্তৃক স্পেন হতে আমদানিকৃত ৫ (পাঁচ) লক্ষ পিস 12 Bore Shot Gun Cartridge (Lead Ball) আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯৩	৯৩-আইন/২০১৯ ০৭/০৪/২০১৯	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) কর্তৃক ব্যবহারের নিমিত্ত বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ১৮০০ সি.সি. সম্পন্ন ২ (দুই) টি মটর সাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯৪	৯৪-আইন/২০১৯ ০৯/০৪/২০১৯	ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন,২০১৮ (২০১৮ সনের ১০ নং আইন) এর ইংরেজি অনুবাদ	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৯৫	৯৫-আইন/২০১৯ ১১/০৪/২০১৯	ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৯৬	৯৬-আইন/২০১৯ ১৭/০৪/২০১৯	বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার কৈগরদাসকাঠি এবং সাপমারিকাটাখালি মৌজার কতিপয় এলাকাকে আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্য Customs Act,1969 এর অধীন স্থল শুল্ক স্টেশন (land customs-station) ঘোষণা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৯৭	৯৭-আইন/২০১৯ ১৭/০৪/২০১৯	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর সংশোধন	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৯৮	৯৮-আইন/২০১৯ ১৭/০৪/২০১৯	বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন,২০১০ এর ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৯৯	৯৯-আইন/২০১৯ ২১/০৪/২০১৯	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর পৌরসভা গঠনের নিমিত্ত শহর এলাকা ঘোষণার অভিপ্রায়	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১০০	১০০-আইন/২০১৯ ২১/০৪/২০১৯	Nuctech Company Limited, Block-A, Tongfang Building, Shuangqingu, Haidian District, Beijing, PRC কর্তৃক কমলাপুর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, মংলা এবং বেনাপোল কাস্টমস হাইজে স্থাপিত ৪ (চার)টি মোবাইল স্ক্যানার ৬ মাসের ফ্রি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় প্রতিনিধি Five-R Associates, Dhaka, Bangladesh বরাবর প্রেরিত রেমিটেড ফান্ড ৮২,৬৩৪ (বিরাশি হাজার ছয়শত চৌত্রিশ) ইউ.এস ডলার যাহা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬৬,১০,৭২০ (ছেষট্রি লক্ষ দশ হাজার সাতশত বিশ) টাকার উপর আরোপনীয় উৎসে অগ্রিম আয়কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০১	১০১-আইন/২০১৯ ২৩/০৪/২০১৯	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর তফসিল-২ এর ফিসের হার পুন:নির্ধারণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১০২	১০২-আইন/২০১৯ ২৫/০৪/২০১৯	বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১০৩	১০৩-আইন/২০১৯ ২৯/০৪/২০১৯	স্থাপত্য অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০৪	১০৪-আইন/২০১৯ ২৯/০৪/২০১৯	Essential Services (Second) Ordinance,1958 এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রেণির চাকুরীর মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বর্ধিতকরণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১০৫	১০৫-আইন/২০১৯ ৩০/০৪/২০১৯	দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা ও নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য polypropylene staple fibres স্থানীয়ভাবে উৎপাদন পর্যায়ে এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত polymers or propylene in primary forms আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০৬	১০৬-আইন/২০১৯ ৩০/০৪/২০১৯	জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি এর আলোকে Active Pharmaceutical Ingredients (API) উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১০৭	১০৭-আইন/২০১৯	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরি	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

	০৯/০৫/২০১৯	প্রবিধানমালা,২০১৯	মন্ত্রণালয়
১০৮	১০৮-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ মামলা ১০/০৮ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর'	আইন ও বিচার বিভাগ
১০৯	১০৯-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর প্রশাসনিক ভবনের কক্ষ নং - ৭-এ স্থাপিত অস্থায়ী আদালতে বিচারাধীন বিশেষ মামলা নং-১৬/২০০৮ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১০	১১০-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ মামলা ০৪/০৮ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর'	আইন ও বিচার বিভাগ
১১১	১১১-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ মামলা ০৫/১৩ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১২	১১২-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ মামলা ০৩/১০ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১৩	১১৩-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৪৭৩/১৬ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১৪	১১৪-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-	আইন ও বিচার বিভাগ

		৩৫০/১৬এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	
১১৫	১১৫-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৪৯/১৬এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১৬	১১৬-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৭৮৫/১৬এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১৭	১১৭-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৮৯/১৬এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১৮	১১৮-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা ৪৭৫/১৬ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১১৯	১১৯-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৪৮/১৬এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	আইন ও বিচার বিভাগ
১২০	১২০-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী	আইন ও বিচার বিভাগ

		আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৩৮৬/১৬এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর	
১২১	১২১-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন পিটিশন মামলা নং-১০৯৬/১৬ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর'	আইন ও বিচার বিভাগ
১২২	১২২-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন পিটিশন মামলা নং- ১১০/১৫ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর'	আইন ও বিচার বিভাগ
১২৩	১২৩-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৫৬/১৬ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর'	আইন ও বিচার বিভাগ
১২৪	১২৪-আইন/২০১৯ ১২/০৫/২০১৯	ঢাকা মহানগরের বকসি বাজার এলাকার সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা ও সাবেক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত-এ (যা বিডিআর হত্যাকান্ড মামলার অস্থায়ী আদালত ছিল) বিচারাধীন পিটিশন মামলা নং- ০৯/১৬ এর বিচারিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এর সম্মুখে নবনির্মিত ২ নং ভবনের অস্থায়ী আদালতে স্থানান্তর'	আইন ও বিচার বিভাগ
১২৫	১২৫-আইন/২০১৯ ১৬/০৫/২০১৯	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১২৬	১২৬-আইন/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, ২০১৯	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১২৭	১২৭-আইন/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯	মোবাইল কোর্ট আইন,২০০৯ এর তফসিল সংশোধন	জননিরাপত্তা বিভাগ
১২৮	১২৮-আইন/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯	কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯	কৃষি মন্ত্রণালয়
১২৯	১২৯-আইন/২০১৯ ২০/০৫/২০১৯	গ্লাস এন্ড সিলিকেট শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরির হার ঘোষণা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৩০	১৩০-আইন/২০১৯ ২২/০৫/২০১৯	চাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কর বৃদ্ধির বিষয়ের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৯৭-আইন/ ২০১৮/৩৬/কাস্টমস, তারিখ ১২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		আষাঢ়,১৪২৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৬ জুন,২০১৮ খ্রি. এর সংশোধন	
১৩১	১৩১-আইন/২০১৯ ২২/০৫/২০১৯	Dhaka-Chittagong Main Power Grid Strengthening Project বাস্তবায়নে নিয়োজিত জাপানি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Tokyo Electric Power Service Co. Ltd এবং Nippon Koei Co. Ltd-এর অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩২	১৩২-আইন/২০১৯ ২২/০৫/২০১৯	স্বর্ণ নীতিমালা,২০১৮ এর অধীন ঘোষিত এবং অঘোষিত মজুদকৃত স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার, কাট ও পোলিশড ডায়মন্ড এবং রৌপ্যের উপর প্রযোজ্য কর হার হ্রাসকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৩৩	১৩৩-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	চট্রগ্রাম ও বান্দারবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকা বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩৪	১৩৪-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকা বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩৫	১৩৫-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন ফৌজদারহাট এবং হালিশহর এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকা বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩৬	১৩৬-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	চট্রগ্রাম ও বান্দারবান জেলার আওতাধীন দোহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকা বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩৭	১৩৭-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	সিলেট জেলার আওতাধীন সিলেট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকা বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩৮	১৩৮-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	চট্রগ্রাম জেলার আওতাধীন সীতাকুন্ড ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকা বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩৯	১৩৯-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	‘কক্সবাজার জেলার আওতাধীন নিদানিয়া এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকায় ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা’	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৪০	১৪০-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	কক্সবাজার জেলার আওতাধীন মোনাখালী এয়ার ডিফেন্স (এডি) ফায়ারিং রেঞ্জ এলাকা বা উহার অংশবিশেষে ফিল্ড ফায়ারিং ও আর্টিলারি প্র্যাকটিস পরিচালনা	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৪১	১৪১-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
১৪২	১৪২-আইন/২০১৯ ২৭/০৫/২০১৯	চাল আমদানির উপর ৫% অগ্রিম আয়কর আরোপের উদ্দেশ্যে Income Tax Rules,1984 এর সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৪৩	১৪৩-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৪	১৪৪-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৫	১৪৫-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৬	১৪৬-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৭	১৪৭-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৮	১৪৮-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৪৯	১৪৯-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫০	১৫০-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫১	১৫১-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫২	১৫২-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৩	১৫৩-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৪	১৫৪-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৫	১৫৫-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৬	১৫৬-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৭	১৫৭-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৮	১৫৮-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৫৯	১৫৯-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬০	১৬০-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬১	১৬১-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬২	১৬২-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৬৩	১৬৩-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্য ও ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন রহিতক্রমে নতুন প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৪	১৬৪-আইন/২০১৯ ৩০/০৫/২০১৯	বাংলাদেশে সম্প্রতি আশ্রয় গ্রহণকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্য আনীত ত্রাণসামগ্রীর উপর আরোপযোগ্য সমুদয় আমদানি শুল্ক,মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১৭ মার্চ,১৯৯২ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৬১-আইন/৯২/১৪৪৪/শুল্ক—এ অন্তর্ভুক্তকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৫	১৬৫-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,২০১৮ মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলে অন্তর্ভুক্তকরণ	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৬৬	১৬৬-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি মনোনয়ন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৬৭	১৬৭-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর	জননিরাপত্তা বিভাগ
১৬৮	১৬৮-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৬৯	১৬৯-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭০	১৭০-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭১	১৭১-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭২	১৭২-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৩	১৭৩-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৪	১৭৪-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৫	১৭৫-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৬	১৭৬-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৭	১৭৭-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৮	১৭৮-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৭৯	১৭৯-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

১৮০	১৮০-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮১	১৮১-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮২	১৮২-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৩	১৮৩-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৪	১৮৪-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৫	১৮৫-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৬	১৮৬-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৭	১৮৭-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৮	১৮৮-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৮৯	১৮৯-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯০	১৯০-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯১	১৯১-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯২	১৯২-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৩	১৯৩-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৪	১৯৪-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৫	১৯৫-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৬	১৯৬-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৭	১৯৭-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৮	১৯৮-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
১৯৯	১৯৯-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২০০	২০০-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০১	২০১-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০২	২০২-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৩	২০৩-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৪	২০৪-আইন/২০১৯ ১৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০৫	২০৫-আইন/২০১৯ ১৮/০৬/২০১৯	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর সংশোধন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২০৬	২০৬-আইন/২০১৯ ১৮/০৬/২০১৯	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ ১০০ শয্যাবিশিষ্ট যশোর জেনারেল হাসপাতাল-কে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২০৭	২০৭-আইন/২০১৯ ১৮/০৬/২০১৯	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জামালপুর জেনারেল হাসপাতাল-কে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২০৮	২০৮-আইন/২০১৯ ১৮/০৬/২০১৯	সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে গঠিত নতুন ০৩ (তিন)টি শ্রম আদালতসহ মোট ১০টি শ্রম আদালতের অধিক্ষেত্র/এখতিয়ার নির্ধারণ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২০৯	২০৯-আইন/২০১৯ ১৯/০৬/২০১৯	নেদারল্যান্ডসের Her Majesty Queen Maxima, UN Secretary General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development-কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (VIP) ঘোষণা'	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২১০	২১০-আইন/২০১৯ ২০/০৬/২০১৯	দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর সংশোধন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২১১	২১১-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমার (Bangladesh Fisheries Waters) অভ্যন্তরে নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত (marine reserves) এলাকা হিসাবে ঘোষণা	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২১২	২১২-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২১৩	২১৩-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২১৪	২১৪-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৫	২১৫-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৬	২১৬-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৭	২১৭-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৮	২১৮-আইন/২০১৯ ২৩/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কিত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২১৯	২১৯-আইন/২০১৯ ২৯/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২০	২২০-আইন/২০১৯ ২৯/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২১	২২১-আইন/২০১৯ ২৯/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২২	২২২-আইন/২০১৯ ২৯/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৩	২২৩-আইন/২০১৯ ২৯/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৪	২২৪-আইন/২০১৯ ২৯/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৫	২২৫-আইন/২০১৯ ২৯/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৬	২২৬-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৭	২২৭-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৮	২২৮-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২২৯	২২৯-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩০	২৩০-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩১	২৩১-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩২	২৩২-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩৩	২৩৩-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২৩৪	২৩৪-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩৫	২৩৫-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩৬	২৩৬-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩৭	২৩৭-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩৮	২৩৮-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৩৯	২৩৯-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪০	২৪০-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪১	২৪১-আইন/২০১৯ ৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

দশম অধ্যায়
পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং এ বিভাগে কর্মরত সিনিয়র সচিবসহ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি ও ঠিকানা:

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দপ্তর

	জনাব আনিসুল হক এম,পি	মন্ত্রী	৯৫৫০০১৬ (অফিস) ফ্যাক্স: ৯৫৭৭১১৭ minister@legislativediv.gov.bd	বাড়ি নং-২, রোড নং-১৯/এ, বনানী, ঢাকা।
	আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান	মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৯৫৭৬৬২৩ (অফিস) ৯১২৬৩০৫ (বাসা) ০১৭১৭২৮৭৭৫৫	৯২/২ শুক্রাবাদ, ঢাকা
		মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৯১৩৭২৫০ (অফিস) apstomin@legislativediv.gov.bd	
	জনাব ড. মো. রেজাউল করিম	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৯৫১৪৪৩১ (অফিস) ০১৯১৩২৯৫৭১৮(মোবাঃ) rezaulki77@gmail.com senior.info@legislativediv.gov.bd	২/১১, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, গ্রীন রোড, ঢাকা।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিবের দপ্তর

ক্রমিক নং		কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক	সিনিয়র সচিব	৯৫৪০০৯৮(অফিস) ৫৮১৫০৭২৫(বাসা) ফ্যাক্স:৯৫৫৬৫৩৫ secretary@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং-৩, দোলনচাঁপা, গভঃ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
২.		জনাব আশাফুর রহমান	সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব	৯৫৬৯৪৮৭(অফিস) ৫৮১৫২৯৩৯ (বাসা) ০১৭১৬১৫৪০২০(মোবাইল) pstosecretary@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট# এ-৩, বাড়ী# ৫৪, মনিপুরীপাড়া, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং		কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব নরেন দাস	অতিরিক্ত সচিব-১	৯৫৭৭৪১৫ (অফিস) ৯৫৯২৪০২ (বাসা) ০১৫৫৪৩০৩২৭৭(মোবাইল) naren@legislativediv.gov.bd	প্যারামাউন্ট কনকর্ড, ফ্ল্যাট নং-এফ-১৪-সি, ৯ হাটখোলা রোড, টিকাটুলি, ওয়ারী, ঢাকা।
২.		জনাব মোঃ মইনুল কবির	অতিরিক্ত সচিব-২	৯৫১৩৭৯৯(অফিস) ৯৬১৩২৬৮(বাসা) ০১৮১১৪১৬০০৫(মোবাইল) moinul@legislativediv.gov.bd	৬৬/ডি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।
৩.		জনাব হুমায়ুন ফরহাদ	যুগ্মসচিব	৯৫৬৩০০১(অফিস) ৫৫০৯৩২৬৬(বাসা) ০১৭৩২৯৮৮১০৪(মোবাইল) farhad@legislativediv.gov.bd	ফ্ল্যাট নং এ-১ বাড়ি নং-২৮, রোড নং-৯/সি, সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা।
৪.		জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী	যুগ্মসচিব	৯৫৫৭৭৯১(অফিস) ৪৭১১৪৩৫৩(বাসা) ০১৫৫২৩১৫২৬৮(মোবাইল) hafiz@legislativediv.gov.bd hafizchowdhury@yahoo.com	৭৯/এ, আর,কে মিশন রোড, ঢাকা।
৫.		জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম	যুগ্মসচিব	৯৫৭০৬৫২(অফিস) ৯৩৫৭৭০৩(বাসা) ০১৮১৩১১৭৬৮৬(মোবাইল) shahinur@legislativediv.gov.bd	৪২, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।

৬.		ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন	যুগ্মসচিব	৯৫৭০৬৫৩(অফিস) ৯৩৩৪৪৯৭(বাসা) ০১৭১৬৭৮৯৪৫৭(মোবাইল) mohiuddin@legislativediv.gov.bd dmuddin@gmail.com	অনন্যা ডি/৫, ৫ সিদ্বেশ্বরী, রমনা, ঢাকা
৭.		জনাব কাজী আরিফুজ্জামান	যুগ্মসচিব	৯৫৭০৬৫১(অফিস) ৯৩৩৬৩৯৫(বাসা) ০১৭২৪৭১৪৮৯০(মোবাইল) arifuzzamankazi@yahoo.com	২/২০, বেইলী গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৮.		ড. মোঃ জাকেরুল আবেদীন	যুগ্মসচিব	৯৫৪০১১০(অফিস) ০১৭১১৯৭৪৭০৭(মোবাইল) jakerul@legislativediv.gov.bd jakerul_abedin@yahoo.com	৬/৫, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৯.		জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	যুগ্মসচিব	৯৫৭০৬৫৫(অফিস) ৫৮৩১৩৫৪১(বাসা) ০১৮১৭৫৪৯৫৫৫(মোবাইল) rafiq_minlaw@yahoo.com	৬/৯, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১০.		জনাব রেজা আলী	উপসচিব	৭১১৪৫০১ (বাসা) ০১৫৫২৪৩৬৪১২ (মোবাইল) reza@legislativediv.gov.bd	৩ পাতলাখান লেন লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
১১.		জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	উপসচিব	৯৫৫৮০৫৭ (অফিস) ৯৬৭৩০৭৯(বাসা) ০১৭১১৫৮৮৩০৭(মোবাইল) mahbubur@legislativediv.gov.bd mahabub375@yahoo.com	৭৬/ডি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।

১২.		বেগম মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	উপসচিব	৯৫৭০০৬৩ (অফিস) ৯৩৩৬১১৩(বাসা) ০১৭১২০৯৪৭০৫(মোবাইল) jferdoush@yahoo.com	ই-৪, অনামিকা ইস্কাটন গার্ডেন, গভর্নমেন্ট অফিসার্স কোয়াটার, নিউ ইস্কাটন ঢাকা।
১৩.		জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান	উপসচিব	৯৫৪৫৭৫৯(অফিস) ৯৬৭৫১৭৪(বাসা) ০১৭১২৬৮১৮১৩(মোবাইল) munir@legislativediv.gov.bd mjamanlaw@yahoo.com	৬৮/সি, আজিমপুর অফিসার্স কোয়ার্টার্স, আজিমপুর, ঢাকা।
১৪.		জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর	উপসচিব	৯৫১৪২২০(অফিস) ৪১০৩০৫৮৪(বাসা) ০১৯১৬০৩৯০২৭(মোবাইল) asadnur13@gmail.com	৬/৩, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৫.		জনাব এস, এম, শাফায়েত হোসেন	উপসচিব	৯৫৪০৭৭৯(অফিস) ৯৩৩৬০৯৪(বাসা) ০১৭১১২৬৪১৫৭(মোবাইল) shafaet@legislativediv.gov.bd shafaet.hossen@yahoo.com	১৫/৯, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
১৬.		জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী	উপসচিব	৯৫১৩৬৫৫(অফিস) ৯৩৫৩৬৮০(বাসা) ০১৫৫২৩১৬৭৪৭(মোবাইল) zamaly@legislativediv.gov.bd zamaly_law@yahoo.com	১৭৪/১ (৫ম তলা), ডাক্তার গলি, বড় মগবাজার, ঢাকা।

১৭.		ড. খালেদা পারভীন	উপসচিব	৯৫৪০১১৬ (অফিস) ৯৩৪০৪৫৭(বাসা) ০১৭১৫০১৫২৩১(মোবাইল) khaleda@legislativediv.gov.bd khaleda_parven@yahoo.com	৮/৫, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
১৮.		জনাব মোহাম্মদ আরিফুল কায়সার	উপসচিব	৯৫৬৫৯০৯(অফিস) ৯১২৪৭৭৮(বাসা) ০১৯২২৫২৭২৬৫(মোবাইল) kaiser@legislativediv.gov.bd kaiser.mol@gmail.com	ফ্ল্যাট নং: ১/এফ ভবন: পলাশ, সোবহানবাগ 'ই'টাইপ গভ: অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।
১৯.		জনাব মোহাম্মদ আবদুল হালিম	উপসচিব	৯৫৪০৩১৯(অফিস) ৯৩৫৪৭৬১(বাসা) ০১৭১৬৫৫১০৯৩(মোবাইল) halim@legislativediv.gov.bd halim_minlaw@yahoo.com	১৭/২, প্রান্তিক সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা।
২০.		বেগম রুমানা ইয়াসমিন ফেরদৌসী	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪০০৪১ (অফিস) ০১৭৯০১০৭৯৬৯(মোবাইল) rumana@legislativediv.gov.bd	৫১, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা।
২১.		জনাব মোঃ রাজীব হাসান	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪০০৪২(অফিস) ৯৩৪৭৯৮১(বাসা) ০১৭২৩৩৯০৩৮৪(মোবাইল) razib@legislativediv.gov.bd mrhasan91@yahoo.com	১১/২২, বেইলী রোড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ঢাকা।

২২.		বেগম মাসুমা জামান	সিনিয়র সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫৭ (অফিস) ৮৩৯৬৯৬৮(বাসা) ০১৭১৫২৩১৫৬৯(মোবাইল) masoma@legislativediv.gov.bd masoma_zaman@yahoo.com	বাড়ী নং-৪, ব্লক-বি, মেইন রোড, বনশ্রী, ঢাকা।
২৩.		বেগম ফারজানা আকতার	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪৬৪৬০ (অফিস) ৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) ০১৭৪৩৭৭২৩৬৮(মোবাইল) farjana@legislativediv.gov.bd	১২/১০, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২৪.		মৌসুমী দাস	সিনিয়র সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫৬ (অফিস) ৫৮৩১৪৫৭৫ (বাসা) ০১৯১১২২৩০৫৬(মোবাইল) mousumi@legislativediv.gov.bd	৩৩০/১, রোজ ভিলা (৩য় তলা), টিভি রোড, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।
২৫.		বেগম মেরিনা সুলতানা	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫৪৬৫১১ (অফিস) ৯১৪৩০০৯ (বাসা) ০১৬৭১৫৮৯৩৮৮(মোবাইল) marina@legislativediv.gov.bd	শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২৬.		জনাব মোঃ স্বপন চৌকিদার	সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫১ (অফিস) ৯৬৭২৯৫৪(বাসা) ০১৯১২২৭৬৬১৫(মোবাইল) shapan@legislativediv.gov.bd	১/ডি, ভবন নং-১ (কুশলী-১) সরকারি বাসভবন, আজিমপুর, ঢাকা।
২৭.		জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	সহকারী সচিব	৯৫৮৫৮৯৪ (অফিস) ৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) ০১৭১৭-৭৯৭৯৯৫ (মোবাইল) arif@legislativediv.gov.bd	৬৭/২, জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

২৮.		বেগম জিহান বিনতে এনাম	সহকারী সচিব	৯৫৪০৩১৯ (অফিস) ৯৩৬০১৮৪ (বাসা) ০১৭১১৪৬১০২৩(মোবাইল) jihan21binte@gmail.com	২/২(নিচতলা), গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার্স, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২৯.		বেগম মাবিয়া খাতুন	সহকারী সচিব	৯৫৪০৯৫৩ (অফিস) ৯৩৬০২১৫ (বাসা) ০১৭৩৪৪৩৬৬৯৬(মোবাইল) mabia1215@gmail.	১১/২, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, ঢাকা।
৩০.		জনাব মোঃ আবু রায়হান	সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫২ (অফিস) ৯৩৪৮৫০৪ (বাসা) ০১৭১০৫০৭৯৪৭(মোবাইল) raihanlaw@gmail.com	৯/১০, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, ঢাকা।
৩১.		জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান	সহকারী সচিব	৯৩৫০৯৮৩ (বাসা) ০১৯১২০৬৭৫৩৯(মোবাইল) shahindu2004@gmail.com	৬১, নিউ সার্কিট হাউজ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
৩২.		বেগম ফাহমিদা বেগম	সহকারী সচিব	৯৫৪৬৪০৯ (অফিস) ৪৪৬১১৯৩৪ (বাসা) ০১৭১২২৭৬৭৮৪ (মোবাইল) famo1302@gmail.com	১৩৭/২, লালবাগ রোড, লালবাগ, ঢাকা।
৩৩.		সাজিদুন নাহার স্বর্ণা	সহকারী সচিব	০১৯২৩৩৮২৫৫৬ (মোবাইল) shajidun.sharna@legislativediv.gov.bd	রুম নং-৩০৫ নীলক্ষেত কর্মচারী মহিলা হোস্টেল, ঢাকা।
৩৪.		ফারহান তাম্বীরুল হক	সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)	০১৯৯৭৩১৭৭৭৯ (মোবাইল) farhan.hoque@legislativediv.gov.bd	নীলক্ষেত বিসিএস কোয়াটার, ঢাকা-১২০৫।

৩৫.		মোঃ সালাউদ্দীন আলম মৃধা	সহকারী সচিব	০১৭৪০৮৩৬৭০১ (মোবাইল) salauddin.mirdha@legislativediv.gov.bd	১৪/২, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা-১২১১।
৩৬.		মোঃ ছিফাত উল্লাহ	সহকারী সচিব	০১৭১৫৫৬০০৭৮ (মোবাইল) sefat.ullah@legislativediv.gov.bd	৩৪১, ১২ নং গলি পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা-১২০৫।
৩৭.		প্রিয়াংকা চৌধুরী	সহকারী সচিব	০১৭৬০০৫৮৬৩২ (মোবাইল) prianka.chowdhury@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-১০৯/৩, ৩য় তলা, সরকারপাড়া মাদারটেক ক্লাবগলি, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা।
৩৮.		মোঃ আশিকুজ্জামান	সহকারী সচিব	০১৯১২৮০৪৩৫২ (মোবাইল) ma.zaman@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৭, পলাশী সরকারি আবাসিক এলাকা, পলাশী, ঢাকা-১০০০।
৩৯.		মোঃ আশরাফুল আলম	সহকারী সচিব	০১৭৬৯৩২১২২৮ (মোবাইল) kb.ashraf@legislativediv.gov.bd	ইস্টার্ন হাউজিং, বাসা নং-২২, রোড-৬, ব্লক-এইচ, মিরপুর-১২, ঢাকা।
৪০.		মনিকা বিকি	সহকারী সচিব	০১৭৯৫৭৪৪৯৫৫ (মোবাইল) monika.biki@legislativediv.gov.bd	২১৬, (৪র্থ তলা), উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।
৪১.		সৌমেন পালিত বাবু	সহকারী সচিব	০১৮১৪৩৭১৫৫৬ (মোবাইল) sowmen.babu@legislativediv.gov.bd	৫/১ হাজী আব্দুল্লাহ লেন, বংশাল, ঢাকা-১২১১।

৪২.		মোঃ শাহিদ ইবনে মিরাজ	সহকারী সচিব	০১৭১৯০৪২৩১০ (মোবাইল) shahid.miraj@legislativediv.gov.bd	সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

অনুবাদ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মুহঃ জাকির হোসেন	যুগ্মসচিব (চ:দা:)	৯৫৭৫৮০১(অফিস) ৮১৪১৩৩০(বাসা) ০১৭১৮২৯৫৮৮৮(মোবাইল) zaakir@legislativediv.gov.bd zakir_hossain@yahoo.com	২/৮, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল, গ্রীণরোড, ঢাকা।
২.		জনাব গাজী কালিমুল্লাহ	উপসচিব	৯৫৭৩৭৯৯(অফিস) ৮১৪১৩৩২(বাসা) ০১৭৪৬৬৩০০০৬(মোবাইল) gazikalimullah@yahoo.com	১/৭, জি.ও হোস্টেল, গ্রীনরোড, ঢাকা-১২০৫।
৩.		জনাব দীপংকর বিশ্বাস	উপসচিব (চ:দা:)	৯৫৭৪১৩৮(অফিস) ৯৩৫১৫৯০ (বাসা) ০১৯১৭০১৪৮৪৩(মোবাইল) dipankar_minlaw@yahoo.com	টগর, সরকারি ভবন, ৫৭ নিউইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।
৪.		বেগম শর্মিলী আহ্‌মেদ	সিনিয়র সহকারী সচিব	৯৫১৩৬৬০(অফিস) ৯১৩৫৫৩৩(বাসা) ০১৬৮৮৯২৮৬৩৬(মোবাইল) sharmily.ahmed@yahoo.com	ফ্ল্যাট:বি-৭ বাড়ি:৫৫/এফ রোড:৯/এ ধানমন্ডি, ঢাকা।

৫.		বেগম হালিমা খাতুন	সহকারী সচিব	৭৪১১৯০১১ (অফিস) ৮৮৭২২২৩(বাসা) ০১৮১৮০১৯৫৩৮(মোবাইল) halima@legislativediv.gov.bd	ডি, এম.সি-৯৫, উত্তর কাফরুল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।
৬.		জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	সহকারী সচিব	৯৫১৩৪৪৩(অফিস) ৪৪৬১১৮৫০(বাসা) ০১৬২৪১৩৩৭৩৩ (মোবাইল) shahjahan@legislativediv.gov.bd	বাড়ী-১৬/২, আজিমপুর, লালবাগ, ঢাকা
৭.		মোছঃ নাজমা বেগম	সহকারী সচিব	৫৭১৬০৬৫৫ (অফিস) ৯৩৪৮৩৭৫(বাসা) ০১৭২১৫৪৪৭৩০(মোবাইল) nazma44a@gmail.com	কক্ষ নং-৫৯,১, ইস্কাটন গার্ডেন,রমনা, ঢাকা।
৮.		মুনমুন সাহা	সহকারী সচিব	০১৭২৩০০৬৮৪২ (মোবাইল) munmun.saha@legislativediv.gov.bd	ইষ্টার্ন পান্থগ্রীন, ৭৩/খ, ফ্ল্যাট-৩/৮০১, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
৯.		মোঃ আরিফ রব্বানী খান	সহকারী সচিব	০১৭২১১০৭২৯৪ (মোবাইল) arif.rabbani@legislativediv.gov.bd	৭৭, উত্তর কাফরূল ঢাকা।

আইসিটি সেলের কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন	সিস্টেম এনালিস্ট	৪৭১১৮৩৫৩(অফিস) ৮৭১৩৯২৩(বাসা) ০১৭৪৯৬৯৯৪২১(মোবাইল) system.analyst@legislativediv.gov.bd	৯২/১,মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
২.		জনাব মাহবুব আলম	প্রোগ্রামার	৯৫৪৫০১১(অফিস) ৯৩৪৬৫১০ (বাসা) ০১৯১১০৪৯৬৫২ (মোবাইল) mahbub.alam@legislativediv.gov.bd	১১/২৪, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৩.		প্রকৌঃ জনাব মোঃ নাহিদ মিয়া	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯৫৪৫৫৬২ (অফিস) ০১৬৭২৫১৯৭৭২ (মোবাইল) ame@legislativediv.gov.bd	৭/৩, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
৪.		মোঃআবু সেলিম সানা	সহকারী প্রোগ্রামার	০১৭১৬৭০২৪৪৯ (মোবাইল) ৯৫৪৩৩৪৭ (বাসা) selim.sana@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৩৫৭২, রোড নং-০৩, মুজাহিদনগর, রায়েরবাগ, ঢাকা

মুদ্রণ ও প্রকাশনা এবং সংশোধন ও অভিযোজন শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	৯৫১৪২২৭(অফিস) ৯২০৫১৮৫(বাসা) ০১৭১১৯৮৭৬৬৮(মোবাইল) delowarminlaw@gmail.com, delowar@legislativediv.gov.bd	ই-১৫/১৮, টাকশাল, পোঃ বি.ও.এফ, গাজীপুর।

হিসাব শাখার কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		জনাব মোঃ জবেদ আলী দেওয়ান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫১৪০৩২(অফিস) ৭৫০১৩২৪ (বাসা) ০১৭১৫৩৯৮০০৫(মোবাইল) accounts@legislativediv.gov.bd	বাসা নং-৯২, রোড পশ্চিম ট্যাংড়া, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

জনপ্রশাসন/অন্য মন্ত্রণালয় হতে ন্যস্ত/পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		মো: ওয়াদুদ হোসেন	যুগ্ম-সচিব	৯৩৪৫২৭৪ (অফিস) ০১৭১৮২১৯৬৯৭ (মোবাইল)	১৬/৭, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।
২.		বেগম শাহানা সুলতানা	সিনিয়র সহকারী প্রধান	৯৫৭৫৩৭২ (অফিস) ৮১৮১৪০২(বাসা) ০১৯১৮৩১৮০৩৮(মোবাইল)	বি-৩, ই-১২, আগারগাঁও নিউ কলোনী, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

৩.		জনাব মোঃ আনিছুন নবী	সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)	৯৫৮৮১৫১(অফিস) ৫৮৩১৪২৮৮(বাসা) ০১৭১৬৬২৭৬৫৩(মোবাইল) anisun@legislativediv.gov.bd	বাসা-এ৫৩৫৭/১১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।
৪.		জনাব মোঃ জুলহাজ আলী সরকার	সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	৯৫৪০৫৭৩(অফিস) ৫৫০০৭২৯৮(বাসা) ০১৭২০০২২৬৭৮(মোবাইল) julhaz@legislativediv.gov.bd	১/৮, আগারগাঁও নিউ কলোনী, শেরেবাংলা নগর ঢাকা।
৫.		তাপস কুমার ভৌমিক	সহকারী সচিব (সংশোধন ও অভিযোজন শাখা)	৭৭৪৪৬৩৩(বাসা) ০১৭১৫৯৯৫৬৮৬ tapashlaw@gmail.com	ডি/৩৩/২ গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।
৬.		মোঃ ইমাম হোসেন	সহকারী সচিব	iman.hossain@legislativedv.gov.bd	

আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার ছবি	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ফোন নং ও ই-মেইল এড্রেস	আবাসিক ঠিকানা
১.		ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন	প্রকল্প পরিচালক	৯৫৭০৬৫৩(অফিস) ৯৩৩৪৪৯৭(বাসা) ০১৭১৬৭৮৯৪৫৭(মোবাইল) mohiuddin@legislativediv.gov.bd dmuddin@gmail.com	অনন্যা ডি/৫, ৫ সিদ্বেশ্বরী, রমনা, ঢাকা
২.		মো: ওয়াদুদ হোসেন	উপ প্রকল্প পরিচালক	৯৩৪৫২৭৪ (অফিস) ০১৭১৮২১৯৬৯৭ (মোবাইল)	১৬/৭, বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কোয়ার্টার্স, বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-২

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের অধীন তথ্য প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের বিবরণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	২	-	*২	-	-	-	-	-	*আবেদনে যাচিত তথ্যদির বিষয়বস্তু লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত না হওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য উক্ত বিভাগে সংরক্ষিত না থাকায় তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ফরম "খ" মোতাবেক আবেদনকারী বরাবর "তথ্য সরবরাহে অপরগতার নোটিশ" প্রেরণ করা হয়।

পরিশিষ্ট-৩

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সহায়তায় স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহের তালিকা

SL.no.	Agreement Title	Aid Nature	Signing Date	Amount
1	2	3	4	5
NSDS				
1	National Strategy for Development of Statistics Implementation Support Project	Loan	16 July, 2018	Ten million three hundred thousand (10,300,000)
2	Emergency Assistance Project	Grant	11July,2018	one hundred million Dollars ($100,000,000)
3	Power System Efficiency Improvement Project	Grant	9 August, 2018	twenty-two million four hundred forty-two thousand Dollars ($ 22,442,000)
4	Power System Efficiency Improvement Project-Additional Financing	Grant	9 August, 2018	three million Dollars ($ 3,000,000)
5	Railway Rolling Stock Operations Improvement Project	Loan	31 July, 2018	three hundred fifty-four million Dollars ($ 354,000,000)
6	Rupsha 800-Megawatt Combined Cycle Power Plant Project	Loan	2 August, 2018	five hundred million Dollars ($ 500,000,000)
7	Southwest Transmission Grid Expansion Project	Loan	10 September, 2018	three hundred fifty million Dollars ($ 350,000,000)
CHINA				
8.	Padma Bridge Rail Link Project	Loan	23 July, 2018	GCL Loan-¥569,664,000,00 (Renminbi Five Hundred Sixty Nine Million and Six Hundred Sixty Four Thousand Yuan only)

9.	Installation of Single Point Mooring (SPM) with Double Pipe Line Project	Loan	05/08/2018	¥ 1,547,071,939.09 (Renminbi One Billion Five Hundred Forty Seven Million and Seventy One Thousand Nine Hundred Thirty Nine Yuan and Nine Cents only
10.	Padma Bridge Rail Link Project	Loan	April 27, 2018	US Dollar Two Billion Six Hundred Sixty-Seven Million Nine Hundred Thirty-Seven Thousand Five Hundred only (USD 2,667,937,500,00)
IDA				
11.	Transforming Secondary Education for Results Operation	Loan	13 August, 2018	three hundred sixty six million six hundred thousand Special Drawing Rights (SDR366,600,000)
12.	Livestock and Dairy Development Project	Loan	06 January 2019	356,800,000 (three hundred fifty six million eight hundred thousand)
ICNPR				
13.	Establishment of an International Centre for Natural Product Research Project	Loan	19 July, 2018	14,000,000 (United States Dollars Fourteen Million)
CHINA				
14.	South Asia Subregional Economic Cooperation Chittagong-Cox's Bazar Railway Project, Phase 1-Tranche 2	Loan	25 June, 2019	threehundred fifty-one million one hundred and twenty-four thousand Euros (€351,124,000)
JAPAN				
15.	Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (V)	Loan	28 May 2019	one hundred forty three billion one hundred twenty seven million yen (¥143,127 ,000,000)

IFAD				
16.	Char Development and Settlement Project-IV (CDSP-IV)	Loan	27 May 2019	13 802 000 (thirteen million, eight hundred two thousand)& (Blend terms) USD 6798 000 (six million seven hundred ninety-eight thousand)
AIIB				
17.	Bangladesh Municipal Water Supply and Sanitation Project	Loan	20 May 2019	Onehundred million dollars ($100,000,000)
18.	Bangladesh Power System Upgrade and Expansion (Chattagram Area) Project	Loan	16 May 2019	Onehundred twenty million dollars ($120,000,000)
GIZ				
19.	Renewable Energy and Energy Efficiency Programme (REEEP) II	Loan	06 May 2019	€ 4,000,000 (four million EURO)
JAICA				
20.	Financial Cooperation Agreement &Technical Cooperation Agreement	Cooperation Agreement	23 April 2019	€ 28,000,000 (twenty eight million EURO)
ADB				
21.	Microenterprise Development Project	Loan & Project	20 February 2019	fifty million Dollars ($50,000,000)
22.	South Asia Subregional Economic Cooperation Chittagong-Cox's Bazar Railway Project, Phase 1-Tranche 2	Loan	25 July 2019	threehundred fifty-one million one hundred and twenty-four thousand Euros (€351,124,000)
23.	Rural Connectivity Improvement Project	Loan	29 January 2019	one hundred million Dollars ($100,000,000)&one

				hundred million Dollars ($100,000,000)

পরিশিষ্ট-৪

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের এবং ল'জ অব বাংলাদেশের ওয়েবসাইটের চিত্র

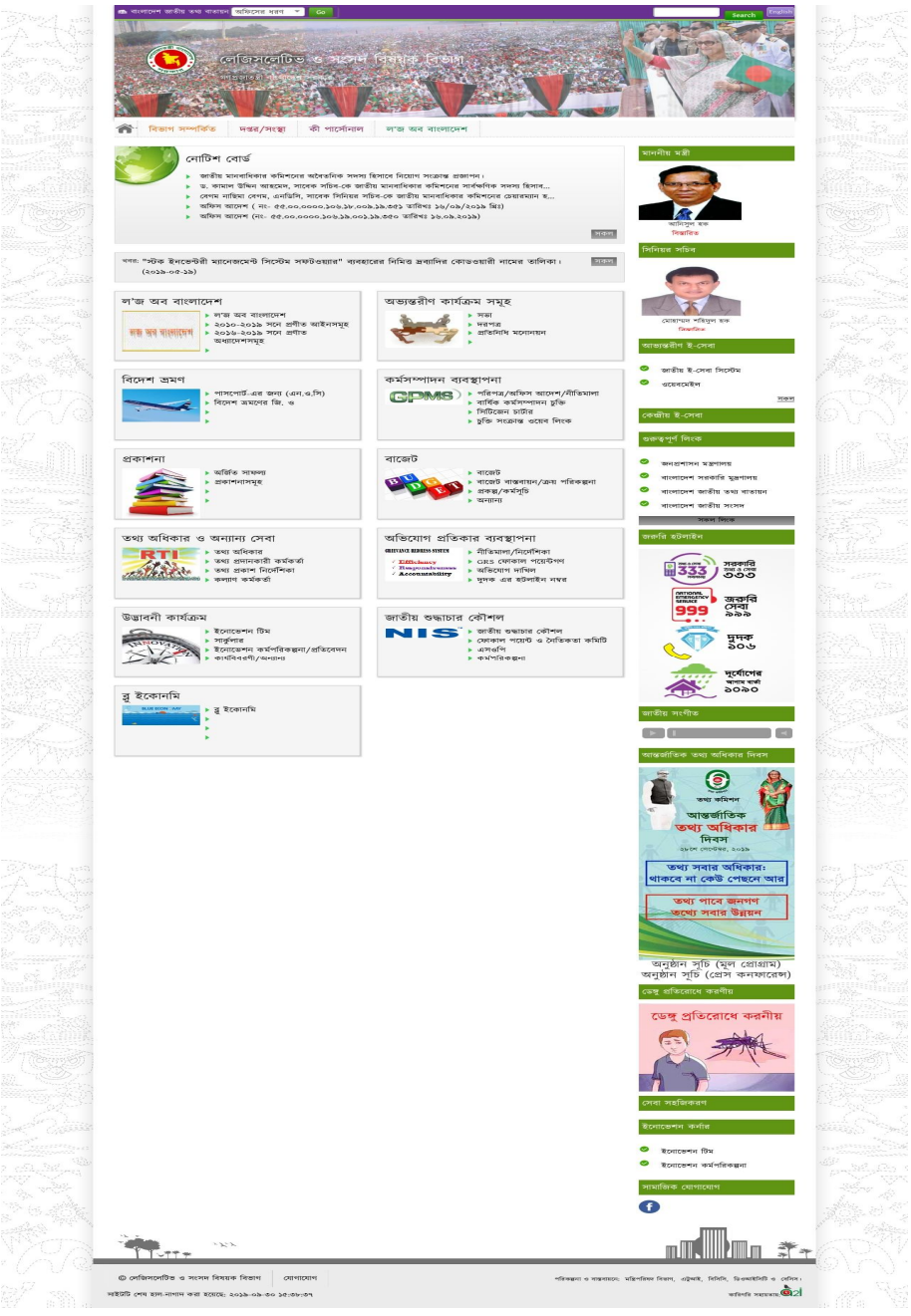

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের চিত্র।

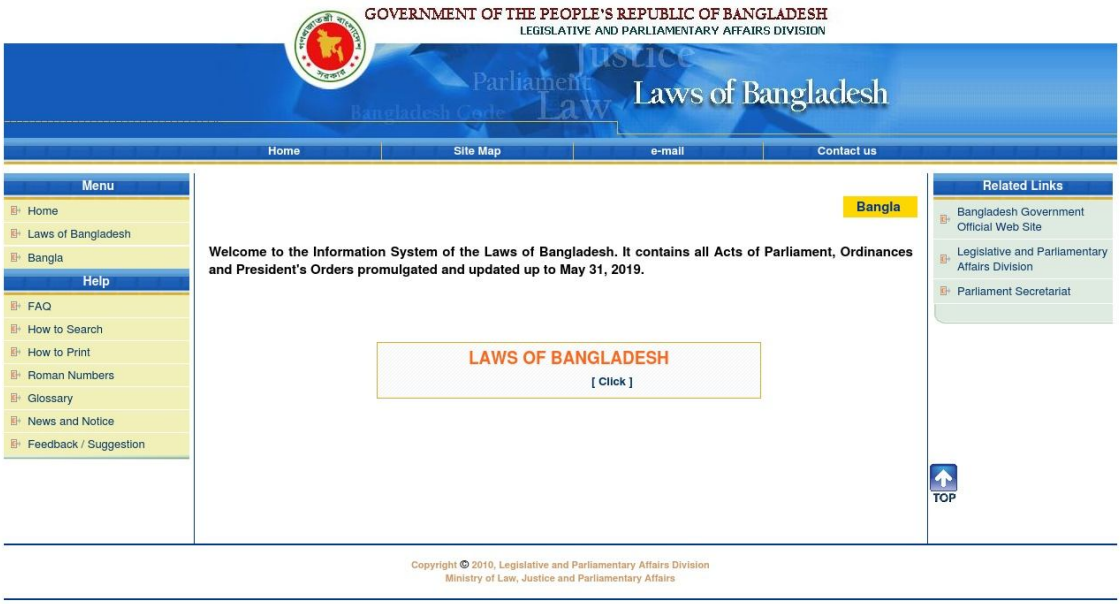

ল'জ অব বাংলাদেশের ওয়েবসাইটের চিত্র।